অস্যার্থঃ ॥ ওহে কৃষ্ণ তোমা না দেখিয়া। এই রাত্রি দিবা মাঝে ; যতক্ষণ সন্ধি আছে ; কৈছে আমি রহিব কাটিয়া ॥ ধ্রু ॥

কোটি কল্প তুল্য মনে , হৈল মোর এক ক্ষণে, তোমা বিনা নারি গোঙাইতে । হাহা তোমা দরশন ; বিনা আমি ক্ষণ গণ, তুমি বল গোঙাই সে রীতে ॥ ১ ॥

অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কাল কাটা নাহি যায় । কেমনে কাটাবে কাল, তুমি কহ সে বিচার, বিচারিয়া কহ সে উপায় ॥ ২ ॥

যদি বল কামতাপে , তাপিত হইলা যবে, তবে যাহ নিজ পতি ঠাই । সেহ অন্বেষয়ে তোমা ; আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা, পতি সঙ্গে বিলাসহ যাই ॥ ৩ ॥

তবে শুন তার বাণী, পতি ছাড়াইলা তুমি, সে লাগি অনাথা গণ মোরা । তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা সিন্ধু, দরশন দেহ আসি ত্বরা ॥ ৪ ॥

যদি বল পতিসেবা · ধর্ম্ম কেনে উপেক্ষিবা ; যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে । তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ হইবে তোর , মনেন্দ্রিয় হরিয়াছ যাতে ॥ ৫ ॥

তবে যদি বল হেন ; আসিয়া তোমার কেন ; ধর্ম্ম ছাড়াইব মন হরি । চপলা কামিনী তোরা ; আপনি হইয়া ভোরা · ধর্ম্ম ছাড়ি ফির মোহে হেরি ॥ ৬ ॥

তবে শুন তার বাণী , ধর্ম্ম ত্যাগি যদি আমি · তবে উদ্ধারিবে কেবা আর । করুণা সমুদ্র তুমি, · দেখ ধর্ম্ম ছাড়া আমি, কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥ ৭ ॥

উদ্বেগেতে প্রাবল্য, হৈল ভাব শাবল্য তাতে ধনী করয়ে প্রলাপ। সেই ভাব বিভাবিত, লীলা শুক কহে গীত, এযদুনন্দন হিয়ে তাপ ॥ ৮ ॥

শ্লোকঃ ॥ কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমা শয়া, কথয়ত কথা মন্যাং ধন্যা মহো হৃদয়েশয়ঃ। মধুর মধুর স্মেরাকারে মনো নয়নোৎসবে, কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বতলম্বতে ॥ ৪২ ॥

অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াৎপ্রলপন্ত্যাবচোহনুবদন্নাহঃ প্রথমমাবেগোদয়াৎ আহ হে সখ্যঃ ইহ বৈশসে তৎ কিং কৃণুমঃ যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ। অতস্তা অপি বাগ্গাদৃষ্টাচিন্তোদয়াদাহ কস্যক্রমঃ যূয়মপি মত্ত ল্যাবস্থা এব তদন্যাং কং যেন ভদ্রং স্যাৎ তং পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদৈবতা মাচ্ছিদ্য মত্যাখ্যভাবোদয়াৎ আশাহি পরমংদুঃখ মিত্যাদি বদাহ আশয়া তদাশয়া যৎ কৃতৎ তৎকৃত মেবানন্নকর্ত্তব্যং। কিম্বা ত্বয়া যৎকৃতং তৎকৃতং ব্যর্থং তত্তৎকৃত্য ঙতেত্যর্থঃ। তদৈবামর্ষো দয়াদাহং অতস্তস্যা কৃতজ্ঞস্য বার্ত্তাংত্যক্ত্বা অন্যাং কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথং কথযত কথয়ত্বিতি পাঠেতু একাং সখীং প্রত্যুক্তি ভবতী ত্যর্থাৎ তদৈব হৃদিস্ফুরন্তং কৃষ্ণং শরৈর্বিধ্যাৎ কামত্বাৎ স্ত্বমা চ্ছাদ্য ত্রাসোদয়াৎ স বৈক্লব্যমা অহোকষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শক্ররয়ং সারয়তি কিং হর্ম্ম ইত্যর্থঃ। কিম্বা হৃদি কৃষ্ণস্ফূর্ত্যা সাশ্চর্য্য বিশেষমাহ অহো যৎ কথামপি ত্যক্তু মিচ্ছামঃ সএব হৃদিবর্ত্ততে তৎকথং তদেযাত্যাগঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ ততস্ত্রমাচ্ছাদ্য সহজোৎ সক্যোদয়াৎতজ্জানতীনাংনধঃ কৃযে ইতিবৎ সবিষাদ মাহ মধুরেতি বত ইতি খেদে অদ্ভুতাবত্যাগঃ প্রত্যুত কৃষ্ণে চিরং

তৃষ্ণালম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে শ্রাদৃশী কৃপণাদপি কৃপণা উৎ কণ্ঠয়াতিদীনেত্যর্থঃ। কীদৃশে মধুরাদপি মধুরঃ স্মরশ্চ মদনমদাদিভিরুৎফুল্ল চা কারাকৃতির্যস্য তস্মিন্ অতো মনোনয়নয়োরুৎসবো যস্মাৎ তস্মিন্। অন্তর্দশায়ান্ত পূর্ব্ববদর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ॥ প্রথমে আবেশ ভাব, মনে ভেল আবির্ভাব সেই ভাবে কহে সখী প্রতি। কহ সখী এ বিপদে, কি করি উপায় যাতে, কৃষ্ণ দরশন পাই সতি॥ ১॥

কহিতেহি সখীগণে, ব্যগ্র দেখি মনে গুণে, তারে ঝাপি চিন্তা ভাব হৈলা। কহয়ে পুছিব কারে, তুমি সব সখী আরে, মোর প্রায় দুঃখিনী হৈ গেলা॥ ২॥

মোর কেবা আছে আর; কারেবা পুছিব সার, কে কহিবে মঙ্গল উপায়। এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি আচ্ছাদনে; মতি ভাব জন্মিল হিয়ায়॥ ৩॥

তাতে কহে কৃষ্ণ আশা, সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রাণ নাশা, যে কৈল সে কৈল আর না। কিম্বা যত আশা কৈল, বৃথা মাত্র দুঃখ পাইল; আশা ছাড়ি রাখহ আপনা॥ ৪॥

কহিতে সে ভাব ঝাপি; অমর্ষা জন্মিলা কাপি; তাহে কহে শুন সখী গণ। অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণকথা; ছাড়িয়া অধন্য মতা, কহ ধন্য অন্য সুকথন॥ ৫॥

এই কালে হৃদি মাঝে, স্ফূর্ত্তি রূপে কৃষ্ণ সাজে; কাম-শর বিদ্ধ হৈতে মনে। সে ভাবাচ্ছাদন করি, ত্রাস হৈল হিয়া ভরি; বিক্লব পাইয়া পুনঃ ভণে॥ ৬॥

অহো কষ্ট কি করিলু, কাম বৈরি উপজিল, সদাই সুতিয়া আছে হিয়ে। সদা হিয়ে বিন্ধে সেই; তিলেক না

ছাড়ে যেই, ইহাতে উপায় কি করিয়ে ॥ ৭ ॥
কিবা হিয়ে কৃষ্ণ স্ফুরে; তাহাতে আশ্চর্য্য বোলে বিষাদ করিয়া কহে বাণী । যারে চাহি তেয়াগিতে; সেই সুতিয়াছে চিত্তে : কোন রূপে না যায় ছাড়নি ॥ ৮ ॥
তবে তাহা আচ্ছাদিয়া, সহজ ঔৎসুক্য হিয়া, উদয় হইল শীঘ্র আসি । বিষাদ করিয়া কহে, খেদ হৈল অতিশয়ে; কৃষ্ণ আছে জানে মনে বসি ॥ ৯ ॥
ছাড়িবার মন হৈলে অতি তৃষ্ণা হিয়ে বলে; প্রতি ক্ষণ বাঢে তৃষ্ণাগণ । দঃখ ভোরা দুঃখি হেন; বাঢে তৃষ্ণা অনুক্ষণ বাঢিবার আছয়ে কারণ ॥ ১০ ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, স্মের যাতে সুখপূর, কাম মদে প্রকট আকারে । মন নয়নের সেই, উৎসব নিবন্ধ যেই, কেবা পারে তারে ছাড়িবারে ॥ ১১ ॥
এই কালে ব্যাধিভাব, আসি হৈল আবির্ভাব, তাতে অতি কৃশ হৈল অঙ্গ । তাতে গ্লানি উপজিল, ধনী চেষ্টা প্রকটিল, তিন শ্লোক করিয়া প্রবন্ধ ॥ ১২ ॥
হেম অঙ্গ ভূমে পড়ে, বিষাদ সুদৈন্য করে, ধনী নিজ নয়ন মুদিয়া । আশ্বাসয়ে সখীগণ, ধৈর্য্য কর নিজ মন, কৃষ্ণ এবে আলিঙ্গিবে সিয়া ॥ ১৩ ॥
সেই সখীগণে রাই, কহে মন দুঃখ পাই, আশা তেজি প্রলাপ বচন । সেই শ্লোক পঢ়ি এথা, লীলা শুক কহে কথা, কহে তাহা এ যদুনন্দন ॥ ১৪ ॥

শ্লোকঃ ॥ আভ্যাং বিলোচনাভ্যা মম্বুরুহ বিলোচনং বালং । দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধং দূরে মমহন্ত দৈবসামগ্রী ॥ ৪৩ ॥

অথাত্য বিভবোৎপন্নতা নবাতিশয়াৎ গ্লানিরুৎপন্না তচ্চেষ্ট ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্য তদ্দর্শনোৎপন্ন বিষাদ, দৈন্যাভ্যা মধুনৈবাগতং তং পরিরভ্য স ধৈর্য্যং হর্ষিতি আশ্বাসন্তীঃ সখীঃ প্রতি শনৈরাস্যং প্রলপন্ত্যা। বহোঃ অনুবদন্নাহ আগতেপ্যস্মিন্ শক্ত্যা ভুজচালনাদ্যসামর্থ্যাৎ স্বাঙ্গাদালিঙ্গনং দূরে তাবদাস্তাৎ বিলোচনাভ্যামপি তৎবালং কিশোরশেখরং পরিরব্ধং মম দৈবসামগ্রী ভাগ্যরূপদর্শন সাধনং দূরেনাস্ত্যেবেত্যর্থঃ হন্ত বিষাদে বিষাদেহেতুঃ অন্বিবাতি তত্রাপি ভাবোদ্গারি বামনেত্র প্রান্তেন দর্শনমাস্তাং দ্বাভ্যামপি তরব জগবদ্দর্শভাগ্যং মমনাস্তীত্যাহ দ্বাভ্যামপি। ননু অদ্ধুনৈব দৃক্ষ্যসি কিমিতি স্বিদ্যসে ইত্যত্র নেত্রোন্মীলনে প্রযত্নমানা তদশক্ত্যাহ আভ্যাং। সচেলা গচ্ছেদাগচ্ছতু নাম মমপুনরাভ্যাং তদ্দর্শনং নাস্ত্যেবেতিভাবঃ। অন্তর্দশায়াং তয়াসহ বিলসন্তং তং অন্যাংসমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ॥ সখী কৃষ্ণের যদি এথা, আগমন হয় সর্ব্বথা আইলে না যাবে মোর দুঃখ। বাহু নারি তুলিবারে, আলিঙ্গন রহু দূরে, নয়নেহ নাহি হবে সুখ॥ ১॥

কিশোর শেখর রাজ, আঁখি আলিঙ্গন কাজ, ভাগ্য রূপ দর্শন সাধন। সেহ মোর দূরে হৈল, যাতে গ্লানি উপজিল, মেলিবারে না পারি নয়ন॥ ২॥

বিষাদ হইল মনে, কহে শুন সখীগণে, বামনেত্র অন্তে দরশন। ভাবোদ্গারি বিলোকন, দূরে রহু সে দর্শন প্রায় না দেখি ইতর জন॥ ৩॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি দেখিবা

শ্যাম রায় । তাহা শুনি সুনয়নী, যতন করিয়া পুনি; নিজ নেত্র মেলিবারে চায় ॥ ৪ ॥

মেলিতে না পারি আঁখি, তাতে কহে হৈয়া দুঃখি যবে আইসে তবে আইস হরি । যে দেখিবে সে দেখউ, আমার কি করে জীউ, আঁখি আমি মেলিবারে নারি ॥ ৫ ॥

মনে কৃষ্ণসুখ স্ফূর্ত্তি, হৈতে বাটি গেল আর্ত্তি, বিষাদ ঔৎসুক্য ভাবে দোলে । প্রলাপ করিয়া রাই; কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তাই, এথা লীলা শুক শ্লোক বলে ॥ ৬ ॥

শ্লোকঃ ॥ অশ্রান্ত স্মিতমরুণারুণাধরোষ্ঠং, হর্ষার্দ্র দ্বিগুণ মনোজ্ঞ বেণুগীতং । বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্দ্ধ মুগ্ধং বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজং কদানু । ॥ ৪৪ ॥

পুনঃ স্বপ্রেরকতঃ তচ্ছ্রীমুখস্ফূর্ত্ত্যা বিষাদৌৎসুক্যাভ্যাং অহ্যাস্মসুন বৃতকৃশাম্ শতজন্মভিঃস্যাদিতি বৎ ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখেতে ইতি বচচ তং প্রতিপ্রলপন্ত্যা বচোনুবদন্নাহ অশ্রান্তেতি । নভোঃ শ্রীকৃষ্ণ তব বদনাম্বুজ মত্র জন্মনি ন দৃষ্টমেব কদাপি জন্মান্তরেপি বীক্ষিষ্যে । কীদৃশং অশ্রান্তং সন্ততং স্মিতং যস্মিন্ ঈষৎ স্মিতম্বা । অরুণারুণৌ অরুণাদপ্যরুণৌ গ্লানি ত্রমোঘৌ অধরোষ্ঠৌ যস্মিন্ মৎ প্রেরণ হর্ষেরার্দ্রং অতো দ্বিগুণমনোজ্ঞং বেণুগীতং যস্মিন্ । মৎ প্রেরণার্থং বিভ্রাম্যৎ বিপুল বিপুলো লোচনয়োর্দ্ধদর্দ্ধং তেন মুগ্ধং হৎ । স্বাস্বর্দ্দশায়াং পূর্ব্ববৎ । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র শুন আমি কহি যে নিবন্ধ ।

তোমার মুখাব্জ শোভা, মোর নেত্রভৃঙ্গ লোভা, এ জন্মে দেখিতে ভেল অন্ধ ॥ ধ্রু ॥

জন্মান্তরে তপকরি আপনার ইচ্ছা ভরি; মুখাব্জ করিব দরশন । সদা যাতে মন্দ হাসি উগরে অমিয়া রাশি; সদা ঝরে চন্দ্র জ্যোৎস্না গণ ॥ ১ ॥

অরুণ হইতে যাতে, ওষ্ঠাধর অরুণিতে, গ্লানি অন্ধকার গণ নাশে । এমন সুন্দর মুখ; অখিল নয়ন সুখ, তবে আমি দেখিব হরিষে ॥ ২ ॥

আমার প্রেরণ হর্ষে, মৃদুগান যেই বর্ষে, সেইত মুরলী তাহে শোহে । তাহাতে দ্বিগুণ শোভা, কামিনী অন্তর লোভা, বচন বর্ণন তাহা নহে ॥ ২ ॥

পুনঃ পুনঃ প্রেরণার্থ, বিভ্রম লোচন আর্ত্ত, অতি দীর্ঘ অতি শোভাময় । তাহার অর্দ্ধেক ভঙ্গি; কামিনী মোহন রঙ্গি, জন্মান্তরে দেখি ভাগ্য হয় ॥ ৪ ॥

শুনি কহে সখী গণ খেদ কর কি কারণ, কৃষ্ণ আসি দেখিবে তোমায় । তাতে তুয়া শক্তি হবে, তাহাকে দেখিতে পাবে, সুখী হবে তুয়া নেত্র তায় ॥ ৫ ॥

এইরূপ সখী বাণী, শুনিতেই সুনয়নী, তারে পুছে উৎকণ্ঠিতা হৈয়া । লীলা শুক সেই ভাবে, কহিতে লাগিলা তবে, এক শ্লোক অপূর্ব্ব করিয়া ॥ ৬ ॥

শ্লোক ॥ লীলায়িতাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং
নীলারুণাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাং । আলোকং
য়েদদ্ভুত বিভ্রমাভ্যাং, কালেকদা কারুণিকঃ
কিশোরঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ সীদন্ত্যাঃ অয়িশম বাগত্যন্ত্বাং দ্রক্ষ্যসি ইতি তদা তবাপি শক্তি র্ভবিষ্যতি ইসখী বাক্যাত্তাঃ সোৎকণ্ঠপুলপন্তাবচোহনু বদন্নাহ লীলায়িতেতি স কিশোরঃ নয়নাম্বুজাভ্যাং কদা আলোক যেন্মামিতি শেখঃ। ইচ্ছা প্রকাশনে লিঙ কিম্বা ইদা প্রিয় কদাবালোক যে দিতি নৈরশ্যোক্তিঃ কীদৃগ্যাং সকরুণ প্রেমর শৃঙ্গার রসযোঃ প্রবাহেন শীতলাভ্যাং। তথা তারয়ো লীনিম্ন প্রান্তয়ো রুরুনি মাচ যত্তাভ্যাং মদীয়া বিরান্তুতো বিভ্রমা যয়োস্তাভ্যাংঅতোলীলা প্রাচুর্য্যাৎলীলে বাচরতি লীলা য়তে তাভ্যাং। অপরাধিনীং মাংপশ্যতিচেত্তম্ভাহিত্বা কথংগত ইতি বিমৃশ্য স দৈন্যমাহ কারুণিকঃ কৃপয়া সম্ভবেতিভাবঃ। স্বান্তর্দ্দশায়া মেতাং কদালোকয়েদিতি। বাহ্যে কদা কৃপাব লোকনং করিষ্যতীতি ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখীহে সেই নবকিশোর শেখর। নয়ন কমল বরে ; কবে নিরক্ষিবে মোরে, এই দশা দেখিবে সকল ॥ ধ্র ॥

এখনি মরিয়ে আমি, কিবা বল সখী তুমি ; কবেবা আসিবে সে দেখিতে। একপ নৈরাশ্য বাণী ; কহি খেদ করে ধনী, যেবা খেদ কে পারে শুনিতে ॥ ১ ॥

শৃঙ্গার রসের যেই ; প্রবাহ বহয়ে সেই ; শীতল নয়ন পদ্ম শোভা। তাহাতে নীলিমা যার ; অন্তে অরুণিমা আর, পদ্মো নট খঞ্জনের লোভা ॥ ২ ॥

লীলাতে আয়ত আখি, তাহাতে চাপল্য সখী, কবে তাহে হেরিব আমারে। মুঞি অপরাধী জনে, দেখিতে থাকিত মনে, তবে ছাড়ি কেনে গেলা দূরে ॥ ৩ ॥

এত কহি বিমর্ষিয়া ; কহে যে আছয়ে হিয়া, দেখিতে

হ পারে আসে মোরে। সহজে করুণাময়, কৃপাতেবা দেখা হয়, মোর ভাগ্যে না জানি কি করে॥ ৪॥

কহিতেই মূর্চ্ছা হৈলা, সখীরা সম্ভ্রম পাইলা; কহে সখী দেখ আগে তারে। আইলা কিশোর রায়, গজগতি সুলীলায়, আখি মেল কেনে আর ভোরে॥ ৫॥

সখীর আশ্বাস শুনি, সংভ্রম পাইলা ধনী, যত্নে নেত্র মেলিয়া উঠিলা। সর্ব্ব দিশা দেখি পুনি, নাহি দেখে ব্রজমণি, সখী গণে কহিতে লাগিলা॥ ৬॥

শ্লোকঃ॥ বহুল চিকুর ভারং বদ্ধ পিঞ্ছাবতং
সং, চপল চপল নেত্রং চারু বিম্বাধরৌষ্ঠং।
মধুর মৃদুলহাসং মন্দরোদার লীলং; মৃগ
য়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ॥ ৪৬॥

অথ পুনর্মূর্চ্ছিতায়াঃ সখি উত্তিষ্ঠ পশ্যায় মাগতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি সখীনা মাশ্বাস বচনৈঃ স সম্ভ্রমং নেত্রে উন্মীল্য উত্থায়দিশো ঽবলোকন্ত্যা তম প্রেক্ষ্যতং প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ বহুলেতি। হেসখ্যঃ মুরা হৃৎসা উদারঃ পরম সুন্দরস্যেত্যর্থঃ মুগ্ধবেশং যেনয়নং মৃগতে শীঘ্রং দর্শয়াতেতিভাবঃ। কীদৃশং বহুলং সিগ্ধঃ নিবিড়শ্চিকুর ভাবো যস্মিন্ তত্রৈব বদ্ধঃ পিঞ্ছা বতংসোযস্য চপলাদপি চপলে নেত্রে যস্মিন্ চপলঃ পয়োদ মীন ইতি বিশ্বাৎ। চারু বিম্ব বদধর ঔষ্ঠো যত্র মধুরা মৃদুলা হাসোযত্র। বেশস্যগাম্ভীর্য্যং ক্ষোভকত্বং চাহমন্দ রাদ্রেরি বোদারা মহতী লীলাযস্য তেন যথা দুগ্ধাব্ধিং সংক্ষোভরত্না দিকংকৃ তথাতেনাদস্মাকং হৃদয়ং সংক্ষোভ্য ধৈর্য্যাদিক মহাক্ষোভক মিতিভাবঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াং তৎসঙ্গম মধুরং বেশং॥ বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ॥ সখীহে মুরারির মনোহর বেশ। দর্শন লাগিয়া মোর, অন্বেষয়ে দিঠি যোর; তৎকাল দেখাও নাগরেশ॥ ধ্রু'॥

ঘন স্নিগ্ধ কেশ তার, পিঞ্ছ অবতংস আর; নবাম্বুদে যেন ইন্দ্রধন। চঞ্চল নয়ন যোর; অতিদীর্ঘ শ্রুতি কোর সফরি মীনের গতি জনু॥ ১॥

তাতে ওষ্ঠ বিম্বাধর, মৃদুহাস্য মধু, চোর, গাম্ভীর্য্য ক্ষোভক লীলাগণে। মন্দর পর্ব্বত যেন স্নিগ্ধ সিন্ধু সুমন্থন; করিয়া হরিলা রত্নধনে॥ ২॥

হৃদয় গম্ভীর তেন; মথয়ে আমারে যেন, কৃষ্ণ লীলা বেশ সুমন্দর। ধৈর্য্য রত্ন হরি লয়ে, শুনঃ সখী অয়ে; দরশাও দেখি সে সুন্দর॥ ৩॥

সখী কহে আইলা হরি, তোহে পরিহাস করি, কোন কুঞ্জে লুকাইয়া রহে। চলতাহে অন্বেষিয়ে; সেইখানে বিলোকিয়ে; শুনি ধনী সখী সনে যায়ে॥ ৪॥

তুলসী মালতী জাতী; মাধবী মল্লিকা যূথী, লতা তরু পশু পক্ষী স্থানে। কৃষ্ণ কথা প্রশ্ন করে, তারসঙ্গে প্রশ্নোত্তরে, প্রলাপিয়া করে নির্দ্ধারণে॥ ৫॥

শ্লোকঃ॥ বহল জলদচ্ছায়া চৌরং বিলাস ভরালসং মদশিখি শিখা নীলোত্তংসং মনোজ্ঞ মুখাম্বুজং। কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্র প্রসঙ্গ জড়ং জগন্মধুরিম পরিপাকোদ্রেকং বয়ং মৃগয়ামহে॥ ৪৭॥

নন্বাগতোহরং ত্বাং পরিহসন ক্বাপি কুঞ্জে নিলীনস্তিষ্ঠতি তদা গচ্ছতমন্বেষ্য পশ্যাম ইতি সখীনাং গিরা ভাতি স্তম

ন্বেষ্য ভ্রমন্ত্যঃ কচ্চিত্তুলসীতি অপেন্য পত্ন্যপগত ইত্যাদি বৎ স্থিরৎবান্ পৃচ্ছন্ত্যা তেষাং প্রশ্নমুক্ত্বা তান্ প্রতি প্রত্যুত্তর যন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ । ননু কিমর্থ মুন্মত্ত ইব রাত্রৌ ভ্রমত স্তত্র সাবহিত্থমাহ.যস্যনামাপি চৌরত্বাদগ্রাহ্যং তৎ কিমপি বস্তু মৃগয়ামহে । নবিজ্ঞায়ত এবাবোদৃষ্টশ্চেৎ কথ্যতাং মাং অশঠোঽয়ং কাপি কস্যাপি গোপ্যা রমমাণস্তিষ্ঠতি তদন্বে ষণং তু লাঘবায়ৈব তন্নিবর্ত্তধ্বং তত্র সর্ব্বসার হেলনমাহ কম- লেতি লক্ষ্ম্যা অপ্যপাঙ্গ স্যয় উদগ্রঃ প্রসঙ্গস্তেন জাড্যং তদ্বশমাপি কিমুতাস্ম গোপ্যো রমমাণং যতোঽস্মন্মনোরত্নং হৃত্বাগতোঽয়ং তদেব প্রার্থ্যং কিং নস্তেনেতি ভাবঃ ননুসখ্য শীলে কথং চৌর্য্যাপবাদং দদত্ব তত্র সহাস শিরোধুনন মাহ বহলেতি বজ্রেন্দ্র ধনুরাদি যুক্ত নিবিড়জল দানামপি কান্তিচৌরং কিমুত বালানাং নোমনোরত্ন মিতি ভাবঃ । তথা মাধুর্য্যতিমধুরিমাংপরিপাকোস্বেষু তমধুরিমপরিপাকঃ স্ফুরেন্মুপদাহৎস মৃগমান পল্লবাদ্যা স্তেষাং উদ্গতোরেকঃ শঙ্কায়স্যাৎ তং তেষামপি মাধুর্য্যানাং চৌর মিত্যর্থঃ মধুরং রসবৎ স্বাদুপ্রিয়েশ্চেতি বিশ্বঃ । রেকোবিবেকে শঙ্কায়াং রেকস্যাদধমেপি চেতিবিশ্বঃ । নন্বেবং চেদ্দূরে স্পৃশ্যতি কথং ত্বং কথ তত্রাহ মদেতি পিচ্ছমুকুটাদ্দূরতো দৃশ্যো ভবেৎ ইতি ভাবঃ ।ননু তত্তোপি ধারিত্বাপ সরিষ্যতি তত্রাহ বিলাসে তি তদতিশয় মানসেন শীঘ্রং গন্তু মপ্যাশক্ত মিতি ভাবঃ । ননু ঘনতম শশি দংষ্ট্রে নিলীয়স্থাস্যতি তত্র মনোজ্ঞেতি কোটি চন্দ্রবদন্যনন্তং মুখাম্বুজং যস্য তৎকান্তি পুরেণৈব দৃশ্যো ভবেৎ দূরতোপি দৃশ্যোভবে ন্মুখাম্বুজং যস্য তৎকান্তি পুরেণৈব দৃশ্যো ভবেদিত্যর্থঃ । যদ্বা ননু প্রাতরেব ত্বং দৃশ্যস্য ব্রজেন পাংশু

ত্বনেব মে ধন গ্রাহ্যং সলোকসৌ রাত্রৌ কদাচিদ্দেহ মপি বশ্চৌরয়ে ত্তর্হি নিবর্ত্তয়ধ্বং তত্রাত্মান মনুক্ত্বা ভঙ্গ্যাহ কমলা নাং বরস্ত্রীণাং আসামপাঙ্গ স্যোদগ্রোয়ঃ স প্রসঙ্গ স্তেনজ ড়ং কিমপি কর্ত্তুয় সমর্থ মিত্যর্থঃ। কমলা শ্রীবরস্ত্রিয়ো রিতিবিশ্বঃ। স্বান্বদ্ধশায়াং স স্ময়মান সখীঃ প্রত্যুক্তিঃ হে সখ্যঃ আগচ্ছয়েনোন্মাদিত্তোয়ং তমন্বেষয়ামঃ। ননু কথং রাত্রৌলপ্স্যামহে তত্রাহ পঞ্চভি র্বিশেষনৈঃ। ননু হস্তোদ্যা নে প্রাপ্তেপি কথমায়াস্যতি তত্রাহ কমলা শ্রীরাধা তস্যা অপাঙ্গ প্রসঙ্গেন তৎ প্রস্তাবেনাপি জড়ং তদ্বশচিত্তং অতৈব বৈষ্যতীত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ॥ তরুলতা কহে যেন, তোমরা উন্মাদ হেন, রাত্রে কেনে ভ্রুমিয়া বেড়াও। আকার গোপন করি ; তারে কহে সুনাগরী, শুন সবে একমন হও॥ ১।
নাম লৈতে নারি তার, নাম চোর প্রায় যার, তারে সবে করি অন্বেষণ। তোমরাও জান তারে, দেখিথাক কহ আরে, তাতে কিছু আছে প্রয়োজন॥ ২॥
তারা যেন কহে তারে, তেহু মহাশঠবরে, কোন স্থলে কোন গোপী লৈয়া। রমণ করয়ে সুখে, অন্বেষনাবর তাকে, থাক মনে নিবৃত্তি হইয়া॥ ৩॥
এত উউক্তিতে মনে, কহে গর্ব্ব ভাব সনে, লক্ষ্ম্যাপাঙ্গ নামে তেহু জড়। সে লক্ষ্মীর সেব্য হয়ে, মোর গোপী সঙ্গে কাহে, রমণ করিবে সে চপল॥ ৪॥
তার সঙ্গে মোসবার, কিবা কাজ আছে আর, মন রত্ন যে চুরি করিলা। তাহা সব তাহা স্থানে, এলাগিয়া অন্বেষণে, ফিরি সবে লৈয়া সখী মেলা॥ ৫॥

তবে যদি বল হেন, স্বধর্ম্ম শীলেরে কেন, চৌর্য্য অপবাদ দেও সবে। তার কথা শুন কহি, সত্যজান বাক্য এহি, মোসবার চিত্ত অনুভাবে ॥ ৬ ॥

বজ্র ইন্দ্র ধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি, হেন যে নিবিড় জলধর। তার কান্তি চুরি কৈলা, তাহাতে অবলা মোরা, মন রত্ন হরিতে কি ডর ॥ ৮ ॥

আর শুন মধুরিমা, পরিপাক মনোরমা, চন্দ্র পদ্ম হংস মৃগ কাম। পল্লবাদ্য শঙ্কাকরে, এসবার মাধুরি হরে, তেই চোর চক্রবর্ত্তী নাম ॥ ৯ ॥

বৃক্ষলতা কহে যেন, যদি তেহু চৌর হেন, তবে তেহু আছে দূর স্থানে। লাগ পাবো কোথা তার, কিবা অন্বেষহ আর, ধৈর্য্য ধরি থাক নিজ মনে ॥ ১০ ॥

পুন কহে সুনাগরী, তেহ শিখি পিঞ্ছধারী, দূরে হৈতে দেখা পাব তার। লতাগণ কহে তবে, ধাঞা পলাইব যবে, তবে কৈছে লাগ পাবে আর ॥ ১১ ॥

রাই কহে অতিশয়, বিলাসে অলস গায়, চলিতেই শক্তি নাহি ধরে। লতা কহে ঘন কুঞ্জে, রহিব তিমির পুঞ্জে, নিজ তনু গোপন আকারে ॥ ১২ ॥

রাই কহে মনোজ্ঞ অতি, কোটি চন্দ্র জিনি কান্তি, হেন মুখ পদ্ম শোভা যার। সেই কান্তি গণ তারে, দেখাইবে অন্ধকারে, ইহাতে সন্দেহ নাহি আর ॥ ১৩ ॥

কিম্বা যেন লতা বোলে, কালি প্রাতে ব্রজ স্থলে, লাগ পাবে লৈও নিজধন। রাত্রিকালে তেহু ফিরি, দেহ পাছে করে চুরি, তেঞি কহি হও নিবর্ত্তন ॥ ১৪ ॥

রাই কহে বরনারী, অপাঙ্গে প্রসঙ্গ ভারি, জড় প্রায় তনু মন হয় । তেঞি আমা সবাকারে, না করিতে পারে আরে, নিজ রত্ন লইব হেলায় ॥ ১৫ ॥

উন্মাদ দশায় ধনী, ভ্রমে কহে কত বাণী, এই কালে কুঞ্জের সমীপে । স্ফুর্ত্তে দেখে আইলা হরি, পুনস্ফুর্ত্ত্যে নাহি হেরি, তাতে ধনী বৈঙ্গল্যে বিলাপে ॥ ১৬ ॥

সখী গণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি না দেখিলা তাহারে । সখীর আশ্বাস শুনি, তাসবাকে কহে ধনী, প্রলাপ বচন সুকাতরে ॥ ১৭ ॥

শ্লোকঃ ॥ পরামৃশ্যং দূরে পথি পথি মুনীনাং ব্রজবধূ, দৃশাদৃশ্যং শশ্বত্রিভুবন মনোহারি বদনং । অনামৃশ্যং বাচা মুনি সমুদয়া নামপি কদা, দরী দৃশ্যে দেবং দরদালত নীলোৎপল নিভং ॥ ৪৮ ॥

অথ কৃচিৎ ঈপ্সাভ্যার্ণ স্ফূর্ত্ত্যা বিক্লবায়াযা ত্বয়া দৃষ্টোসৌ কিমিতি খিদ্যসে ইত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচো হনু বদন্নাহ পরামৃশ্য মিতি । হেসখ্যঃ তং দেবং ক্রীড়াপরং কৃষ্ণং কদাদরী দৃশ্যোভা সংবাঞ্ছা পূর্ত্ত্যা পশ্যামি তত্র হেতুঃ দরদালিতেতি ভুবনেতিচ অতো মুনি সমুদয়ানাং কবীন্দ্রাণাং ব্যাসাদীনাং বাচাপ্যনা মৃশ্যং অস্পৃশ্যং তত্রাদৃক্ সৌন্দর্য্য বিশিষ্টৈঃ তমাবক্তু মশক্য মিত্যর্থঃ । অনি সমুদায়ানা মিতি পাঠে অনিশং উদয়ানাং নিত্যোন্মদানাং বাচাং শ্রুতীনাং অপ্যন্যমৃশ্যং । কিম্বা ননু তবেবায়ং কদাপি দ্রক্ষ্যসি তত্র অখিল দেহিনা মন্তরাত্মদৃক ইতি বঙ তদ্দৌর্লভ্যমাহ মুনী

নাং বাচাপ্যনামৃশ্যং । নন্বাবং চেত্তং কথং দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ ব্রজেতি ব্রজবধূনাং যুগ্মাকং দৃশ্যাদৃশ্যং তথাপি শশ্বন্নিরন্তরং অতইয়ং লালসেত্যর্থঃ নন্দকালে দ্রক্ষ্যসি ইদানীং কলভোঽহংসৌ অত্র তদ্দেশং কথয়ন্ত্যাহ মুনীতি মুনিগণা বিহগাবনেঽস্মিন্ হরিমুপাসততে ধৃত মৌনা ইত্যাদি দিশা মুনীনাং তদ্দর্শনেন জাতস্তম্ভ মোহাদি তয়া ধৃত মৌনানাং পক্ষি মৃগানাং পথি পথি পরামৃশ্যং তত্রাপি দূরে দূরা দেবাত্রে বাস্তে ইত্যনুমেয়ং । স্বান্তর্দ্দশায়াং স্বসমান সখীঃ প্রত্যুক্তিঃ দেবং অনয়া সহ তথা ক্রীড়ন্তং তং কদাদরী দৃশ্যে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ পশ্যামি অন্যৎ সমং । বাহ্যে ভাবশা বল্যাদয়া দাহস্তং কদাদরী দৃশ্যে তত্রহেতুঃ দরেতি শনৈরা স্য মাহ পরেতি সর্ব্বান্তর্যামিত্বেনানুমেয়ং পুনর্বিচার্য্য স লা লসমাহ ব্রজেতি অতস্তদ্ভাব শালিনাপিহ দৃশ্যোভবেৎ পুনঃ শনৈরায়াস্য মাহ অনেনেতি মুনীনাং বাচাগোচর মহৎ স্পষ্টমিচ্ছম্যহো মূর্খোঽস্মি । পুনঃ সোৎকণ্ঠমাহ ত্রিভুবনেতি তথা মুনীনাং দূরেনুমেয়ং বা গোচরঞ্চ । ব্রজবধূদৃশাদৃশ্যং নীলোৎপলরুচং ইত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখিহে ক্রীড়াবান্ কিশোর শেখর । বাঞ্ছা ভরি নেহারিমু পুনঃ২ মুখ পাইমু সুখ ত্রিভুবন মনোহর ॥ ধ্রু ॥ নীলোৎপল দলকান্তি, ঈষৎ বিকাস ভাতি, তাহা জিনি কান্তি মনোহর । ব্যাস আদি মুনি গণ, যতেক কবীন্দ্র হন, বচনের দূর রূপধর ॥ ১ ॥ সখীগণ কহে হরি, সদা বশ হয় তোরি, এখনি দেখিবে চিন্তা নাই । দুর্ল্লভ মানিয়া রাই, কহে সখী বুঝনাই

মুনিবাক্য অগোচর সেই ॥ ২ ॥

তবে যদি বল ঐছে, তমি তা দেখিয়ে কেছে; দেখিতে লালসা কেনে কর। তবে শুন ব্রজনারী, নেত্র দৃশ্য সদা হরি, তা লাগি দেখিতে আশা বড় ॥ ৩ ॥

তবে যদি বল থাকি, দেখিও তাহারে সখী এবে তার দেখা পাবে কোথা। তবে শুন পক্ষগণ; মৌন দেখ অনুক্ষণ. দূরে পরামৃষি কহে যথা ॥ ৪ ॥

অনুমান করি এই, এথাই আছয়ে সেই, পথে২ তারা যুক্তি করে। তাহার দর্শন পাঞা, স্তম্ভ মোহ উপজিয়া, তাতে তারা সবে মৌন ধরে ॥ ৫ ॥

কহিতেই পূর্ব্বে যেন অন্যে২ দরশন, সে সময়ে স্মৃতি হৈয়া গেল। তার দরশন লাগি, চিত্ত হৈল অনুরাগি, উৎকণ্ঠাতে পুছিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

শ্লোক ॥ নীলা নলাম্বুজ মধীর মুদীক্ষমাণ, নর্ম্মাণি বেণু বিবরেষু নিবেশয়ন্তং। দোলায় মান নয়নং নয়নাভিরামং, দেবং কদানুদয়িতং ব্যতি লোকয়িষ্যে ॥ ৪৭ ॥

অথ পূর্ব্ব প্রেরণ কালান্যোন্য দর্শন স্মৃত্যা সোৎকণ্ঠং তাং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনবদন্নাহ নীলেতি নুভোঃ সখ্য ত্বং মমৈব দয়িতং দেবং ক্রীড়ন্তং কদা ব্যতিলোকয়িষ্যে। সঙ্কেতপ্রেরণার্থং মাং ত্বমীক্ষসি অহমপি তং তদঙ্গীকার জ্ঞাপনার্থং কদা দ্রক্ষ্যামি। কীদৃশং নীলা ননাভাবোদ্দীপকং নিরক্ষর সঙ্কেত কথন ভঙ্গী তদীযুক্ত মাননাম্বুজং যস্য। অধীরং যথা তথোদ্বীক্ষ্যমাণং উর্দ্ধ নেত্র চালনয়ামাং স্বঙ্গে প্রবৃত্তং। অতোঽন্য

তজ্জ্ঞানভিয়াদোলায়মানেনয়নেযস্যা। তথানর্ম্মাণিমস্মতপ্রেক্ষ ণ সঙ্কেতরূপাণি বেণু বিবরেষু নিবেশয়ন্তং অতো নয়নাভি রামং স্বান্তর্দ্দর্শায়াঃ তাং হৃঞ্জায়নেতুং সমাঃ দ্রক্ষ্যতি অহ মপি তজ্জ্ঞাপনার্থঃতং অন্যৎ সমঃ॥ বাহ্যে রূপাবলোকনং তস্য সমাপি বিস্ময়বলোকনং ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ॥ সখীহে আমার দয়িত শ্যামরায়। সেই ক্রীড়াযুক্তকবে, অন্যেঃ দেখা হবে, হেন দিন হবে কি আমায় ॥ ধ্রু ॥ মোরে কুঞ্জে পাঠাবারে, কৃষ্ণ নিরক্ষী বে মোরে আমিতাহা অঙ্গীকার কাজ। জানাবারতরে তারে, হেরিব কি সখি আরে, কবে রাস মণ্ডলীর মাঝ॥১॥

নানা রস উদ্গারি, মুখ পদ্ম মনোহারি, নিরক্ষর স ঙ্কেত ভঙ্গি যাতে। অধৈর্য্যলোচন তথা; উর্দ্ধ চালনে যে কথা, কহয়ে সঙ্কেত কুঞ্জে যাইতে॥২॥

অন্য গোপাঙ্গনা ভয়; যেন সে কৌতুকময়, তাহাতে দোলায় মান আখি। তথা নর্ম্ম বেণু বিন্ধে; শঙ্কেত রূপের বন্ধে, শঙ্কেতে পাঠায় নর্ম্ম ভাখি ॥ ৩॥

নয়নের অভিরাম, সেই মোর ধন প্রাণ, সেই লীলা সর্ব্ব রসময়। কবে অন্যে দেখা; হবে সেই প্রেমলেখা, কবে হবে মঙ্গল সময় ॥ ৪ ॥

এতেক কহিতে রাই, মাধুর্য্য সমুদ্রে যাই, সর্ব্বেন্দ্রিয় মন ডুবি রহে। পুনঃ মোহ উপজিলা দেখি সব সখী মেলা, কহে সখী পাসরহ তাহে ॥ ৫ ॥

ক্ষণেক বিস্মত হৈয়া, সুখী কর নিজ হিয়া, কেনে দুঃখ

পাও স্মৃতি করি। তাহা শুনি কহে রাই, পাসরিতে শক্তি নাই, এত কহি কহে তা বিবরি ॥ ৬ ॥

শ্লোক ॥ লগ্নং মুহুর্ম্মনসি লম্পট সম্প্রদায়, লেখাঃ বলেহি নিরসজ্ঞ মনোজ্ঞ বেশং। রস্যন্মৃদুস্মিতদৃল্লসিতাঃ ধরাংশু রাকেন্দু লালিত মুখেন্দু মুকুন্দ বাল্যং ॥ ৫০ ॥

তথা তন্মাধুর্য্যার্ণবে সর্ব্বেন্দ্রিয় মনো নয়নেন পুনর্ম্মোহং গচ্ছন্ত্যা অয়ি সখী ক্ষণং তৎ বিস্মৃত্য সুখিনী ভবেতি সখীনামাশ্বাস। ত্তাভ্যস্তদশক্তিঃ কথয়ন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ লগ্নমিতি। মুখেন্দু ইন্দুবন্মুখং স্বন্দবন্ধাস্যং যস্য তস্য মুকুন্দস্য বাল্যং কৈশোরং চাপল্যং বা মমমনসি বস্ত্রেমাঞ্জিষ্ঠা রাগইব লগ্নং কিং করো-মীত্যর্থঃ। নমু ততোনিবর্ত্ত্য নাত্রনিবেশয়ে ত্যত্র তদপি মদ্ব-শং নেত্যাহ কীদৃশে লম্পট সম্প্রদায়স্য লেখা মবলেঢুং শীলং যস্য মহালম্পট ইত্যর্থঃ অথবা অস্যবরাকস্য কোদোষঃ যত এতাদৃশং তদীত্যাহ রসজ্ঞানাং মনোজ্ঞোবেশো যস্মিন্। তথারাগ যুক্তচ মৃদুল্লসিতশ্চবোহধর স্তুস্যাংশু যস্মিন্। পৃথক্ পদদ্বা। তথারাকেন্দুভির্লালিতঃ সেবিতো মুখেন্দুর্যত্র। স্বান্ত দ্দশায়াং সমান সখীঃ প্রত্যুক্তিঃ বাল্যং তথা সহঙ্গগ্রে কৈশোর চাপলং বাহ্যেস্বান প্রত্যুক্তিঃ ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখিহে পাসরিতে নারি যে গোবিন্দ। মোর চিত্ত বস্ত্র যেন; মঞ্জিষ্ঠা রাগের হেন; লাগিয়াছে কি করি প্রবন্ধ ॥ ধু ॥

পুনমী চান্দে ও মুখ, সেবিতে নয়ন সুখ, তাতে হাস্য

চন্দ্রের সমান। প্রফুল্ল অধর তাতে, রাগযুক্ত মনোনীতে স্মিতঅংশ অরুণ বক্ষান ॥ ১ ॥

কৈশোর বয়স তাতে; নানান চাপল্য যাতে, সখি তাহা পাসরিতে ন্যারি। তবে কহে সখীগণ; অন্য কাজে রাখ মনঃ কোন স্থানে অবলম্ব করি ॥ ২ ॥

রাই কহে কি করিব, মনে কত ক্ষমা দিব; সেহ মন মোর বশ নয়। লম্পট সম্প্রদারাজ, তার বিপরীত কাজ পরধন গ্রাসশীল হয় ॥ ৩ ॥

অথবা বরাক মন, ইহারি কি দোষগুণ, কৃষ্ণরূপ সর্ব্ব আকর্ষয়ে। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য গণে, কেবা ক্ষমা দিব মনে এই লাগি পাসরিল নহে ॥ ৪ ॥

সেই যে মাধুর্য্যে মনঃ ডুবি হৈল অচেতনঃ পুন মৃত্যু শঙ্কা হৈল মনে। সখী প্রতি কহে ধনী; বিষাদ প্রলাপ বাণী; এই দেখা তোমা সবাসনে ॥ ৫ ॥

এত কহি মনে হৈল, কৃষ্ণসঙ্গে যাহা কৈল, সখীগণ নিকট থাকিতে। স্তনাধর আদি যত, আকর্ষয়ে কৃষ্ণ কত নর্ম্ম ভঙ্গি মনোহর রীতে ॥ ৬ ॥

তাতে রতি কলহয়ে, মাধর্য্য সমুদ্রাশয়ে; তাহা স্ফুর্ত্তি হৈয়া গেল মনে। তাতে মনেন্দ্রিয়গণ; ডুবিয়া রহিল যেনঃ তিন শ্লোক কহে প্রকাশনে ॥ ৭ ॥

শ্লোক ॥ অহি মকর কর নিকর মৃদুমুদিত লক্ষ্মী,
শরসতর সরসিরুহ সদৃশদৃশি দেবে। ব্রজ যুবতি
রতি কলহ বিজয়ি নিজ লীলামদ, মুদিত বদন
শশি মধুরিম নিলীয়ে ॥ ৫১ ॥

অতস্তন্মাধুর্য্যে মন আদীনাং নয়েনগ হ্যস্ত্যাঃ পুনর্ম্মূর্ত্তিমা শঙ্ক্য সখীঃ প্রতি এতদেব ভবতীতি সহসঙ্গম ইতি প্রলপন্ত্যা বচোনুবদন্নাহ ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং স্মিতাদি ভাব বিশেষেণাত্মনা স্বসখীভিশ্চ সহ তস্য কঞ্চুকর্ষেণ হঠাৎ আলিঙ্গন নর্ম্মাদি ভঙ্গী রতিকলহ মাধুর্য্য স্ফূর্ত্যা তত্র মন আদে র্নয়েন প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ অহমেতি। অহংদেবে মনো জ্ঞ ক্রীড়াবিজিগীষাপার শ্রীকৃষ্ণে বিশেষেণ তাৎপর্য্যং তন্মাধুর্য্যা র্ণব ইত্যর্থঃ। নিলীয়ে লীলাভবামি। কীদৃশে ব্রজ যুবতীভি র্যুষ্মাভিঃ সহযোর্রতি কলহ স্তত্র বিজয়িনীয়া নিজ লীলা সনর্ম্ম কঞ্চুকাকর্ষণ স্তনাধরাদি গ্রহণ কেলি স্তয়াযোমদো গর্ব্বস্তেন মুদিতোয়ো বদন শশী তস্য মধুরিমা যস্মিন্। তথা সূর্য্যকর কিরণেন প্রথমোদ্গতেন মৃদু মুদিত মীষদ্বিকসিতং চ লক্ষ্ম-শোভয়া শৈত্যাদি সম্পাস্যাচ সরসতরং চ যৎসরসীরুহং তৎ সদৃশো দৃশোযস্য স্মিতমিত লক্ষণং স্তনাধরাদি গ্রহণে স্বং প্রীতাবপি সংভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধোব্যথিত বৎ। প্রোক্তং স্মিতং বুধৈঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াং তয়াসহ তাদৃশ ক্রীড়াপরে॥ বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৫১॥

অস্যার্থঃ॥ সখি হে কৃষ্ণ লীলা মাধুর্য্য সিন্ধুতে। ডুবিয়া রহিব আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, এই দেখ তো সবা সহিতে॥ ধু॥

বজ যুবতীর সঙ্গে, যে রতি কলহ রঙ্গে, তাহাতে বিজয়ী লীলা কাজে। তাতে যেই মদোদয়, সঙ্গে মুখ শশি হয়, লীন হব সে মাধুর্য্য মাঝে॥ ১॥

• তথা সূর্য্যকান্তিচয়ে, অলপ বিকসিত হয়ে, প্রভা

তাব্জ যেই মনোহর। তার শোভা জিনি যেই, গোবিন্দের পদ দৃষ্টি সে মাধুর্য্যে ডুবিব সত্বর ॥ ২ ॥

কহিতেই পুনঃ কৃষ্ণ; হৈয়া অতি সতৃষ্ণ; স্মেরমুখে বংশী ধ্বনি করি। আপনার আকর্ষণ; স্ফূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণ; যাতে লয় প্রাণ চিত্ত হরি ॥ ৩ ॥

সেই কথা সখী প্রতি; কহে হৈয়া আর্ত্ত অতি; তাহা শুনি সেই সব কথা। সে ভাবে মগন হৈয়া, লীলা শুক বিবরিয়া; কহে এক শ্লোক মনোরতা ॥ ৪ ॥

কর কমল দল, কলিত ললিতবর, বংশীকল নি
নদ গলদমৃত ঘন সরসি দেবে। সহজ রস ভর
ভরিত দরহসিত বীথী; সতত বহদধরমণি মধু
রিম লিলায়ে ॥ ৫২ ॥

অথ সস্মিত বংশীধ্বনি কৃত পূর্ব্ব স্বং প্রেরণ স্ফূর্ত্যা তন্মাধুর্য্যে প্রলীনমিবাত্মানাং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ কর কমলেতি দেবে এতল্লীলাপরে শ্রীকৃষ্ণে ইতি পূর্ব্ব বদহং নিলীয়ে। কীদৃশে কর কমল দলে কলিতা ললিতঁ বরা যা বংশী তস্যাঃ কলনিনাদা এব গলদমৃতানি তেষাং ঘনসরসি সান্দ্র সরোবরে ঘনঃ সান্দ্রে দৃঢেদ্রাঢ্যে বিস্তারে লোহ মুদ্গরে ইতি বিশ্বঃ। তথা সহজ রস ভরৈর্ভারিতং পূরিতং যদ্দরহসিতং তস্য য়া বীথিধারা সরনির্ব্বা তস্যাং তয়া বা সততং বহল প্রসন্ন ধর পদ্মরাগমণে র্মধুরিমা যস্য স্বাস্তদ্দর্শায়াং পূর্ব্ব বৎ। বাহ্যার্থ স্পষ্টঃ ॥ ৫২ ।

অস্যার্থঃ ॥ লীলাপর গোবিন্দের মাধুর্য্য সাগরে। পূর্ব্ব প্রায় লীন আমি হব মনে ধরে ॥ হস্ত পদ্মতলে শোভে যে ললিত বাঁশী। তাহার মধুর নাদ গলে সুধা

রাশি ॥ সেই সান্দ্র সরোবরে লীনহব আমি। কহিল না পাসরিহ সব সখি তুমি ॥ সহজ রসের ভাব ভাবিয়া যাহাতে।মৃদুমন্দ হাসিধারা নদী মাধুরীতে ॥ পদ্মরাগ মণি শোভা অরুণ অধরে। তাহার কিরণ সুখ সদাই উগরে ॥ কহিতে এসম্ভোগান্ত কালীন যেলীলা॥গোবিন্দ মাধুরী চিত্তে স্ফূর্ত্তি হৈয়া গেলা ॥ তাতে লীনা প্রায় রনী আপনাকে মানে। প্রলাপ করিয়া সেই কহেন বচনে ॥ ৩০ ॥

শ্লোকঃ ॥ কুসুমসর সর সমর কুপিত মদ গোপী কুচকলস ঘুশৃণ রসন সদুরসিদেবে। মন্দ মুদিত মৃদুহসিত মুষিত শশি শোভা মুহুরধিক মুখ কমল মধুরিম লিলীয়ে ॥ ৫৩ ॥

অথ সম্ভোগান্তঃ কালীন তন্মাধুর্য্য স্ফূর্ত্যা তত্র নীয়মান নিবাত্মা নং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোহনু বদন্নাহ কুসুম সর ইত্যাদি দেবে এতৎ ক্রীড়াপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববদহং লিলীয়ে। কীদৃশে কুসুম সরস্য সরেণ তদা ঘাতেন সমরে রতি যুদ্ধে কুপিতা স্মরমদেন মধুপানজ মদেনবা যুক্ত্যায়া গোপী তস্যাঃ স্বয়ং গ্রহাশ্লেষেণ লগ্নোয়ঃ কুচকলস ঘসৃণ রসস্তেনলস দুরো যস্য তত্রাত্মস্থানে গোপীতি সামান্যোক্তিঃ। বৈদগ্ধ্যাত্তথা মদেন স্মরমদেন মুদিতং তদ্ধাষ্ট্য দর্শনাৎ যন্মৃদুস্মিতং তেন মুষিতঃ শশী যেন তদৃশশ্চ শোভয়া ক্ষণে ক্ষণে অধিকশ্চ সুখ কমলস্য মধুরিমা যস্য। যদ্বা তাদৃশ হসিতেন মুষিতঃ শশীজয়া তয়া শোভয়া মুহুরধিকং যন্মুখ কমলং তস্য মধুরিমা যস্মিন্। স্বান্তর্দ্দশায়াং পূর্ব্ববৎ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখি হে এই ক্রীড়াপর শ্যামরূপে। ডুবিয়া রহিব আমি কহিল স্বরূপে ॥ মদনের শরাঘাত রতি যুদ্ধ মাঝে। তাহাতে কোপিতা যত কামমদ সাজে ॥ তাতে মধুপানে মদা গোপাঙ্গনাগণ। তার কুচ কলসেতে কুঙ্কুম লেপন ॥ আপনে আগুচে তারে আলিঙ্গন দিতে। লাগিলা কুঙ্কুম কুচ কলস সহিতে ॥ তার রস বিলসয়ে বক্ষস্থল যার। আমি লীন হব সেই মাধুর্য্যে তাহার ॥ সামান্য গোপিকা নাম কহিলা যে রাই। বৈদগ্ধি হৈতে বস্তু আপনা জানাই ॥ তথা আর কামমদে উদয় ধৃষ্টতা। সেই গোপাঙ্গনা গণের দেখিয়া সর্ব্বথা ॥ তাতে তার মৃদুহাসি তার শোভা হৈতে। পূর্ণিমা শশির শোভা হেন শোভা যাতে ॥ ক্ষণেং বাঢে মুখ কমল মাধুরী। তাহাতে ডুবিব আমি কি আর চাতুরী ॥ এতেক কহিতে রাই মূর্চ্ছিত হইয়া। সখীগণ প্রতি কহে প্রলাপ করিয়া ॥ ৩০ ॥

আনম্রা মসিত ভ্রুবোরুপচিতা মক্ষীণ
পক্ষ্মাঙ্কুরে ষ্বালোলামনুরাগিণোর্নয়ো রাদ্রাং
মৃদৌ জল্পিতে। আতাম্রা মধরামৃতে মদ
কলা মম্লান বংশীস্বনে ষ্বাসাস্তে মমলোচনং
ব্রজশিশো র্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীং ॥ ৫৪ ॥

অথ মূর্চ্ছন্ত্যাঃ সখীভিঃ প্রবোধিতায়া অত্যোৎসুক্যাৎ তন্মাধুর্য্য স্ফূর্ত্যা ভূমৌনিপত্য নেত্রেনিমীল্য এবতাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোহনু বদন্নাহ আনম্রামসিত ইত্যাদি। অহো এতাদৃশ দশায়া মপি মমলোচনং ব্রজ শিশোঃ ব্রজ কিশোরস্য মূর্ত্তিং আশাস্তে দ্রষ্টুমাকাঙ্ক্ষ্যতি অপ্রবাস্য কো দোষ ইত্যাহ যতঃ

জগন্মোহনীং তত্র হেতুনা কীদৃশীং শ্যামভ্রুবোর্বানম্রাং জটিলাং
অক্ষীণেষু পক্ষ্মনাঙ্কুরেষু উপচিনাদাং তাং সমৃদ্ধ মতীং প্রোদ্ভট
সঘন পক্ষ্মাঙ্কুরামিত্যর্থঃ মদ্বিষয়ানুরাগ যুক্তয়া নয়নয়ো রালো
লাং প্রসারিত পক্ষ পক্ষাভ্যাং তৎপ্রীয়মান বদ্ধ খঞ্জন যুগল
বচ্চঞ্চলাং মৃদৌ জল্পিতে আদ্রাংঅধরামৃতে আতাম্রাং অত্যরুণাং
অম্লান বংশীস্বনেষু মদকলাং স্মরমদোদ্গারেণ গম্ভীরামিত্যর্থঃ
স্মরমদং বর্দ্ধয়তীতিবা। দশাদ্বয়ে সুগমোহর্থঃ ।। ৫৪ ।।

অর্থঃ ।। সখীহে আশ্চর্য্য দেখিল সব আমি। এতাদৃশী
দশা তেহ তারে ভাবে প্রাণী ।। ব্রজ কিশোরের মূর্ত্তি
দেখিবার তরে। আমার লোচন দুই কাহা আশা করে ।।
অথবা লোচন দ্বয়ে দোষ নাহি দিয়ে। জগত মোহিনী
রূপ যাতে তার হয়ে ।। শ্যাম ভুরু আনম্র কুটিল অতি
শয়। ঘন পক্ষ্মাঙ্কুর পুঞ্জ অখিল যাহায় ।। তাহাতে চঞ্চল
দুই নয়ন সুন্দর। মোবিষয়ে অনুরাগ যুক্ত মনোহর ।।
প্রসারিতপাখা দুই উড়িবার তরে। পঞ্জরস্থ খঞ্জরীট যেন
সুচঞ্চলে ।। অরুণ অধরামৃত নেত্র মনোহর। মৃদু কথা
তাহে অতি সুকোমল ।। অম্লান মুরলী গান মধুর মধুর
কাম মোদ উদগারে গহিন প্রচুর ।। কামমদ সদাই বাঢা
য় তেহো তাতে। ইহাতে সে লোচন চাহে কি দেখিতে
কহিতেং রাই চেষ্টা বাঢি গেলা। তিন শ্লোকে পূর্ব্বে
যৈছে মাধুর্য্য বর্ণিলা। সেমাধুর্য্য না দেখিয়া বৈকুল্য
হইলা। তাতে হৈতে বিলাপিয়া কহিতে লাগিলা ।।

শ্লোক। তৎকৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং তৎকারু
ণ্যং তে চ লীলা কটাক্ষাঃ তৎসৌন্দর্য্যং সা চ সান্দ্র
স্মিতশ্রীঃ সত্যং সত্যং দুর্ল্লভং দৈবতেপি ।। ৫৫ ।।

অতোঽহি মকরাদি শ্লোক ত্রয়ী যুক্ত তত্তন্মাধুর্য্যাদি স্ফূর্ত্যা তদ
প্রাপ্তি বৈজ্ঞন্যাদ্বিলাপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ তৎ কৈশোরং
তদ্বক্ত্রারবিন্দং চ দেবতেপি স্বর্গাদি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্তস্থ দেব সমূ
হেপি দুর্ল্লভ মিতি সত্যং সত্যং তথা তৎ কারুণ্যং তে লীলা
কটাক্ষাশ্চ দুর্লভাঃ। তথা তৎ সৌন্দর্য্যং সা চ সান্দ্র স্মিত
শ্রীশ্চদুর্লভাঃ। যদ্বা মম পুনস্তদ্দর্শনং তাদৃশ রহো লীলাদিকং
দুর্ল্লভমেবেতি ভাবয়ন্ত্যা স্তৎকালমেব বামোরু নেত্রাঙ্গচাদি
স্পন্দন মনুভূয় তদ্ভাগ্য মপ্যতি শৈরাশ্যোনোপালভ মানায়া
বচোঽনু বদন্নাহ, হেদেব ত্বদ্দর্শন সূচকাভাগ্যং তে তবাপি তৎ
কৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিম্বং চ তদ্দর্শন মিত্যর্থঃ পুনর্দুর্লভ মেব
ননু ভাগ্যস্য দুর্ল্লভ মিতি বাচ্যং, তত্রাহ সত্যং সত্যং দুর্ল্লভ
মেবেতি ভাবঃ তবাপিচেদ্দুর্ল্লভং দত্ত্বা তদ্‌ভক্তানাং বরাকানাং
কিমুত ইত্যর্থ, তদ্দর্শন মপি দুর্ল্লভং চেত্তদা সর্ব্বা স্ত্যক্ত্বা যেন
মপিরেমে তৎকারুণ্যং যৈর্ম্মা প্রাবহঃ প্রেরিতবান্ তে লীলা
কটাক্ষাশ্চ সুদুর্লভ এব এবঞ্চেত্তর্হি সুরতান্তে যত্তৎ সৌন্দর্য্যং
কেলিশেষে সবেশাং মাং দৃষ্টায়া সান্দ্রস্মিত শ্রীঃ সাচাতি দুর্ল
ভৈব। স্বাস্তর্দ্দশায়াং তয়া সহ বিলসত স্তস্য তৎ সর্ব্ব মিতি॥
বাহোতু তদ্বৈক্লব্যা বিঠঠল রঙ্গনার্থাদিদর্শনোপদেশিনঃ স্বান্
প্রত্যুক্তিঃ। দীব্যন্তীতি দেবাঃ শ্রীনারায়ণাদয়ঃ স্বার্থে টন দৈবতে
পিচ তৎ সমূহেপি ননু তেপি নিত্য কিশোরা এব তত্রাহ
সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ ত্বেন বর্ণিত মিত্যনং সমং ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ ॥ কৈশোর শ্রীগোবিন্দের সে মুখ কমল।
বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুর্ল্লভ কেবল ॥ এই সত্য২ আমি কহি
লাউ সবা সেকারুণ্য সে লীলার কটাক্ষ দুর্ল্লভ ॥ সে সৌন্দ
র্য্য সেই সান্দ্র স্মিত শোভাগণ। বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুর্ল্লভ

দর্শন ৷৷ যথা সেই কৈশোরাদি অঞ্জ আদি লীলা ৷ পুনঃ মোরে সে দর্শন দুর্ল্লভ হইলা ৷৷ এইমতে বিলাপ রাই করিতে করিতে ৷ বামঊরু কুচনেত্র স্পন্দে আচম্বিতে ৷৷ তাহা দেখি অতিশয় নৈরাশ হইয়া ৷ কহিতে লাগিলা দেবে উপালম্ভ দিয়া ৷৷ অহো দেব গোবিন্দের মাধুরি দর্শনে ৷ মঙ্গল সূচক ভাগ্য দেখাহ সঘনে ৷৷ তোমারি দুর্ল্লভ সেই কৈশোরাদিলীলা ৷ আমারে বা দেখাইতে কিশুভ সূচিলা ৷৷ কোনবা বরাক ভাগ্য সদা তুমি হীন ৷ তুমি কি দেখাও মোরে শুভদশা চিহ্ন ৷৷ গোবিন্দ দর্শন তোরে সদাই দুর্ল্লভ ৷ আরে হত দেব তুমি কি দেখাও সব ৷৷ সর্ব্বত্যাগে মোর সঙ্গে যে রমিলা হরি ৷ করুণা কটাক্ষ তোরে সুদুর্ল্লভ বোলি ৷৷ তাহা হৈতে সুদুর্ল্লভ সুরতান্ত শোভা ৷ তাহা হৈতে সুদুর্ল্লভ সেই স্মিতলোভা ৷৷ কেলি বিশেষের লাগি মোরে নিজ বেশ ৷ করয়ে দেখিতে তাহা দুর্ল্লভ অশেষ ৷৷ তুমি কিবা এশুভ সকল প্রকাশহ ৷ দর্শনের যোগ্য তুমি কভু তার নহ ৷৷ এতেক কহিতে হৈল স্ফূর্ত্তির সাক্ষাৎ ৷ ভ্রমহৈয়া গেলা চিত্তে নাহিক সুয়াস্থ ৷৷ সেই স্থলে অতিশয় নৈরাশা হইয়া ৷ পড়িলা পৃথিবী তলে মহামূর্চ্ছা পাঞা ৷৷ তাহা দেখি সখীগণ কহে ধৈর্য্য ধর ৷ এখনি আসিবে কৃপাসিন্ধু তেঁহো বড় ৷৷ কতেক বিপদে তেহো রক্ষা নাহি কৈলা ৷ অকস্মাৎ কোন পথে দেখিবা আইলা ৷৷ এই সখী বাক্য শুনি সেই গুণ গণ ৷ গান করি পূর্ব্ব কথা কহেন তখন ৷৷ বিষজলে রক্ষা কৈলে বাত বৃষ্টি হৈতে ৷ দাবানলে

রক্ষা কৈলে আর নানা ভীতে ॥ ইহা কহি সর্ব্বপথ করে নিরীক্ষণে। গোবিন্দের স্ফূর্ত্তিকথা কহে সখীগণে ॥

শ্লোক ॥ বিশ্বোপপ্লব শমনৈক বদ্ধ দীক্ষং বিশ্বাস স্তবকিত চেতসাং জনানাং। পশ্যাম প্রতি নব কান্তিকন্দলার্দ্রং, পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ ॥ ৫৬ ॥

অথ স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ পঙ্ক্তিঃ। তত্রাতি নৈরাশ্যেন পুনস্মর্ত্তব্যা অস্মিসখি কারুণিকেন তেন কতি বিপৎকাণ্ডান্নরক্ষিতাঃ স্মঃ তদধুনাপ্যকস্মাৎ কেনাপি পথাগতঃ নঃ সুখয়িষ্যতীতি সখী বাক্যাদ্বিষজলাপায়াদি বক্ষ্যগান পূর্ব্বকং সর্ব্বকং সর্ব্বতঃ পথাবলোক্য তত্রতত্র স্ফূর্ত্ত্যা সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যা বচোহনু বদন্নাহ বিশ্বোপপ্লব ইত্যাদি হেসখ্যঃ মুরারেঃ পরম সুন্দরস্য শৈশবং কৈশোরং তদ্বয়ঃ সৌন্দর্য্যাদিকং পথি পথি পশ্যামঃ অন্তাঃ প্রবিশতীতি ন্যায়াৎ কিশোরং তমেবেত্যর্থঃ কীদৃশং শ্যামাঃ প্রতি নবাঃ ক্ষণে ক্ষণে নূতনাশ্চর্য্যে কান্তি কন্দলাঃ তৈরার্দ্রং তথজননাং স্বীয়ানাং ব্রজবাসিনাং সর্ব্বেষামেব কি মতাস্মাকমেবেত্যর্থঃ। বিশ্বে সর্ব্বেষে উপপ্লবাঃ উপদ্রবাঃ তেষাং শমনে একা কেবলা বদ্ধাগৃহীতা দীক্ষা যেন তৎ কীদৃশং এবরঃ শ্রেয় আধাস্যদিত্যাদি গর্গবাক্যাৎ। সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহীত্যাদি বিশ্বাসৈস্তবকিতং যেষাং। স্বান্তর্দ্দশায়াং তস্যাঃ সঙ্গে কথা স্ফূর্ত্তৈব। বাহ্যেতু মথুরা নিকট মাগতস্য তস্য স্ফূর্ত্ত্যা তথোক্তিঃ তত্র প্রতিজ্ঞাতব গোবিন্দ ইত্যাদি বিশ্বাস যুক্তানাং ভক্তানাং তথা সন্দেব প্রসমোয় স্তবাস্মীতি চয্যাচতে। অতয়ং সর্ব্বদাতৈস্মদদামেতৎ ব্রতং মমেত্যাদি তদ্দীক্ষাজ্ঞেয়াঃ অন্যৎ সমং ॥ ৫৬ ॥

অর্থঃ॥ সখিহে মুরারির কৈশোর মাধুরি। পথেঃ নিরক্ষিব সৌন্দর্য্য চাতুরী ॥ প্রকর্ষে জলদ শ্যাম রূপ মনোহর। ক্ষণে নব নব কান্তি মনোহর॥ সেকান্তি কল্লোল যাতে সদাই কোমল। তাহা নিরক্ষির আমি এসাধ অন্তর ॥ তথা বিশ্ব উপদ্রব শান্তি করিবারে। বৃজবাসী প্রতি যেহব্রতদীক্ষা ধরে॥ সব বৃজবাসী জনে নিশ্চিন্ত যেকরে বিশ্বাসস্তবক যার আছয়ে অন্তরে॥ সেইত করিবে রক্ষা এইত নিশ্চয়। শুন অহে সখী মিথ্যা কভু নয়॥ তাহারে দেখিব আমি এই কুঞ্জপথে। আমার নয়ন মন সুমঙ্গল যাতে ॥ এই কালে কুঞ্জ পথে আইসে যেন হরি। স্ফূর্ত্তি হৈল নব নব গোবিন্দ মাধুরি ॥ নিজ নেত্র আগে হেন গোবিন্দ মানিয়া। পার্শ্বস্থ সখীরে কহে সে সব দেখিয়া॥ লীলাশুক সেই ভাবে কহে সেই বাণী। বাহ্যদশা তেহো লীলাশুকের কাহিনী ॥ মথুরা নিকটে যাইতে স্ফূর্ত্তিসব ঠাই। সাক্ষাৎ কৃষ্ণের যেন দরশন পাই সঙ্গী বৈষ্ণবেরে পছে ঐছে রীত করি। অন্তর্দ্দশা তেহ রহে সখী বেশ ধরি ॥

শ্লোক॥ মৌলিশ্চন্দ্রক ভূষণো মরকত স্তম্ভাভিরামং বপুঃ বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধ হাস মধুরং বালেক্ষিলোলেদৃশৌ। বাচ শৈশবশীতলামদগজশ্লাঘ্যা বিলাস স্থিতিঃ মন্দংমন্দময়েক এষ মথুরা বীথীং মিথোগাহতে॥ ৫৭॥

অথ পুনঃ পুনঃ কুঞ্জ বর্ত্মন্যা গচ্ছন্তমিব তং দৃষ্টা প্রতিপদ নব নব তন্মাধুর্য্য স্ফূর্ত্ত্যা অদৃষ্ট পূর্ব্বমিব তংমত্বা পার্শ্বস্থা সখীং পুচ্ছন্ত্যা বলেন্দুবদনাহ মৌলিশ্চন্দ্রক ইত্যাদি অয়ে বালে মিথো

ইরুসি এক এবেত্যর্থঃ। কএষ মন্দংমন্দং বীথী: গাহতি বিলাস গত্যানুক্রম্যাগচ্ছতী ত্যর্থঃ ।যস্য মৌলিঃ শিরোম ুকুটং বা চন্দ্র ভূষণং যস্য তথা বপুর্ম্মরকত স্তম্ভা দপ্যভিরামং বক্তুং চিত্তো বিমুগ্ধেন্দ্র স্মে|হাসম্ভেন মধুরং দৃশৌ বিলোচনে বাচঃ শৈশবেন কৈশোরেণ শীতলাং তথা গত্যা বলোকেন কর চরণাদিবিলা- স স্থিতি র্মদগজে ন্দ্রেরপিরাপ শ্লাঘ্যপুনঃ কীদৃশী মথুরা পশ্য- তাং মনোমথ্নাতীতি মথুরা ঔণাদি কোরব হ ত্যয়াৎ ।তথা সর্ব্বপাদানাং লিঙ্গব্যত্যয়েন বিশেষণ মিদং মৌলি মথুরং মৌলি মধুর মথুর,মিত্যাদি । স্বান্তর্দ্দশায়াং তথা স্ফুর্ত্ত্যা পার্শ্বস্থা সখীং প্রত্যুক্তিঃ।বাচ্যেতু মথরাং প্রবিষ্ট স্তথাস্ফুর্ত্যাহ অয়ে ইত্যাকাশে সম্বোধনং কএষ মথুরা বীথীং গাহতে যস্য দৃশৌ বালে স্মরমদালসে বিলোচনেচ অন্যত সমানং ॥ ৫৭ ॥

অর্থঃ॥ অয়ে সখী কিশোর শেখরদইজন । দুই কুঞ্জ পথে কেবাএকইবরণ ॥ মন্দ২চলি আই সবিলাস গমন যার শিরে চন্দ্রক ভূষণ সম্মোহন ॥ অঙ্গ মরকতস্তম্ভ হৈতে অভিরাম।চিত্র মুখে মন্দ হাস্য মাধুরিশুঠায় । কৈশোর বয়স বাণী পরমশীতল। মৃদু হস্ত চালনগতি স্থিতি মনোহর॥ মদগজ গতি শ্লাঘ ।করয়েসঘন। মল্ল কে মথন করে এইত কারণ ॥পুনঃ তাতেহৈতে হৈল অ তিশয় স্ফূর্ত্তি । সংশয় প্রলাপ কহে মহা বাণী আর্ত্তি

শ্লোক ॥ পাদৌ বাদবিনির্জিতাম্বুজ বনৌ পদ্মা লয়া লম্বিতৌ পাণি বেণু বিনোদন প্রণয়িনৌ পর্য্যাপ্ত শিল্প শ্রিয়ৌ । বাহূ দোহদ ভাজনং মৃগ দৃশাং মাধুর্য্য ধারা কিরৌ বক্তুং বাগ্বিষয়া ভিলঙ্ঘন মহো বালং কিমেতন্মহঃ ॥৫৮॥

পুনস্তদতিশয় স্ফূর্ত্যা স সংশয়ং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ পাদৌ বাদ ইত্যাদি। অহোত্র তৎপুরো দৃশ্যমানং মহঃ কান্তিপুঞ্জং কিং বালং কিশোরং তদাকার মিত্যর্থঃ। যতোঽস্য পাদৌ বাদেন বিনির্জ্জিতানি অম্বুজ বাহানি যাভ্যাং তৌ তাদৃশৌ। অতঃ পদ্মালয়া তানিত্যক্ত্বাবলম্বিত বান্বিতৌ। তথাস্য পাণি বিনোদনেয়ঃ প্রণয়স্তত্যক্তৌ। তথা পর্য্যাপ্তা শিল্প শ্রীর্যত্র তাভ্যাং বা তৌ তথা অস্য বাহূ চ মাধুর্য্য ধারাং চ কিরতীতি তৎকিরৌ অতো মৃগদৃশাং দোহদস্য সর্ব্বাভীষ্টস্য ভাজনং পাত্রং যৌ তথা অস্য বক্ত্রং বাগ্বিষয়মতিলঙ্ঘয়তিয়স্তদনির্ব্বচনীয় মিত্যর্থঃ। যদ্বা নির্ব্বিশেষ মাধুর্য্যপুঞ্জ স্ফূর্ত্যাহ এতন্মহঃ কীদৃশং মনোনেত্রহারকত্বাদাবাশ্চর্য্য মিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিশেষ স্ফূর্ত্ত্যা কন্দর্পোদয়াদাহ অহো বালং কৈশোরং এতৎ সম্যগ্বিশেষ স্ফূর্ত্ত্যা মাধুর্য্যোদয়াদাহ অস্য পাদৌ তত্রাপি বাদেতি পূর্ব্ববৎ দশান্তর দ্বয়ে সমগ্ং॥ ৫৮ ॥

অর্থঃ॥ সখিহে আগে কি এ সে কিশোর শ্যাম। মহা কান্তিপুঞ্জ বট। যার দৃশ্যমান॥ চরণ কমল দ্বয় শোভা মনোহর। বাদে জিনে পদ্মবন শোভা এসকল॥ লক্ষী অবলম্ব করে তাহা তেয়াগিয়া। বেণু অবলম্ব কৈল প্রণয় লাগিয়া॥ পর্য্যাপ্তি শিল্প শোভা যেই দুইকরে। তাহাতে ধরিয়া আছে বেণু মনোহরে॥ তথা বাহুদ্বয় হয় শোভা মনোহর। ক্ষরয়ে মাধুর্য্য ধারা যাতে নিরন্তর এইত কারণে বাহু মৃগদৃশা গণে। সর্ব্বাভীষ্ট পাত্র হয় অতি মনোরমে॥ তথা মুখপদ্ম শোভা অতি বিলক্ষণ বাক্যের গোচর নহে ঐছে মনোরম॥ কহিতেই পুনঃ তাহা অত্যন্ত বিশেষ। সে মুখ মাধুরী স্ফূর্ত্তি হইস

অশেষ॥ তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা। সেই বাক্য লীলা শুক তাহা প্রকাশিলা॥

শ্লোক॥ এতন্নাম বিভূষণং বহুমতং বেশায় শেষৈরলং বক্তুং দ্বিত্রবিশেষ কান্তি লহরী বিন্যাস ধন্যাধরং। শিল্পৈরল্পাধিয়া ম গম্য বিভবৈঃ শৃঙ্গার ভঙ্গীময়ং; চিত্রং চিত্র মহোবিচিত্রমহহোচিত্রং বিচিত্রং মহঃ॥৫৯॥

পুনঃ রতি বিশেষেন তস্য মাধুর্য্য স্ফূর্ত্যা প্রলপন্ত্যা বচোহনু বদন্নাহ এতন্নাম ইত্যাদি। এতদ্বক্তুং নাম প্রাকাশ্যে বেশায় বহুমতং বিভূষণং শ্লেষেণ নামান মহৈরলং পর্য্যাপ্তং। মন নানা মণীনাং বর্ণ সাবল্যাৎ শোভা বিশেষঃ স্যাত্তত্রাহ দ্বৌবা ত্রয়ো বা বিশেষা যস্যাং তাদৃশী যা কান্তি লহরী তস্যা বিন্যাসেন ধন্যোহ ধারায়স্মিন্ স্মিতাধর গণ্ডাদেঃ শৌক্ল্যারুণ্য শ্যামতা ইতি বিশেষাজ্ঞেয়াঃ। পুনর্মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবাৎ দ্যোতিঃ পুঞ্জত্বেন স্ফূর্ত্যা পুনঃ সর্ব্বাঙ্গাবয়বানুভূয় তেষাং চ ভূষণত্বেনা নুভবাৎ সাশ্চর্য্য মাহ ইদং মহঃ কান্তিপূরঃ চিত্রং চিত্রং সাব য়্য বাবয়বিত্বাৎ পুনঃ সৌষ্ঠব স্ফূর্ত্যা অত্যাশ্চর্য্য মাহ কস্যচি দপূর্ব্ববিধেঃ শিল্পৈরেব যাঃ শৃঙ্গার ভঙ্গ্য স্তন্ময়ং ততো অহো বিচিত্র মিদং ততো প্যতিশয়স্ফূর্ত্যাহ অহো ইদং চিত্রং বিচি ত্রং যতঃ কীদৃশৈস্তৈঃ অল্পধিয়া মেতদ্বিধ্যা দীনামগম্যো বিভা বোবেষাং তৈঃ সন্নকণ্ঠত্বাৎ অহো ইতি বক্তব্যে অহহো ইত্যুক্তিঃ দশাদ্বয়ে সঙ্গমং॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ॥ সখীহে এই লাগি গোবিন্দ বদন। নানা বর্ণ মণিগণে, বহুমত বিভূষণে, বেশ লাগে পর্য্যাপ্ত মোহ ন। ধ্রু॥ দুই তিনশ্রেণি কান্তি, লহরী বিশেষ ভাতি, ধন্যা

ধর শোভা যাতে হয় । স্মিতাধর গণ্ডদ্বয়, নক্ররুচ্যগ্রাম ময়, এই মণিকান্তি যে নিন্দয় ॥

পুনঃ মাধুর্য্যানুভবে কহিতে লাগিলা তবে, সর্ব্ব অঙ্গে জ্যোতিপুঞ্জ স্ফুরে । কিবা কান্তিপূর এই, চিত্র অবয়ব ময়ি, আশ্চর্য্য লাগয়ে মোর পুরে ॥ ২ ॥

পুনঃ তার সৌষ্টব দেখিয়া কহয়ে সব, অত্যাশ্চর্য্য হইল যে মনে । অপূর্ব্ব বিধাতা শিল্প, শৃঙ্গার ভঙ্গীর কলপ, ভূষণ ভঙ্গীর চিত্র সনে ॥ ৩ ॥

তাতে হৈতে অতিশয়, স্ফূর্ত্তি আবির্ভাব হয়, এইচিত্র বিচিত্র মাধূরি । অল্প বুদ্ধি বিধি আদি, অগম্য বৈভব সাধি, হেন চিত্র মাধুর্য্যের ধুরী ॥ ৪ ॥

এতেক কহিতেরাই, সাক্ষাৎ মানয়ে তাই, সৌভাগ্যাতি শয় মনে করি । কিবা এই সত্য হয়, সুবিচারে প্রলপয়, লীলা শুক কহে শ্লোক পড়ি ॥

শ্লোক ॥ অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি কেলি লক্ষ্মী, মন্যা সুদিক্ষপি বিলোচন মেব সাক্ষী । হাহন্ত হন্ত পথ দূর মহো কি মেত দাশা কিশোর ময় মম্বজগত্রয়ং মে ॥ ৬০ ॥

ততঃ সাক্ষাত্তৎ মত্বা স্বভাগ্যাতিশয় মননাৎ কিমিদৎ সত্য মিতি সবিচারং প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ অগ্রে সমগ্র ইত্যাদি অগ্রে মম পুরঃ কামপি কেলি লক্ষ্মীং সমগ্রয়তি সম্যক্ করোতি অতঃ সত্য মেব । পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাবলোক্যাহ অন্যা সুদিক্ষপি তথা ততশ্চৈকঃ কথং সর্ব্বত্র ভবন্তি সংশয্য স প্রত্যয় মাহ বিলোচন মেব সাক্ষী প্রত্যক্ষ মেব দৃশ্যতে কথমন্যথা স্যাৎ অথৈনবাগ তন্নাঃ তত্তমাধূর্য্য মনুভবিষ্যতীতি সখীভিঃ প্রবোধি

তায়াঃ নেত্রে নিমীল্যেবতাঃ প্রত্যক্ষপশ্যন্ত্যা স্ববক্তু পৃষ্ঠা নিধাবয়া মীতি বাহু প্রসার্য্য তত্রগত্বা ততোঽপি দূরে তমালোক্য সবিষা দ মাহ হা হস্ত কৃত পথাৎ দূরে এতদিতি স বিতর্ক মাহ অহো কিমে তৎক্ষণৎ বিমৃশ্য স নির্ণয় দৈন্যমাহ অম্বর ইত্যাকাশে বিষাদে সম্বোধনং । আশা কিশোরময়ং জগত্রয়ং মে জাতং ॥ দশান্তর দ্বয়ে সুগমং ॥ ৬০ ॥

অর্থ ॥ মোর আগে কোন কেলি শোভা বিলসয় । ইহা কহি পার্শ্ব পৃষ্ঠে নিরখি কহয়এ। অন্য দিগ গণেহ দেখি-য়ে সেই শোভা । এক দিগে কেনে সর্ব্বত্রয় মনোলোভা এত কহি সংশয় মনেতে উপজিল । সপ্রস্নয় রূপে কিছু কহিতে লাগিল ॥ বিলোচন সাক্ষী মোর সর্ব্বত্র দেখিয়ে এই সত্য হয় ইহা অন্যথা নাহয়ে ॥ হস্তে করে পরশিয়া করিয়ে নিদ্ধার । কহি বাহু প্রসারিয়া যায় ধরিবার ॥ যত যায় তত ততদূরে দেখে তারে । তা দেখি বিষাদ করি কহে বারে বারে ॥ হায় হস্ত পথ দূরে হাতে নাহি পাই । নয়নে দেখিয়ে ঐছে কভু দেখি নাই ॥ এতেক বিতর্ক করি কহে বিমর্ষিয়া । কি আশ্চর্য্য হয় এই মন মোহ নিয়া ॥ আকাশ চাহিয়া কহে পুন ওই হয় । কিশোর হইল মোর ত্রিভুবনময় ॥ এইরূপে গোবিন্দের লাগ না পাইয়া । পড়িলা কামিনী তথা অচেতন হৈয়া ॥ সখী কহে এখনি মাধুর্য্যগণ তার । নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনোহর ॥ ইহা শুনি চেতন পাইলা সুধামুখী । অঙ্গ লীলা অন্ত সেবা না পাইয়া দুঃখী ॥ দুই নেত্র মুদি কহে প্রলাপ বচন । মথুরার পথে পড়ি লীলা শুকের মন ॥

শ্লোকঃ ॥ চিকুরং বহলং বিরলং ভ্রমরং মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নং। অধরং মধুরং বদনং মধুরং চপলং চরিতঞ্চ কদানুবিভোঃ॥ ৬১ ॥

অথ তদলাভান্মথুরাবীথ্যাং পতিতঃ পুনস্তস্যা ভূমৌ নিপত্য মূর্চ্ছন্ত্যা অধুনৈবাগতস্য তন্মাগময্য মনু ভবিষ্যতীতি সখীভিঃ প্রবোধিতায়াঃ নেত্রেনিমীলাইব ইঙ্গে লীলাবসান সময়ে স্বেটতং সেবাদি প্রাপ্তি স্ফুর্ত্যাতাঃ প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ চিকুরংবহলমিত্যাদি নুভোঃসখ্যঃ বিভোরেত দঃখ হরণ সমর্থ স্যচিকুরং কদা চূড়াত্বেন বধ্নামীতি শেষঃ। এবমগ্রেপিকীদৃশং বহলং স্নিগ্ধং নিবিড়ং তথা ভ্রমরং ললাটালকং কদাউদ্বুদ্ধায়ন্থমি কীদৃশং বিরলং অলিপঙ্ক্তিবৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থিতং মৃদুলং বচনং কদাশ্রোষ্যামি বিপুলং নয়নং কদাদ্রক্ষ্যামি মধুরং অধরং কদাপাস্যামি মধুরং বদনং কদাচুম্বিষ্যামি চপলং চরিতং কদানু ভবিষ্যামি গাঢ়ার্ত্ত্যা লজ্জয়াচ রাগ সমাপ্তিঃ দশাদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬১ ॥

অর্থঃ ॥ সখিহে কবে দুঃখ হরণ প্রভুর। স্নিগ্ধ ঘন চূড়াহেন বান্ধিব চিকুর ॥ অলকালি শোভা ভালি বিরল বিরল। কবে ভৃঙ্গ পংক্তি বদ্ধ করিব শোশর ॥ কবে সেই মৃদ মদু বাণী মনোহর। শুনিশুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর ॥ বিপুল নয়ন কবে দেখিব নয়নে। কবে পাব অধর মধুরামৃতপানে ॥ কবে সে বদনচন্দ্র করিব চুম্বন। চপল চরিত কবে অনভাবিমন ॥ এই রূপে গাঢ় আর্ত্তে অতি লজ্জাচয়ে। বাক্যের সমাপ্তি নাহি এলামিলা কহে ক্ষণে উঠে বৃন্দাবনে যাইবার কালে। মূর্চ্ছা পাঞা পড়ে

ধনী পন সেইস্থলে ॥ তাহা দেখি সখীগণ অন্যে অন্যে কহে । এইত প্রলাপ স্ফূর্ত্তি লীলা শুকে হয়ে ॥

শ্লোকঃ ॥ পরিপালয়নঃ কৃপালয়েত্যসকৃজ্জল্পিত মাত্ম বান্ধবঃ । মুরলী মৃদুল স্বনান্তরে বিভু রাকর্ণয়িতা কদানুনঃ ॥ ৬২ ॥

ততঃক্ষণাদুত্থায় বৃন্দাবনং গচ্ছন্ এতৎ বাক্যাৎ তস্যাং মূর্চ্ছিতায়াং তৎসখীনা মন্যোন্য প্রলপিত স্ফূর্ত্যা তদনুবদন্নাহ পরিপালয়ন্ ইত্যাদি; মুগ্ধাঃসখ্যঃ হেকৃপালো এত্যনোঽস্মান পরিপালয়; ইত্যস্মাকং বহুজল্পিতানাং মধ্যে সকৃজ্জল্পিত মেকজল্পিত মপিবিভু, সর্ব্বরক্ষা সমর্থঃ শ্রীকৃষ্ণ মুরলী মৃদুল স্বনান্তরে মধ্যে কদাআকর্ণয়িতা শ্রোষ্যেতি তত্রহেতুঃ আর্ত্তেতি কৃপালয়েত্য সকৃজ্জল্পিত পাঠে হেকৃপালয় পরিপালয় ইতি সকৃজ্জল্পিতং ॥ দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬২ ॥

অর্থঃ ॥ সখীগণ কৃপালয় কেবল মুরারি । আমা সবাকারে দেখা দিবে কৃপাকরি ॥ অনেক জল্পয়ে যেবা তাহারেই দিবে । তার মধ্যে অল্প যে জল্পয়ে তারে দিবে ॥ মুরলী গানের মধ্যে যেই সুখ সিন্ধু । কবে কর্ণে প্রবেশিবে তার এক বিন্দু ॥ কবে মূর্চ্ছাগত সখী পাইবে চেতন । কৃপাসিন্ধু তুমি কহি এই সে কারণ সুজন বিপত্য ভব অসহিষ্ণু হারি । এলাগি কৃপালু নাম আছে ক্ষিতি ভরি ॥ নিজ কৃপালতা নাম পালন করিতে অবশ্য রাখিবে সখী এই বিপদেতে ॥ ঐছে বাক্য কোন সখী কহে প্রলাপিয়া । লীলা শুক সেই শ্লোক পঢ়ে আর্ত্তহৈয়া ॥

শ্লোক॥ কদানু কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং কৈশোর গন্ধিঃ করুণাম্বুধিনঃ। বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়তাভ্যা মালোক য়িষ্যন্ বিষয়ী করোতি॥ ৬৩॥

ননু সুজন বিপদুরম সহিষ্ণুঃ কৃপানুরয়ং শ্রীকৃষ্ণএত্যনঃ পালয়িষ্যতীতি কস্যাচিদ্বাক্যাং সদৈন্যং প্রলপন্তীনাং বচোঽনুবদন্নাহ কদানু করিষ্যামীত্যাদি স করুণাম্বুধিঃ কদানু কস্মিন্ ক্ষণে ইতোপ্যধিকায়াং কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং বিপুলায়তাভ্যাং বিলোচনাভ্যাং আলোকয়িষ্যন্ বিষয়ী করোতি স্বগোচরী করিষ্যতি ইতোপি বিপৎ সম্ভবেন্নাম কীদৃক্ কৈশোরগন্ধিঃ স্বম্পার্থে ইচসমাসান্তঃ নবকিশোর ইত্যর্থঃ। দশাদ্বয়ে সংগমং॥ ৬৩॥

অর্থঃ। সখিহে কবে শ্যাম সুন্দর শেখর। এই বিপত্যের কালে হৈয়া কৃপাধর॥ বিপুল আয়ত নেত্র গোচর বিষয়ী। কবে সে করিবে অতি দয়া উপজায়ি॥ কৈশোর সুগন্ধ যেই সেই সর্ব্বক্ষণ। কৃপাতে করিবে কবে ইহা দরশন॥ তাহা শুনি উঠে রাই নয়ন মুদিয়া। সখী প্রতি পুছে রাই উৎকণ্ঠিতা হৈয়া।

শ্লোক॥ মধুর মধর বিম্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে শিশির মমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে। বিপুল মরুণ নেত্রে বিশ্রুতং বেণুনাদে মরকত মণি নীলং বালমালোকয়েনু॥ ৬৪॥

অথাম্ভ ইবোত্থায় উপবিশ্য নেত্রে নিমীল্যেব সখীঃ প্রতিসোৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ মধুর মধর বিম্বেত্যাদি নূভোঃ সখ্যঃ তং বালং মরকতমণি নীলং কিশোর মালোকয়ে কদাত্র ক্যামি ইত্যর্থঃ আকাঙ্ক্ষায়াং লিঙকীদৃশং অধর বিম্বে

মধুরং মন্দহাসে মঞ্জুলং অমৃত নাদেব্যাক্ত শিশিরং দৃশো:ঃ পাত্তে শীতলং অরুণ নেত্রে বিপুলং বেণুনাদে বিশ্রুতং ॥ দশান্তর দ্বয়ে সুগমং॥ ৬৪ ॥

অর্থঃ॥ সখিহে মরকত মণি নীলকান্তি। কৈশোর শেখর বর মৃগদৃশা। তাপহর কবে নিরখিব সে মূরতি ধুং॥ বান্ধুলী সুরঙ্গ জিনি, মধুর অধর বানী, মৃদু নব পল্লব জিনিয়া। সদাই প্রফুল্ল অতি; যাহাতে মোহয়ে মতি, কবে নেত্র জুড়াবে দেখিয়া॥ তাতে মন্দ২ হাসি উগরে অমৃত রাশি; তার মঞ্জু শোভা বিলক্ষণ। সদাই অধর তাতে স্নান করে;অবিরতে তা দেখি জুড়াব কবে মন॥ ১॥

তাহাতে অমৃত বাণী কর্ণ মন রসায়নী অতিস্নিগ্ধসমাধুরীময়। তাতে পরিহাস ভঙ্গী, তরুণীর প্রাণ সঙ্গী, কবে তা শুনিব কর্ণদ্বয়॥ ২॥

লোচন চাহনি তাতে, কত প্রেমময় যাতে, অতি সুললিত সদা যেই। বঙ্কিম চাহনি আর; অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তার, কবে আঁখি দেখিব সদাই॥ ৩॥

তাহাতে করুণ আঁখি, বিপুল আয়ত সাক্ষী, তাতে মনপক্ষের সুষমা। যাহা দেখি মাতে নারী, কে কহিবে সে মাধুরী, কবে সে দেখিব মনোরমা॥ ৪॥

তাতে বেণু গান সুধা, যে করে অমৃত মুধা, ব্রজনারী চিত্ত যেই হরে। সে বেণু শুনিব কবে; হেন নাকি দিন হবে, ডুবাইব শ্রবণ অন্তরে॥ ৫॥

এতেক কহিতে রাই; অন্তরে সুয়াস্থ নাই, উন্মাদ

বাঢ়িল অতিশয়। উঠিয়া ধাইয়া যায় অন্যা কহে হায় হায়, সখীগণ ধরিয়া রাখয় ॥ ৬ ॥

তারা কহে শুন সখি, উন্মাদ বাঢ়াও নাকি ধৈর্য্য অবলম্ব কর তুমি। শুনি প্রিয় সখী বোল, ছাড়ি অতি উত্তরোল ধৈর্য্যপ্রায় কহে কিছু বাণী ॥ ৭ ॥

শ্লোক ॥ মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কি
মপি কৈশোরং। চাপল্যাদতি চপলং চেতো
বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ ॥ ৬৫ ॥

অথোন্মাদায় ইতস্ততোধাবন্ত্যাঃ সখীভি রঞ্চলং গৃহীত্বা সখি কিমিত্যুন্মাদ্যসি ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি বোধিতায়াঃ সধৈর্য্যমিব বচোঽনুবদন্নাহ মাধুর্য্যাদপীত্যাদি মন্মথতাতস্য মনোমথ্নাতী তি মন্মথঃ দুঃখদঃ কামস্তং জনয়তীতি মন্মথ জনক স্তস্যেতি বক্তব্যে ভাববৈস্যাৎ সমান পর্য্যায়ত্বাচ্চ তত্তাতস্যেত্যুক্তিঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কিমপ্য নির্ব্বচনীয়ং কৈশোরং চেতোহরতি হন্তকিং কুর্ম্মঃ। তত্র হেতুমাহ কীদৃশং মাধুর্য্যাৎ তদ্রূপ ধর্ম্মা দপি মধুরং লক্ষণয়া মধুর মিত্যর্থঃ। নত্বয়ি মুগ্ধে কস্যাশ্চেতো নহরতি কান্যাত্ত্বমিবোন্মাদ্যতে তত্রাহ কীদৃশং চেতশ্চাপল্যা স্তদ্রূপ ধর্ম্মাদপি চপলং তদস্যৈব দোষ ইত্যর্থঃ। যদ্বা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মন্মথতা কৈশোরং বাপ্যমনোহর তীত্যন্বয়ঃ। কালা ধ্বনোরত্যন্ত সংযোগ ইতি দ্বিতীয়া কিম্বা কৈশোরং কীদৃশং মন্মথতাতরূপং। স্বান্তর্দ্দশায়াং সমান সখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। বাহ্যে সঙ্গিজনান্ প্রতি ॥ ৬৫ ॥

অর্থঃ ॥ সখিহে গোবিন্দের কৈশোর বয়স। অনির্ব্বাচ্য মন্মথন, মনমথ বিলক্ষণ, হরে চিত্ত কি করিমু শেষ ॥ ধ্রু॥ শুনহ কারণ তার, মাধুর্য্যে মাধুর্য্য সার,

প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ। চঞ্চল হইতে অতি চঞ্চল কর‍্যা য় মতি, তাতে নারি ধৈর্য্য করিবার ॥ ১ ॥

যদি বোল মুগ্ধা তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি, কার চিত্ত না হরয়ে সে। তুয়া হেন উনমত্তা নাদেখি শুনিয়ে কোথা, পরধনে লোভ কর বশে ॥ ২ ॥

তবে তাহা শুন কহি, মোর কিছু দোষ নাহি চিত্তের নাহিক দোষ লেশ। চাপল্য কৈশোর ধর্ম্ম, চাপল্য তাহার কর্ম্ম, চাপল্য তা করে চিত্তদেশ ॥ ৩ ॥

সখীকহে ভালহৈল, ক্ষণেক ধৈর্য্য তাকর, এখনি দেখিহ তারে তুমি। সখীর প্রবোধ পাঞা, লালসা বাঢ়িল হিয়া, তাতে কহে অতি মিষ্টবাণী ॥ ৪ ॥

শ্লোকঃ ॥ বক্ষস্থলেচ বিপুলং নয়নোৎপলেচ মন্দস্মিতেচ মৃদুলং মদজল্পিতেচ। বিম্বাধরেচ মধুরং মুরলী রবেচবালং বিলাস নিধি মালোকয় কদানু ॥ ৬৬ ॥

নম্বধুনৈবত্তং দ্রক্ষ্যসি ক্ষণং ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি পুনস্তাভিঃ প্রবোধিতায়ঃ সমান সংবচোহনুবদন্নাহবক্ষঃস্থলে চ ইত্যাদিনু ভোঃ সখ্যস্তং বিলাস নিধিং তৎসমুদ্রং বালংনবকিশোরং কদা আলোকয়ে দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ কীদৃশং বক্ষঃস্থলে নয়নোৎপলেচ বিপুলং বিস্তীর্ণং মন্দস্মিতে চ মৃদুজল্পিতে চ মৃদুলং। বিম্বাধরেচ মুরলী রবেচ মধুরং, তদ্দশাদ্বয়ে সুগমং। ৬৬ ॥

অর্থঃ ॥ সখিহে কৃষ্ণ নব কিশোর শেখর। সুবিলাস মহানিধি, রসে নিরমিল বিধি, কবে দেখি জুড়াব অন্তর ॥ ধ্রু ॥ বক্ষস্থল পরিশর, দর্পণ সুঘটাধর, তরুণীর

হিয়া লোভে যাতে। সুশীতল সুকোমল, অনঙ্গের তাপ হর, কবে আমি আলিঙ্গিব তাতে॥১॥

তৈছে নেত্রোৎপলদ্বয়, পরম বিদীর্ণময় অতি দীর্ঘ অতি সুচাপল। কমল উপরে যেন, নাচে খঞ্জরীট হেন কবে শোভা দেখিব তরল॥২॥

তৈছে মৃদু মন্দ হাস, পুষ্প গুচ্ছ পরকাশ, সদাই প্রসন্ন মুখচন্দ্র। কবে নিরখিয়া আমি, জুড়াইব দুনয়ানি কবে আঁখি ভাঙ্গবেক অন্ধ॥২॥

বচনে মৃদুতা হেন, অমৃত উগরে যেন অর্দ্ধ বাণী শ্রবণে পশিলে। কুলছাড়ে কুলবতী সদা হয় উন্মতি, কবে তা শুনিব শ্রুতিমূলে॥৩॥

বিম্বাধর সুমধুর, উদ্গারেরসের পূর অরুণ বরণে সুধামাখা। কবে নিরখিব আমি, কহ দেখি সখি তুমি এই ওষ্ঠাধরে হবে দেখা॥৪॥

মুরলীর রবে তেন, মাধুরী বিষয়ে যেন; অমৃত ঝরয়ে দশ দিশা। শ্রবণে শুনিব কবে হেন কি সুদিন হবে পূর্ণ হবে এই মোর আশা॥৫॥

কহিতে২ অতি দৈন্য বাড়ি গেল মতি সেই কৃষ্ণ দেখে যেই জন। তার ভাগ যে বাখানে তারে কহি ধন্য জনে লীলা শুক করয়ে বর্ণন॥ ॥

শ্লোকঃ॥ আর্দ্রাবলোকিত মধুরা পরিনন্দনেত্র মাবিস্কৃত স্মিত সুধা মধুরাধরোষ্ঠং। আহ্যংপুমাং সম্বতংসিত বর্হিবর্হ মালোকয়ন্তি কৃতিন কৃত পণ্য পুঞ্জাঃ॥২৭॥

অত্যাতিদন্যোদয়াৎ সদৈন্যং তদ্বচন কাল্লিণোহভিলপস্ত্যা মচোহনুবদন্নাহ আদ্রেতি ভূমাদ্যং পুমাংসং পুরুষশ্রেষ্ঠং যে কৃতিনঃ কৃতপুণ্য পুঞ্জা শুত্রবালোকয়ন্তি আকর্ণয়তীতিপাঠে এতাদৃশ্যং তৎ যেশৃণ্বন্তি তএব ধন্যাঃ কিমুতয়ে পশ্যন্তীত্যর্থঃ। আদ্যং আদিরস রূপং প্রেমবাজ নৈবাস্বাদ্যং ইতিবা কীদৃশং প্রণয়ৈঃ করুণয়ারসৈঃ আদ্রয়া অবলোকিত মধুরা তদতিশয়েন পারনঙ্কে তৎযুক্তি নেত্রে যস্য আবিষ্কৃতং দৎস্মিতং তদেব সুধা তয়াতি মধুরাধরাস্তে যস্য তথা অবতংসিতানি বর্হিণাং বর্হাণি যেন তৎ। দশান্তর দ্বয়ে সুগমিং॥ ৬৭॥

অস্যার্থঃ॥ সখিহে পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দা কৃতি যেই কৃতপুণ্য গুঞ্জগণ মহাধন্য সেই দেখে তার মুখচন্দ্র॥ ধ্রু॥

সদাই নয়নে যার, করুণারস অবতার, আদ্র অব লোকে অতিধুরা। তাহাতে প্রণয়যুক্ত, বাক্যে তাহা নহে উক্ত, তাহা দেখে ভাগ্যবান যারা॥ ॥

অধরোষ্ঠ সুমধুর, যাতে স্মিত সুধাপূর, সদাই বি লাসে তাহাসনে। তাহা যেবা নিরীখয়, ভাগ্যবান সেই হয়, ধন্য রহু তার দুনয়নে॥ ২॥

চূড়াতে ময়ূর পুচ্ছ, তাতে বেঢ়া পুষ্প গুচ্ছ, তার যেই শোভা পরিপাটী। যেই কৃত পুণ্যগণ, নিরীখয়ে অনুক্ষণ, ধন্য রহু তার আখিদুটি॥ ২॥

আমার দুর্ভাগ্যগণ, কোথা পাবে দরশন, তৈছে ভাগ্য কভু করে নাই। কহি সখী গণ সঙ্গে কান্দে বহু পরবশে, অতি মুক্তকণ্ঠ ধনী রাই॥ ৩॥

অকস্মাৎ এইকালে, কিছুদূর পথে হেরে, কৃষ্ণ দেখি

অতি ভ্রমহৈল। তাহাতে প্রলাপ করি বোলে যাহা সুনা গরী; লীলাশুক দেখা যেন পাইল॥ ঃ॥

শ্লোকঃ॥ মারঃ স্বয়ংনু মধুরদ্যুতি মণ্ডলংনু মাধুর্য্য মেবনু মনো নয়নামৃতংনু। বেণীমৃজো নু মম জীবিত বল্লভো নু বালোঽয় মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ৬৮॥

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টেতস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণস্তাসামাবিরভূৎ ইতিবৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূত স্তল্লীলা বিশিষ্ট এব তস্যাগ্রে প্যাবিরভূৎসচ তং বিলোক্য স্বয়ংজাত তত্তদ্ভ্রমোপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়া অস্মাকং তদ্দর্শন ভাগ্যং নাস্ত্যেবেতি সখীভিঃ সহ রুদন্ত্যা অকস্মাত্তং শ্রীকৃষ্ণং কিঞ্চিৎ দূরে বিলোক্য ভ্রম বাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ মারঃ স্বয়মিত্যাদি প্রথমং তদ্দর্শনাদেব বিরহ বিক্লবা কন্দর্প ভ্রান্ত্যা সভয়মাহ যস্তাবদ্দৃশ্য এব যস্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগত ইতি কিং নু বিতর্কে পুনর্মাধুর্য্য মনুভূয় সাশ্চর্য্য মাহ সত্তাবদী দৃঙ্মধুরোন ভবতি তদিদং মধুরং দ্যুতিনাং মণ্ডলং নু কিং পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ স্তদেতৎ কিন্তু মাধুর্য্যএব ন তদ্ধন্ম এব পরিণতঃ স্বমাগতঃ স্বয়মাগতঃ কিংপুনর্মনো নয়নয়োরমৃতং তদ্রূপ মিদং নু কিং পুনরবয়ব মনুভূয় স সংভ্রমাহ বেণীমৃজো নু বেণীং মার্ষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রোষ্যাগতঃ কান্তঃ সএবায়ং কিং পুনঃ সম্যগ বলোক্য সানন্দমাহ নু ভোঃ সখ্যঃ মমজীবিত বল্লভোঽয়ং বালং নব কিশোরঃ মমলোচনায় তদানন্দয়িতু মভ্যুদয়তে যূয়ং পশ্যত ইতি শেষঃ। স্বান্তর্দ্দশায়ান্তদনুগত্যেব বাখ্যেয়ং। বাহ্যোপি সএবার্থঃ। নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ নামায় মলঙ্কারঃ॥ ৬৮॥

॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ ।। সখিহে কে দেখি যে সম্মুখে আমার। কিবা কাম মূর্ত্তিমান, দেখ এই বিদ্যমান, দেখি সঙ্কা না হয় কাহার ।। ধ্রুং ।।

ক্ষণেক রহিয়া কহে, সখি এই কাম নহে, দৃশ্য নহে সেই কামরাজ। জগত মারয়ে সেহ, তারে না দেখয়ে কেহ, এতাদৃশ তার নহে সাজ ।। ১ ।।

মাধুর্য্য মণ্ডলদ্যুতি, কিবা হৈল মূর্ত্তিমতি সেহ নহে গতিহীন তার। কিবা সুমাধুরী দেখি, যাতে সেই ধর্ম্ম সাক্ষী, তাহার না হয় যে আকার ।। ২ ।।

মোর মন লোচন, সুখি করে অনুক্ষণ; মন নেত্রামৃত এই কিবা। অবয়ব দেখি পুন, সম্ভ্রম হইল দুন, তবে আর দেখি এই কিবা ।। ৩ ।।

মোর বেণী পুঞ্জ যেই, সম্মুখে বা দেখি সেই; কিবা কান্ত আইলা প্রোষ্য হৈতে। এতেক কহিতে রাই, সম্যক নিরীক্ষে তাই, দেখ সখি এই না সাক্ষাতে ।। ৪ ।।

আমার জীবন পতি, নবীন কিশোরাকৃতি, আগে আসি উদয় হইলা। তাপিত আমার আখি, জুড়াবার তরে দেখি, কৃপাকরি মোরে দেখা দিলা ।। ৫ ।।

এই রূপে রাধিকার; যত সখীগণ তার, কৃষ্ণ সঙ্গে মিলন হইলা। তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ; বাহ্যস্ফূর্ত্তি তবহি ভৈগেলা ।। ৬ ।।

তাহার মাধুরী হৈতে, আকর্ষে ইন্দ্রিয় চিত্তে; মন্মথ মন্মথ রূপ রাশি। সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দন সপ্ত শ্লোক বর্ণন, করে হর্ষামৃতরসে ভাসি ।। ৭ ।।

শ্লোকঃ ॥ বালোঽয় মালোল বিলোচনেন বক্ত্রেণ চিত্রীকৃত দিঙ্মুখেন। বেশেন ঘোষোচিত ভূষণেন মুগ্ধেন দুগ্ধেনয়নোৎসবং নঃ ॥ ৬৯ ॥

অথযাভাভিশ্চ সহ মিলিতং সাক্ষাদ্দৃষ্টা জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিঃ বক্তা ধূর্য্যা হৃষ্ট সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃসাক্ষান্মন্মথ রূপস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দত্বং সপ্তভিঃ শ্লোকৈ বর্ণয়ন প্রথমং নয়নানন্দত্ব মাহত্বাভ্যাং বালোঽয়মিত্যাদি অয়ং বালঃ কিশোর বক্ত্রেণ বেশেনচ নোঽস্মাকং নয়নয়োরুৎসবং দুগ্ধে প্রপূরয়তি বাক্ত্রেণ কীদৃশা স্বাপরাধ ভয়েনযুগপৎ সর্ব্বাসাং দর্শনেন চ আসম্যক লোলে বিলোচনে যস্য তথা স্মিতাধর দিকান্তিধারাভিশ্চিত্রমিবকৃতং দিশাং মুখংযেন বেশেনকীদৃশা ঘোদ্যষা ব্রজস্তগোস্যানি বহগুঞ্জাদি নিবূষণানি যত যেন অতো মুগ্ধেন ॥ ৬৯ ॥

অস্যার্থঃ ॥ দেখ শ্যাম কিশোর মাধুরী। বদন নয়ন আর কেশ অতি মনোহার, নেত্রোৎসব পূরে মোস বারি ॥ ধ্রু ॥

নিজ অপরাধ ভয়ে, রাধা আদি সখী চয়ে, এককালে দর্শন লাগিয়া। সম্যক চঞ্চল আঁখি, সেই ভাবে সেই সাক্ষী সবা সুখী করে নিরীক্ষিয়া ॥ ১ ॥

বদন মাধুরী অতি, স্মিত কান্তি ধারা ততি, তাহাতে অধর কান্তি ধারা। চিত্র কৈলা দিশামুখ, অখিল নয়ন সুখ, মুখ কোটী চন্দ্র মথহরা ॥ ২ ॥

ব্রজযোগ্য বেশ অতি, বর্হ গুঞ্জা অলঙ্কৃতি, তাতে আর মণি ভূষাগণ। অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়ন লোভা কহি করে শ্লোক উচ্চারণ ॥ ৩ ॥

শ্লোক ॥ আন্দোলিতাগ্র ভুজমাঙ্গল লোল নেত্র

সাদ্রাঁস্মিতাদ্রাঁ বদনাম্বুজ চন্দ্রবিম্বং। সিঞ্জান ভূষণচিতঃ শিখিপিঞ্ছ মৌলি শীতং বিলোচন রসায়ন মভ্যুপৈতি ॥ ৭ ॥

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেজর্গৃহেত্যাদি বং তাভির্মিলিত্বা নৃত্য ভূমিমাগচ্ছন্তং তং বিলোক্য নেত্রাতিতৃপ্তা সহর্ষমাহ আন্দো লিতাগ্র ইত্যাদি। ইদং শীতং বিলোচনয়ো রসায়নং তাভ্যঃ অভ্যুপৈতিপুর আয়াতি। কীদৃশং তাসাং স্পার্শোত্থ কম্পাৎ সনৃত্যগত্যাচান্দোলিতৌ অগ্রভুজৌ যস্য করুণয়া আকুলে পূর্ব্বলোলো নেত্রেযস্য আর্দ্রস্মিতে নার্দ্রং বদনাম্বুজ চন্দ্রবিম্বং যস্য। তত্র তাসাং দর্শনানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সুরভিত্বাচ্চাম্বুজত্বং ঈশত্যমাশ্চর্য্য কান্ত্যাদিভি র্নেত্র প্রীণনত্বাচ্চন্দ্রবিম্বত্বং। সিঞ্চা নানি যানি কঙ্কণ নূপুরাদি ভূষণানি তৈশ্চিতং অনেন শ্রোত্রা নন্দত্বং চোক্তং। শিখি পিঞ্ছে মৌলির্যস্য ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ॥ দেখ সখি আঁখি রসায়ন। হাসিতেং আগে, আইসে এই অনুরাগে, যাতে স্নিগ্ধ করে দুনয়ন ধ্রু॥ পরশে অঙ্গুল্যাপাণি, কম্প হৈল অনুমানি তাতে নৃত্য গতি মনোরম। ভুজাগ্র দোলায়মান, নব কিশ লয়ভান, তাতে নখচন্দ্র ঝলকন॥ করুণা আঙ্গল আখি অতি লোলতাতেসাক্ষী, পূর্ব্ব প্রায় সখি দেখ আরে। মুখাব্জ চান্দের কাঁতি, মৃদুহাস্য সুধাভাতি, দর্শনে প্রফুল্ল মধুঝরে॥ ২॥

কঙ্কণ নূপুর আর, কিঙ্কিণ্যাদি মনোহর, মণি ভূষা শব্দ মনোহর। শ্রবণে আনন্দ দেই, কর্ণ রসায়ন যেই, শিখিপিঞ্ছ চূড়ার উপর॥ ৩॥

এতেক কহিতে পুন, দেখে সখীগণ যেন, বসিলেন

গোবিন্দ বেড়িয়া। অঙ্গ বাসাসন দিয়া, বসে কোন উপ জিয়া, কহে কথা সবাই হাসিয়া॥ ৪॥

তাহার উত্তর দিতে কৃষ্ণ হৈলা হরষিতে, তাতে রূপ শোভার মাধুরী। লীলাশুক কহে তাহা, শুনিয়া আনন্দ যাহা, মধুময় শ্লোকৈক উচ্চারি॥ ৫॥

শ্লোকঃ॥ পশুপাল বাল পরিষদ্বিভূষণঃ শিশুরেষ শীতল বিলোল লোচনঃ। মৃদুল স্মিতার্দ্র বদনেন্দু সম্পদা মদয়ন্মদীয় হৃদয়ং বিগাহতে॥ ৭১॥

অথ পরিতস্তা দৃষ্টাচ কাস গোপী পরিষদ্গতোবিভূরিত্যাদি লীলা শিষ্টং তংবিলোক্য সহর্ষমাহ। পশুপালইত্যাদি। এষশিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বাসামপি বিশেষতোমদীয়ানাংস্বসখ্যাঃ শ্রীরাধা ললিতাদিনাং হৃদয়মে তন্নো বৃত্তীত্যাদি দিশাহঃ কাপ প্রশ্ন শ্রবণান্মৃদুলস্মিতং তেনার্দ্রো যো বদনেন্দুস্তস্য মাধুরিতুং মাহথেত্যাদি নপারয়ে হমিত্যাদি প্রেমোক্তিঃ কৌমুদী রূপয়া সম্পত্ত্যা মদয়ন্নানন্দয়ন বিগাহতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদ্দৃষ্টা মমহৃদয়ঞ্চ কীদৃক পশুপাল বালানাং গোপকুমারীণাং পরিষদং বিভূষয়তীতি তথাতৎ স বৈভব বিভূষণং যস্যেতিবা তয়া বেষ্টিতৌ বৈভবাবিত্যর্থঃ। অগ্রে রাধা পয়োধর ইত্যাদৌ ধেনুপাল দয়িতা স্তনস্থলীত্যাদৌ তথা বর্ণিতত্বাৎ প্রেমবৈবশ্যেন বালাপরিষদি বক্তব্যে পাল পরিষদিত্যুক্তিঃ। যদ্বা পশুপালানাং বালাযস্যাং সা পশুপাল বালাচাসৌ পরিষচ্চেতি কর্ম্মধারয়ে পুম্বদ্ভাবঃ কিম্বা তদ্বাল গোষ্ঠীনাং বিভূষণবৎ বিভূষণং যস্যাসঃ। তদুক্তং বেশেন যোযোচিত ভূষণেনেতি সামান্য

বয়স্য বর্গ বৃত ইত্যর্থস্তৃক্ক মমপ্রাণঃ । তথা শীতলে বিলোলে লোচনে যস্য ইতি ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ॥ সখিহে এই যে কিশোর কৃষ্ণ আখি। মুখচন্দ্র মন্দ হাসি, রাধা আদি গোপী রাশি, মোর হৃদি ব্যাপ্যে করে সুখী ॥ ধ্রু॥

সখী প্রেম কোপ শুনি, তাতে মৃদুস্মিত খানি, তাতে আর্দ্র যেই মুখচন্দ্র। তাতে যেই প্রেমউক্তি, তার জ্যোৎস্নাপুঞ্জ যুক্তি, সেই ব্যাপ্ত হয় হৃদি কন্ধ ॥ ১ ॥

পশুপাল নারীগণ ভূষণ যে মনোরম, হেনমানে নীলমণি যেন। নায়ক সোসর শোভা, যাতে হয় চিত্ত লোভা, মোর হিয়া ব্যাপ্তে রস তেন ॥ ২ ॥

শীতল লোচন তাতে সদাই করুণা যাতে; সেই নেত্র ব্যাপ্ত হৈল হিয়া। তিনশ্লোক মন্য কহি, কৃষ্ণ বর্ণে সুখ পাই, মোর প্রাণ এসব কহিয়া ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ কহে ঋণী আমি, এই আদি সুধা বাণী, তাতে গোপী ঈর্ষা পঙ্ক ক্ষালে। বিলাস লালসা পুন, নদী উচ্ছ লিতে দুন, লোভ বাঢে কৃষ্ণের অন্তরে ॥ ৩ ॥

বংশী গানামৃত বর্ষে, কৃষ্ণ মেঘ অতি হর্ষে, অতি প্রেমানন্দ হৈল তায়। একিং ঘন বোলি; লীলা শুক কুতূহলী, পুন এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৪ ॥

শ্লোকঃ॥ কিমিদ মধর বীথী কৢপ্ত বংশীনিনাদং কিরতি নয়নযোর্ন কামপি প্রেমধারাং। তদিদ মমর বীথী বল্লভং দুর্লভং ন ত্রিভুবন কমনীয়ং দৈবতং জীবিতঞ্চ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্লোক তথ্যা সামান্যাকারেণ তংনির্বর্ণ্য তস্মৈ.জীবিত মে

যৎ তদিতি বর্ণয়ন। নপারয়ে ইত্যাদি সরাগ মুক্তকানিতৈর্বা নবপক্ষে স্বান্তে পুনর্বিলাস লালসা তরঙ্গিনীমুচ্ছলয়িতুং বংশী নাদামৃতং বর্ষতি কৃষ্ণবনে তত্রনো জাত প্রেমানন্দোদ্রেকঃ। কিমিদং বস্তিতি সংশয্য পুনর্নিশ্চিনোতি কিমিদমাদিকিমিদং বস্তুযস্মোহস্মাকং নয়নযোঃ কামপি প্রেমধারাং কিরতি ক্ষণং বিম্যশ্যমাং বিদিতং তদেবাস্মাকং দৈবত মিদং। পুনঃ সশঙ্কং কিমুত দৈবতং বল্লভঞ্চ পুনঃ সপ্রণয়ং কিমুচ বল্লভং জীবিতঞ্চ কথং জ্ঞাতং তত্রাহ অধরবীথ্যাং কঞ্চিৎচিত্র বদর্পিতায়া বংশী তস্যানিনাদে যত্রযস্য। অমর বীথ্যাং দেবশ্রেণ্যাং তস্যা অপি বাদুর্লভং অতস্ত্রীভুবন কমনীয়ং তদিদং মন্নেত্র গোচর ইত্যাহ হাভাগ্য মিতি ভাবঃ ।। ৭২।।

অস্যার্থঃ।। সখিহে কিবা বস্তু আগে যে দেখিয়ে। যাতে হৈতে মোসবার, আখি বহে প্রেমধার কোন প্রেম উপজায় যায়ে।। ধ্রু ।।

এত কহি ক্ষণএক, বিমর্ষিয়া পরতেক, কহে হয় জানিল জানিল। মোসবার দৈব সেহো দেখ আগে আইলা তেহো, এই আমি নির্ণয় কহিল।। ১ ।।

পুন সশঙ্কিতে কহে, কেবল দেবতা নহে, দেখ আইলা বল্লভ আমার। পুন সপ্রণয়ে কহে, কেবল বল্লভ নহে, প্রাণ আইলা আমা সবাকার।। ২।।

যদি বল কি লক্ষণে, জান তার আগমনে, শুন তার কহি বিবরণ। অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী পরাণদংশী তার নাদ যাতে সুধাকণ।। ৩।।

দেবতাগণের যে, দুর্লভ আইলা সে, ত্রিভুবন কম নীয় রূপা। তেহো মোর নেত্র আগে, দেখিয়া আশ্চর্য্য

লাগে তেই মোর ভাগ্য মহামুদা ॥৪॥

এত কহি দেখি পুন, কৃষ্ণ সুখী হৈয়া দুন, রাস লীলা আরম্ভ করিলা। তাহা দেখি লীলা শুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, শ্লোক পড়ি কহিতে লাগিলা ॥৫॥

শ্লোকঃ॥ তদিদ মুপনতং তমালনীলং তরল বিলোচন তারকাভি রামং। মুদিত মদিত বক্ত্র চন্দ্র বিম্বং মুখরিত বেণু বিলাসি জীবিতং মে॥ ॥৭৩॥

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্ত ইত্যাদি বৎ পুনস্ত দ্বিলাসারম্ভিনং তৎনিশ্চিত্যাহ তদিদমিত্যাদি তদিদ মম জীবিতং উপগতং সমীপমাগতং কীদৃশং বিলাসিরাস বিলাসারম্ভে মুখরিতো বেণু র্যেনশব্দিতং বেণো র্বিলাস যুক্তং বা তমালনীলং কনকবল্লীনাং তাসাং মধ্যে তমালবৎ ভ্রাজমানং সর্ব্ব গোপী মণ্ডলেবক্ত্র দর্শনায় তরলাভ্যাং বিলোচনয়া স্তবকাভ্যাং অভিরামং। মুদিত মুদিত মতিমদিতং বক্ত্র চন্দ্র বিম্বং যস্য। মুদিত মানন্দিতং বা উদিত বক্ত্র চন্দ্র বিম্ব মিতি চ্ছেদঃ। ৭৩॥

অস্যার্থঃ॥ সখিহে আমার জীবন কৃষ্ণ চন্দ্র। নিকটে আইলা এই; দেখ বিদ্যমান সেই, রাসলীলা করিয়া আরম্ভ॥ ধ্রু॥

শব্দ যুক্ত বেণু যাতে, অখিল তরুণী মাতে, অমৃত মাধুরী সদা গলে। হেমলতা গোপীগণ, মাঝে অতি মনোরম, দীপ্তমান তমাল সুনীলে॥১॥

সর্ব্ব গোপী যূথবর, মুখচন্দ্র মনোহর, সর্ব্বমুখ দর্শন কারণ। তরল লোচন দ্বয়, তারকাভিরাম হয়, তাতে অতি ফুল্ল মনোরম॥২॥

তাহাতে প্রফুল্ল মুখ, চন্দ্র বিম্বোদয় সুখ, আনন্দ আনন্দ ময় যাতে। এতেক কহিতে পুনঃ, চাপল্যতা দেখে দুন, রাস মাঝে সুখ সিন্ধু রীতে ॥ ৮ ॥

শ্লোকঃ ॥ চাপল্য সীম চপলানুভবৈক সীম চাতুর্য্য সীম চতুরানন শিল্প সীম। সৌরভ্য সীম সকলাদ্ভুত কেলি সীম সৌভাগ্য সীম তদিদং ব্রজভাগ্য সীম ॥ ৭৪ ॥

রাসে তস্য তচ্চাপল্যাদিক মনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ চাপল্য ইত্যাদি। প্রথমং নৃত্য গতিলাঘবং দৃষ্টাহ তদিদং মম জীবিতং চাপল্য সীম তেষাং সীমা যত্র তদবধিভূত মিত্যর্থঃ। তাদৃশ গোপীভি শ্চুম্বিতালিঙ্গিতং বিলোক্যাহ সহ নৃত্য চুম্বনাদ্যর্থং চপলানাম সং যস্তং স্পর্শাদি সুখানুভব স্তস্যৈক প্রধানং সীমা তাদৃশীভিস্তাভি রেবানুভবিতু মশক্য মিত্যর্থঃ তচ্চাতুর্য্যং দৃষ্টাহ চাতুর্য্যেতি সৌন্দর্য্যং দৃষ্টাহ চতুরাননেতি চতুরাননস্য বিধেঃ শিল্পস্য রচনা যত্র দূর ৎ সৌরভ্যং লব্ধাহ সৌরভ্যেতি কেলি সৌরভ্যং দৃষ্টাহ সকলেতি ব্রজদেবীনাং প্রেমা তৎ প্রেম সৌভাগ্যাদিকং বেশং সৌন্দর্য্যাদিকঞ্চ দৃষ্টাহ সৌভাগ্য ইতিক্ষণং বিমৃষ্যান কেবল যাসাং ব্রজস্যাপি ভাগ্যসীমা যত্র ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখীহে মোর প্রাণ কিশোর শেখর। রাস মাঝে নৃত্য গতি, দেখ মহা শীঘ্র অতি, সীমা যাতে পরম চাপল ॥ ৫ ॥

গোপাঙ্গনা গণ মুখ, চুম্বনাদি মহা সুখ, স্পর্শ আদি সুখ অনুভবে। নৃত্য গতি সঙ্গে এই, চাপল্যতা সীমা নাই, তারাহ না জানে অনুভবে ॥ ১ ॥

॥ ২ ॥

সেই২ চাতুরি করি, আলিঙ্গয়ে ব্রজনারী, তা দেখি কহয়ে পুনর্ব্বার। চাতুর্য্যের সীমা হরি, একা এত ব্রজ নারী, সদা আকর্ষয়ে বার বার॥ ২॥

গোবিন্দ সৌন্দর্য্য দেখি, পুনঃ কহে হৈয়া সুখী, দেখ সখি কিরূপ বন্ধান। বিধাতার শিল্প সীমা, দেখ এই মনোরমা, তুল্য দিতে নাহি যার স্থান॥ ৩॥

দূর হৈতে গন্ধ পাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া, সৌরভের সীমা কৃষ্ণ অঙ্গ। কেলি পরিপাটী দেখি, কহে স্নিগ্ধ হৈয়া আখি, অদভুত কেলি সীমারঙ্গ॥ ৪॥

যত ব্রজ দেবী গণ, প্রেমরস অনুক্ষণ, সৌন্দর্য্যাদি দেখি পুনঃ কহে। ব্রজ স্ত্রী সৌভাগ্য যাতে, প্রেম পরবীণ তাতে, তিলেক বিচ্ছেদ যাতে নহে॥ ৫॥

ক্ষণেক বিমর্ষি কহে, গোপী ভাগ্য কেবল নহে, ব্রজ বাসী ভাগ্য সীমাময়। আপন সৌভাগ্য কহি, দর্শন আনন্দ মগ্নি, পুনঃ এক শোক উচ্চারয়॥ ৬॥

শোকঃ॥ মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণ শিশিরং বক্তু চন্দ্রং বহন্তী বংশী বীথী বিগলদমৃত শ্রোতসা সেচয়ন্তী। মদ্বাণীনাং বিহরণ পদং মত্ত সৌভাগ্য ভাজাং মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে॥ ৭৫॥

তাদৃশ্য স্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনানন্দেন সৌভাগ্যাতিশয়ং মত্বা সাশ্চর্য্যমাহ মাধুর্য্যেণ ইত্যাদি। অহো আশ্চর্য্য মৎ পুণ্যানাং পরিণতিঃ পরিণতিঃ পরিপাকোঽয়ং নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে সাক্ষাদ্ভব। অহো মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশী বক্তু চন্দ্রং বংশী কীদৃশং তৎস্বভাব শীতলমপি মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণ শিশিরং।

তথা বংশী বীথীভি স্তম্ম.ৈর্গির্বিশেষেণ গলন্তিযান্যমৃত স্রো.তাং সি তৎ প্রবাহ.ৈস্ত ব্রজদেবীনাং জগচ্চ সেচমস্তৌ তথা মদ্বা লীলাং বিহরণ পদং বিহার স্থানং এব কীদৃশাং মত্তাঃ প্রেমো ন্মত্তাশ্চ তৎ সৌন্দর্য্যাদি বর্ণনাৎ সৌভাগ্য ভাজাশ্চয়াঃ তাসাং তদ্বক্ষ্যতেচ সমৃজ্জৃম্ভা গুম্ফা ইত্যাদৌ॥ ৭৫ ॥

অর্থঃ ॥ সখীহে আশ্চর্য্য মোর পুণ্য পরিপাক। গোবিন্দের মুখচন্দ্র; সকল আনন্দ কন্দ, যাতে হৈতে নেত্রের সাক্ষাৎ ॥ ধ্রু॥

স্বভাব শীতল মুখ, তরুণী নয়ন সুখ, তাতে তার মাধুর্য্য হইতে। দ্বিগুণ শীতল শোভা, মোর লাগে নেত্রে লোভা, অদর্শন তাপ নাশে যাতে ॥ ১ ॥

তাতে বংশীরন্ধ্রদিয়া, ঘন পড়ে বিগলিয়া, অমৃত প্রবাহ কতকত। ব্রজ দেবীগণ আর, আমার অন্তরে আর জগতে সেচয়ে অবিরত ॥ ২ ॥

ঐছে মোর বাণী গণ, লীলা স্থানে মনোরম, কৈছে তাহা শুন মন দিয়া। তাকে বর্ণিবারে মত্তা, তাতে প্রেম উনমত্তা; আছয়ে সৌভাগ্য ভাজাইয়া ॥ ৩ ॥

অথ রাসে নৃত্য গতি, দেখিলেন শীঘ্র অতি; এক অঙ্গ বহু গোপীগণ। হিয়ার মাঝার হৈতে, আধ তিল অনির্গতে; কান্ত্যা চিন্ত্য প্রবাহোচ্ছলন ॥ ৪ ॥

এমতে গোবিন্দ দেখি; বর্ণিতে লাগিলা লেখি, আশ্চর্য্য কহয়ে দুই শ্লোক। কেবল প্রণাম করি; দ্যোতি পুঞ্জ মাত্র বলি, লীলা শুক হইয়া অশোক ॥ ৫ ॥

শ্লোকঃ॥ তেজসেহস্তু নমোধেনু পালিনে লোকপালিনে রাধা পয়োধরোৎসঙ্গ শায়িনে শেষ শায়িনে ॥ ৭৬ ॥

অথ নৃত্য গতিল ঘবে নৈকেন বপুষাশেষ গোপীনাং হৃদয়ং ক্ষণমপ্য নপাগতং অভিভাব্য কান্তি প্রবাহোচ্ছলিতং তং বিলোক্য নির্ব্বক্তু মসমর্থঃ সাশ্চর্য্যং কেবলং নমস্করোতি দ্বাভ্যাং অস্মৈকস্মৈ চিৎ তেজসে তৎ পুঞ্জ রূপায় নমস্কুর্ব্বন্নাহ তেজস ইত্যাদি। তৎপুঞ্জয়ে নমোঽস্তু কীদৃশে রাধাপয়োধরোৎসঙ্গে শায়িতুং নিরন্তরং তন্নিকটে স্থাতুং শীলং যস্য তস্মৈ তস্মাৎ ক্ষণমপ্য নপগতায়েত্যর্থঃ পুনঃ পরিতো বীক্ষ্য সাশ্চর্য্য মাহ তাদৃশায়াঃ পদ্যশেষেষু সমস্তগোপী স্তনোৎসঙ্গেষু শায়িনে তত্তন্নিকটে স্থিতায়নন্নেকস্য কথমেতৎ সম্ভবেদিতি বিমৃশন্ ব্রহ্মমোহন লীলাস্ফূর্ত্ত্যাসা নৈতদাশ্চর্য্য মিত্যাহ একং সপাণি কবল মিত্যাদি দিশা ধেনুপালিনে একেন স্বরূপেণৈবানন্ত গোপাল রূপায়াপি লোকপালিনে লোকান্ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডানি তত্তদুপাস্যে তত্তচ্চতুর্ভুজ রূপেণ তত্তৎ পালিনে। কিম্বা অকারো বিষ্ণুঃ অস্য বিষ্ণোর্লোকঃ বৈকুণ্ঠ লোকস্তৎ পালিনে ॥ ৭৬ ॥

অর্থঃ ॥ সখি হে এইমত কৈলা তেজবরে। নমস্কার রহু সদা কহিল তোমারে ॥ রাধিকার পয়োধর উৎসঙ্গে শয়ন। করিবার শীল যার নিরন্তরোত্তম ॥ তার কাছে ক্ষণে পাছে ত্যাগ ইচ্ছা হয়। এছে চিন্তা যার নিত্য তারে রহু জয় ॥ কহি আর পুনর্ব্বার দেখে চতুর্দ্দিশা। কহে অহে আশ্চর্য্য হে সেহো নহে শেষা ॥ বহু নারী কুচোপরি নিকটেত রহে। তারে বহু বহু নতি করিব কি অহে যদি কহ এক দেহ বহু গোপনারী। সবাসনে কেমনে বা রহয়ে বিহারি ॥ শুন কহি ব্রহ্মা মোহি যার হেন লীলা এক দেহে গোপচয় বৎসচয় হৈলা ॥ আর শুন কহি পুনঃ লোকপাল নাম। যে অনন্ত ব্রহ্ম অণ্ড পালে তার

ধাম॥ বৈকুণ্ঠেত বিষ্ণু যত সে বৈকুণ্ঠ লোক। সদা পালে
সর্ব্ব কালে হেন যে সশ্লোক॥ তার বহু গোপ বধূ সঙ্গে
বহু দেহে। সুবিলাস পরিহাস কি কাজ সন্দেহে। কত
তেই দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গ। গোপী কুচ কুঙ্কুমে
তে চর্চ্চিত সরঙ্গ॥ বেণু বায় অঙ্গ ছায় নাচে মনোহর।
সবিস্ময়ে দেখি কহে পাটি শ্লোকবর॥

শ্লোকঃ॥ ধেনপাল দয়িতা স্তনস্থলী ধন্য কুঙ্কুম
সনাথ কান্তয়ে। বেণুগীত গতি মূলবেধসে ব্রহ্ম
রাকন্দসি মহসে নমো নমঃ॥ ৭৭॥

অথ তৎ কুচ কুঙ্কুম মনোজ্ঞকান্তিং অপূর্ব্ব বেণুং বাদয়ন্তং তং
বিলোক্য সবিস্ময় মাহ ধেনুপাল ইত্যাদি অস্মৈ নমো নমঃ
আদরেবীপ্সা কীদৃশে তাসাং স্তন সম্বন্ধিত্বাদ্ধন্যং যৎ কুচকুঙ্কুমং
তেন সনাথা সবলা অত্যুৎফুল্লা কান্তির্যস্য। সহজ কুঙ্কুম গন্ধব
র্ণানাং তাসাং কুচস্থলত্বাৎ সৌরভ্য কান্ত্যতিশয় প্রাপ্ত্যা তস্য
ধন্যত্বং বিরহেম্লানায়াঃ কান্তেশ্চ তদালিঙ্গনাদি প্রাপ্ত্যানন্দাৎ
ফুল্লত্বং সনাথত্বং তথা বিধাতৃ সৃষ্টাতিরিক্তানাং বেণুগীত
গতীনাং মূলবেধসে প্রথমস্রষ্ট্রে। তদুক্তং সবন স ইত্য গোকল
লং যযুরিতি। কথমস্য তৎসৃষ্টিত্বমিতি বিমৃশন পূর্ব্ববত্তল্লীলা
স্মরণাৎ নৈতচ্চিত্র মিত্যাহ ব্রহ্মরাশীনাং চচ্চতুর্ভুজঃ তাবক বিধি
সমূহানাং মহঃ প্রকাশো যস্মাৎ তস্য বিধাতুঃ কিয়দিদমিতি ভাবঃ
যস্য প্রভেদ্যাদি তদ্ব্রহ্মেত্যনন্ত ব্রহ্মসংহিতোক্তানুসারেণ পরাৎ
পরং ব্রহ্ম চতে বিভূতয়ঃ ইতিশ্রীরাম নুজীয় সিদ্ধানুসারেণ নির্গুণ
ব্রহ্মপুঞ্জং মহঃ কান্তি পুরৌ যস্য ইতি কেচিদ্ব্যাখ্যানস্যস্থিতথৈব
শ্রীগীতাসু চ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ॥ ৭৭॥

অর্থঃ ॥ সখীহে এই কৃষ্ণে নমস্কার মোরে । গোপী বৃন্দ কুচ কুম্ভ কুঙ্কুমাঙ্ক ভোরে ॥ তার স্তনে রহিক্ষণে ধনী-যে কুঙ্কুম । তার নাথ তার গাৎ তারে লভি দূন ॥ সহজেত গোপী যত কুঙ্কুমাঙ্গ কাঁতি । অঙ্গ গন্ধ তারি বন্ধ কুচ সঙ্গে স্থিতি ॥ তাতে হৈতে কুঙ্কুম সে ধনী যবে আইলা । বিরহান্তে পাইলা কান্তে প্রফুল্লত্ব হৈলা ॥ বেণু গান অনুপাম বিধি সৃষ্টি দরে । গান গতি মোহে মতি প্রথম সৃষ্টিরে ॥ কহিতেই বিমর্ষই কৈছে হেন হয়ে । পুন কহে আন নহে এই সত্যময়ে ॥ ব্রহ্ম রাশি হৈলা হাসি ব্রহ্মা মোহিবারে । চত্তুর্ভুজে ব্রহ্মা পুঞ্জে যাতে স্তব করে ॥ বিধাতার বিধি সার কি আশ্চর্য্য হয়ে । তেই ততি মোর নতি গোবিন্দের পায়ে ॥ অত পর হর্ষ ভর পুনঃ ভরে মনে । রাস কেলি ঘটা মেলি আইসে নিজ স্থানে ॥ বেণুগান সহতান দেখিবার তরে । পূর্ব্বে যাহা বাঞ্ছে তাহা কাছে আসি পূরে ॥ দেখে শ্যাম সুখ ধাম আইসে এই রীতে । লীলা শুক পাইয়া সুখ লাগিলা কহিতে ॥

শ্লোকঃ ॥ মৃদুক্বণন্নূপুর মন্থরেণ বালেন পাদাম্বুজ পল্লবেন । অনুস্মরন্মঞ্জুল বেণুগীত মায়াতি মে জীবিত মাত্ত কেলি ॥ ৭৮ ॥

অথ দূরাৎ তৎকেলিং দর্শয়িত্বা বেণুনাদ পূর্ব্বকং স্বসমীপমাগচ্ছন্তং তমালোক্য সমাধি বিঘ্নায়েত্যাদি । বিজয়তাং মমবাণ্ড ময়ং জীবিত মিত্যাদি সাফল্যাৎ সহর্ষং তদাগমনং বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ ইদংমে জীবিতং আত্তকেলি যথাস্যাৎ তথায়াতি কীদৃশং মঞ্জুলবেণু গীতমনুস্মরং নবনব বেণুগীতং স্মারং স্মার

মসৃন্নদিত্যর্থঃ ।পাদকৌমল্যাৎসস্নেহ সখেদ হৃদয়মাহ অহো যৎপাদাম্বুজ পল্লবে নায়াতি কীদৃশা বালেন কোমলেন তথা মৃদুক্বণন্নূপুরং তচ্চগীত স্মরণ মগ্নচিত্তত্বাৎ মন্থরক্ষযত্তেন ॥ ॥ ৭৮ ॥

অর্থঃ ॥ সখীহে আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । রাস কেলি প্রকটিয়া, সর্ব্ব গোপাঙ্গনা লৈয়া, আইসে এই পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

মঞ্জু বেণু গীত গান, স্মৃতি করি পুনঃপুন, সৃষ্টি করি করয়ে গায়ন । নবং ক্ষণেং যাতে শৃষ্টি বিরহনে, কি অপূর্ব্ব দেখি মনোরম ॥ ১ ॥

মৃদু পাদাম্বুজতল পল্লব হৈতে সুকোমল, হায় তাতে কৈছে চলি আইসে৷ মোর নেত্র পদ্মোপরি, ওই পাদাম্বুজ ধরি, আসু জানি কোথা লাগে পাশে ॥ ২ ॥

তাহাতে নূপুর বর, মৃদুশব্দ মনোহর, মন্থর গমন অনুমানি । গানাদি স্মরণ হৈতে, চিত্ত মগ্ন হৈল তাতে এই লাগি মন্থর গতি জানি ॥ ২ ॥

অতঃপর পূর্ব্ব যত, প্রার্থনা করিলা কত, কবে কৃষ্ণ দেখিব নয়ন । উৎকণ্ঠা সফল হৈলা, কৃষ্ণ দরশন পাই লা, হর্ষে পুন কহে মনোরম ॥ ৩ ॥

শ্লোকঃ ॥ সোঽয়ং বিলাস মুরলী নিনাদা মৃতেন
সিঞ্চন্নুদঞ্চিত মিদং মম কর্ণযুগ্মং । আয়াতি
মে নয়ন বন্ধুরনন্যবন্ধো রানন্দ কন্দলিত কেলি
কটাক্ষ লক্ষ্মীঃ ॥ ৭৯ ॥

আভ্যাং বিলোচনাভ্যাং মত্যাদি পূর্ব্বকৃত তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা ন ফল্যাৎ পুনঃ সহর্ষমাহ । সোঽয়মিত্যাদি । সোঽয়ংমে নয়ন বন্ধুরায়াতি । কীদৃশোমে অনন্য বন্ধো নাস্ত্যন্যো বন্ধুর্যস্য কীদৃগয়ং আনন্দেন কন্দলিতঃ প্রফুল্লিতোয়ঃ কেলি কটাক্ষ স্তস্যলক্ষ্মী শোভা যস্মিন্ তথা মম কর্ণযুগ্মং বিলাস মুরলীধারামৃতেন সিঞ্চন । কীদৃশং উদঞ্চিতং তচ্ছ্রোতুমুন্মুখং ॥ ৭৯ ॥

সখীহে সেই কৃষ্ণ আইসে বিদ্যমান । আমার নয়ন বন্ধু যাবিনু না অন্য বন্ধু তেহো আইল সুমোহন ঠাম ॥ ধ্রু ॥

আনন্দে প্রফুল্ল অতি, সুকেলি কটাক্ষ ততি, তার শোভা যার বিলক্ষণ । ওই শোভা দেখিবারে, মোর দিঠি আশা ধরে, যে লাগি তাপিত অনুক্ষণ ॥ ২ ॥

তৈছে বংশী গানামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, সিঞ্চে মোর এই কর্ণ দ্বয়ে । যে ধ্বনি শ্রবণ লাগি, সদা কর্ণ অনুরাগী, দেখ তার লালসা পূরয়ে ॥ ৩ ॥

এত কহি পুনঃ দেহে, পূরব উৎকণ্ঠা যাহে, দরশে বিভ্রম লাগে আঁখি । তাহার সাফল্য হৈল, মনে এই অনুমিল, তাতে শ্লোক পঢে হর্ষ মাখি ॥ ৪ ॥

শ্লোকঃ ॥ দূরাদ্বিলোকয়তি বারণ কেলিগামী
ধারা কটাক্ষ ভরিতেন বিলোকিতেন । আরা
দুপৈতি হৃদয়ঙ্গম বেণুনাদ বেণী মুখেন দশ
নাং শুভরেণ দেবঃ ॥ ৮০ ॥

অথা লোকয়েদদ্ভুত বিভ্রমাভ্যামিত্যাদি উৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সানন্দমাহ দূরাদ্বিলোকয়তীত্যাদি ॥ সোহয়ং বেদ দূরাদেব বিলোকিতেন বিলোকয়তি মামিতি শেষঃ । রাধাং বা কীদৃশীধারাঃ প্রবাহ রূপায়ে কটাক্ষাতৈ ভরিতেন পূর্ণেন পুনঃ কীদৃক বারণবৎ কেলিগামি তথা আরান্নিকটে উপেতি । কীদৃক হৃদঙ্গমায়ে বেণোর্নাদা স্তেষাং যাবেণী পরম্পরা তদ্যুক্তং যন্মুখং তেন উপলক্ষিতঃ কীদৃশা সহজস্মিতে নপসৃমরায়ে দশানাং শুভ্রেষাংস্তাবযস্মিন্ তেন । যদ্বা দশানাং শুভরেণোন লক্ষিতঃ কীদৃশা বেণু নাদ কল্লোল যুক্তে বেণীকৃতং তন্মুখং যেন । তত্র দন্ত কটাক্ষাধর কান্তিধারা গঙ্গাযমুনা সরস্বত্যো জ্ঞেয়াঃ ॥ ৮০ ॥

অর্থঃ ॥ সখীহে লীলাপর সেই কৃষ্ণচন্দ্র । দূরেহৈতে নিজ দিঠি, দেখে রাধা অতিমিঠি, দেখ সখী নয়ন আনন্দ ॥ ধ্রু ॥ কটাক্ষ প্রবাহ রূপা; ধারা পূর্ণ সুধা কূপা, রাধা প্রতি ক্ষেপে অনুক্ষণ । যাহা দেখিবার তরে, উৎকণ্ঠাতে আঁখি মরে, তাহা দিয়া রাখিলা জীবন ॥ ১ ॥

মদমত্ত গজ জিতি, মন্থর২ গতি, নিকটে আসিয়া উপস্থিত । অমৃত প্রবাহ হেন, বেণুনাদ মনোরম, সেহ যেন ত্রিবেণীর রীত ॥ ২ ॥

বেণুনাদ নিজ হিয়ে; সহজেই মন্দস্মিতে, দশন কিরণ যুক্ত কিবা । বেণুধ্বনি সুকল্লোলে, যুক্ত হৈয়া ধারাচলে, ত্রিবেণী মুখে ধরে কিবা ॥ ৩ ॥

দন্তকান্তি মন্দাকিনী, কটাক্ষ যমুনা মানি, বিম্বাধর

কান্তি সরস্বতী । এই ত্রিবেণীর ধারা মুখে বহে শ্রোত পারা, স্নিগ্ধ কৈল মোর নেত্র অতি ॥ ৪ ॥

কহিতেই কৃষ্ণপদে, নেত্র পড়ে অতি সাধে, পূর্ব্বের প্রার্থনা গণ যত । সাফল্য হইল জানি, নিজ ভাগ্যে শ্লাঘ্য মানি, কহে শ্লোক মহামৃত মত ॥ ৫ ॥

শ্লোকঃ ॥ ত্রিভুবন সরসাভ্যাং দীব্যলীলা
কুলাভ্যাং দিশি দিশি তরলাভ্যাং দৃপ্ত
ভূষারদাভ্যাং । অশরণ শরণাভ্যা মদ্ভুতা
ভ্যাংপদাভ্যা ময়মময় মনুকূজদ্বেণু বায়াদি
দেবঃ ॥॥ ৮১ ॥

কিমপি বহতুচেতঃকৃষ্ণ পাদাম্বুজাভ্যা মিত্যাদ্যুৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সোল্লাসমাহ ত্রিভুবন সরসাভ্য মিত্যাদি অয়ময়ং দেবঃ পদাভ্যা মায়াতি কীদৃগ্ভ্যাং অদ্ভুতাভ্যাং অদ্ভুতত্বং ব্যনক্তি ত্রিভুবন সরসমানন্দিতং শৃঙ্গার রস সংজ্ঞলং বাভ্যাং তাভ্যাং দিব্যা যা লীলা মন্তে ভগবতি নিন্দি বিলাসা তৈস্তর ঙ্গলাভ্যাং তৎ প্রচরাভ্যাং তথা নৃত্যগত্যা দিশি দিশি তরলাভ্যাং দিশি দিশি সরসাভ্যা মিতি পাঠে দর্শনে দর্শনে নূতনাভ্যাং দৃপ্তা প্রজ্জ্বলি তায়া নূপুরাদি ভূষা স্তাভিরানন্দয়োযয়োঃ ধরাভ্যা মিতি পাঠে স্পষ্টঃ । অশরণানাং ত্যক্ত গৃহাণা মাসাং গোপীনাং শরণাভ্যাং আশ্রয়াভ্যাং । অয়ং কীদৃক্ অনুকূজদ্বেণ নূপুর ধ্বনিং পাদতালং চালনসারেণ কূজন বেণুর্যস্য অনু নিরন্তরং বা ॥ ৮১ ॥

অস্যার্থঃ । এই না আইসে শ্রীগোবিন্দ। অদ্ভুত চরণদ্বয়, ত্রিভুবনানন্দ ময় তাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ ॥ ধ্রু ॥ কিবা যাতে সশৃঙ্গার, রস সংক্ষালিত সার, সেদুই চরণ

আইসে চলি। দীব্য যেই লীলা অতি, গজেন্দ্র নিন্দিত গতি, তাতে পূর্ণ যেপদ সুবলি ॥ ১ ॥

দেখ নৃত্য গতি যাতে, দিগংচাপল্য তাতে, কিম্বা দৃশে নব নব। উজ্বলচরণদ্বয়, ভূষণ নূপুরাদয়, সেভূষার আদরানুভব ॥ ॥

ত্যক্তগৃহা গোপীগণ, তাহার আশ্রয় স্থান, সেইপদে চলি আইসে পথে। এই হেন পদদ্বন্দ্ব, কৈছে চলে এই সঙ্কে, হিয়া পদ্ম দেই ওতলাতে ॥ ৩ ॥

নূপুরেরধ্বনি আর, নৃত্যগতি পদতাল, অনুসারে বেণু গান যার। কিম্বা নিরন্তর গান, বেণু অতি অনুপাম, তেঁহো আইসে আগেত আমার ॥ ৪ ॥

তবেত সাক্ষাৎ তার, দর্শন আনন্দ সার, সেআনন্দে মগ্ন মন হই। কহে লীলা শুক বাণী, কৃষ্ণ কর্ণ রসায়নী, শুন সবে চিত্ত মন দেই ॥ ৫ ॥

শ্লোকঃ ॥ সোঽয়ং মুনীন্দ্র জন মানস তাপ হারি। সোঽয়ং মদব্রজবধূ বসনাপহারী। সোঽয়ং তৃতীয় ভুবনেশ্বর দর্পহারী সোঽয়ং মদীয় হৃদাম্বুরুহাপহারী ॥ ৮২ ॥

সাক্ষাদ্দর্শন প্রাপ্ত্যা পরমানন্দেন মগ্নঃ সাশ্চর্য্য মাহ সোঽয় মিতি মুনীন্দ্রাশ্চতেজনাঃ ভক্তাশ্চেতি তেষাং নারদাদীনাং হপি মানসতাপং এব সদা ধ্যানে স্ফূর্ত্যাহর্তুং শীলং যস্য সোঽয়ং। তাদৃশোপি মদ যুক্তা গর্ব্বেণ তৎস্বয়ান্ত্যোয়া ব্রজবধ্ব স্তাসাং বসনাপহারীয়ঃ সোঽয়ং তথা তৃতীয় ভুবনেশ্বর স্বর্গে শস্য গিরিধৃত্বা দর্পহারীয়ঃ সোঽয়ং তাদৃশোপি মদীয়া নাম্বা নাং সর্ব্বেষাং হৃদয়াম্বুরুহাপহারীয়ঃ সোঽয়ং ইতি আশ্চর্য্যং। ৮২

অস্যার্থঃ ।। সখীহে সেই কৃষ্ণ দেখি বিদ্যমান। মুনীন্দ্র আর ভক্তজন; নারদাদ্যের যেই মন, তাপ হরে করিলে খিয়ান ।। ধু ।। মদযুক্তা গোপনারী যারে ভৎর্সে গর্ব্ব করি, তা সবার বাস যেই হরে। সেই কৃষ্ণ আইলা এই, যাতে চিত্ত সুখ দেই, বিদ্যমানে দেখহ তাহারে ।। . ।।

স্বর্গেশ্বর ইন্দ্র গর্ব্ব, গিরি ধরি কৈলা খর্ব্ব সেই এই আইলা সাক্ষাৎ। গোপী হৃদি পদ্মহারী আমার চিত্তা বৃজহারী, সেই এই আশ্চর্য্য এবাত ।। ২ ।।

অথ পূর্ব্বে যাহা নিজ প্রার্থ্য তাহা কৃষ্ণচন্দ্র কৈল সে বিধান। আর দেখি রাস মাঝে বৃজাঙ্গনা চিত্তমাঝে যাহা বাঞ্ছে তাহা কৈল দান ।। ৩ ।।

সর্ব্বজ্ঞতা লীলাবেশ, সহজ যে পরমেশ, অনন্য সন্ধানে হৈতে যত। মুগ্ধতা দর্শন হৈতে; আনন্দ বিস্ময় চিত্তে, প্রফুল্লে প্রকাশ কহে বাত ।। ৬ ।।

শ্লোক ।। সর্ব্বজ্ঞত্বেচ মৌগ্ধেচ সার্ব্বভৌম মিদং মহ। নির্ব্বিশন্নয়নং হস্ত নির্ব্বাণ পদম শ্নুতে ।। ৮৩ ।।

পূর্ব্বং যথা যথা স্বপ্রার্থং তং তথা বিধত্ত্বে নাবির্ভাবাৎ রাসে তাসাং হৃদয়েচ্ছা পূরকত্বাচ্চ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ তথা লীলা বিশিষ্ট ত্বেন সহজ পরমৈশ্বর্য্যাদানু সন্ধানান্মুগ্ধতায়াশ্চানু ভবাদানন্দ বিস্ময়োৎফুল্লঃ সন্নাহ সর্ব্বজ্ঞেতি। পূর্ব্ববাদিদং মহো নয়নং নির্ব্বিশৎ তদ্দ্বারা প্রবিশ্য নির্ব্বাণং পরমানন্দ স্তৎপদং হৃদয় মশ্নুতে ব্যাপ্নোতি বিস্ময়েন[স্তব্ধং করোতি হস্ত ইতি আশ্চর্য্যো। কীদৃশং সর্ব্বজ্ঞত্বে মৌগ্ধেচ সার্ব্বভৌম মিতি শ্রেষ্ঠ মিত্যর্থঃ মৌগ্ধ্যো সৌন্দর্য্যেবা ।। ৮৩ ।।

অর্থঃ॥ সখীহে কৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি। মোর আঁখি মাঝে দেখি প্রবেশয়ে অতি॥ আঁখি পথে যাঞা চিত্ত পদ্মম আনন্দ। ব্যাপ্ত হয়ে সবিস্ময়ে স্তব্ধ করে অঙ্গ॥ আশ্চর্য্য না সর্ব্বজনা শ্রেষ্ঠ মহাশয়। রূপপুঞ্জ মনোরঞ্জ তৈছে শ্রেষ্ঠ হয়॥ কহি পুন দেখে দুন কৃষ্ণ মুখ শোভা। নিজ তৃষ্ণা বাঢে সদা হয় মনোলোভা॥ তাতে অতি বিস্ময়িত মন হৈল তার। শ্লোক পঢি হর্ষ ভরে কহে পুনর্ব্বার

শ্লোক॥ পুষ্ণান মেতৎ পুনরুক্ত শোভা উষ্ণেতরা শোচ্ছুদয়ন্মুখেন্দোঃ। দৃষ্টাম্বুরাশিং দ্বিগুণী করোতি যুষ্টাদ্ধয়ং কিঞ্চন জীবিতং মে॥ ৮৪॥

পুনস্তৎ শ্রীমুখশোভায়াঃ সতৃষ্ণয়াশ্চ ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণুত্বমনুভবন্ সবিস্ময় মাহ পুষ্ণানমেতদিত্যাদি। এতৎ কিঞ্চনানির্ব্বচনীয়ং কৃষ্ণাখ্যং মমজীবিতং মুখেন্দোরুদয়াৎ মতৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণী করোতি উষ্ণেতরাং শোর্হি মাংশোস্তদুদয়াদেব পুনরুক্তা ব্যর্থীকৃতায়া শোভা তাং পুষ্ণান্। স্বশ্রীমুখকান্ত্যা ইন্দোঃ শোভাং ব্যর্থীং কৃত্য পুষ্ণন্ তয়বোচ্ছলিতাং বর্দ্ধন্ ইত্যর্থঃ কিম্বা শ্রীব্রজদেবীনাং তদ্দর্শনোচ্ছলিতাং দৃষ্টাং এতাসাং তদ্দর্শনাৎ পুনরুক্তাং ব্যর্থীকৃতাং ম্লানাং শোভাং পুষ্ণানাং স্ফূর্ত্তী বর্দ্ধৎ। মুখেন্দোঃ কীদৃশঃ উষ্ণেতরাং শোরিতি শীতলস্য ॥ ৮৪ ॥

অর্থঃ॥ এই অনির্ব্বাচ্য কৃষ্ণনাম। মোর প্রাণ রূপ ধাম দেখি বিদ্যমান॥ মুখচান্দ চন্দ্র ছান্দ উদয় হইতে। মোর তৃষাসিন্ধু দৃশা কৈল দ্বিগুণীতে॥ চন্দ্রোদয় শোভাচয় ব্যর্থ কৈল যাতে। পুনর্ব্বার শোভা তার উছলয়ে

তাতে ॥ কিবা বুজনারী তার অদর্শনেম্লানী । কৃপাকরি শোভাভরি পূর্ণ কৈলাপুনি ॥ অতিশীত মুখরীত তাপ করে নাশ । মোর হিয়া মুখ দিয়া কৈলা পরকাশ ॥ পুন নিজ ভাব রঙ্গ বিশেষ আশ্রয় । হৈতে হৈল তৃষ্ণাকুল লালসাতে কয় ॥

শ্লোক ॥ তদেতদা তাম্র বিলোচন শ্রী সম্ভা
বিতাশেষ বিনম্র গর্ব্বং । মুহূর্ম্মুরারের্ম্মধুরা
ধরোষ্ঠ মুখাম্বুজং চুম্বতি মানসংমে ॥ ৮৫ ॥

স্বস্য ভাব বিশেষাশ্রয়ত্বাৎ পুনস্তত্রজাতকৃষ্ণঃ সলালস মহ তদেতদাতাম্র ইত্যাদি তদ্বীক্ষিষ্যে তববদনাম্বুজ মিত্যাদৌ পূর্ব্ব প্রার্থিতমে তন্মুরারের্ম্মুখাম্বুজং মেমানসং কর্ত্তৃ মুহু চুম্বতি নেত্র ভৃঙ্গদ্বারানি পীয়াস্বাদয়তি নিজভাবানুসারেণ বিশেষয়তি কীদৃশং মধুরৌ অধরোষ্ঠৌ যত্র তথা আতাম্রয়ো রীষদরুণয়ো র্বিলোচনয়ো র্যা শ্রীঃ শোভা কৃপা কটাক্ষাদি সম্পত্তয়া সম্ভা বিতোবর্দ্ধিতঃ অশেষ বিনম্রানাং ভক্তানা মাসাঞ্চ সৌভাগ্য গর্ব্বো যেন ॥ ৮৫ ॥

অর্থঃ ॥ সখীহে মুরারির মুখাব্জ সুন্দর । মোর মন পুনঃপুন চুম্বে নিরন্তর ॥ নেত্র পথ দিয়া চিত্ত করে আস্বাদন । নিজং ভাব জীব বিশেষ লক্ষণ ॥ সুমধুর ওষ্ঠাধর যাতে বিরাজয় । অ ারুণ দ্বিলোচন তাতে শোভাময় ॥ কটাক্ষ্যাদি কৃপানিধি সম্পদ যাহাতে । নে ত্রদ্বয় সুখময় প্রকাশয়ে তাতে ॥ যত ভক্ত অনুরক্ত আর বুজনারী । সু সৌভাগ্য গর্ব্ব যোগ বাঢায় যা হেরি ॥ সেই সেই অন্ত নাই মাধুর্য্যাব্ধি গণ । তাতে মগ্ধ চিত্তে লব্ধ নাহিক চেতন ॥ প্রেমানন্দে অনুবন্দে সকল পাসরি । কৃষ্ণ দর্শে

রাধা পার্শ্বে নিজ স্ফূর্ত্তি স ির ॥ রাধা তি কহে অতি আ নন্দ আচরি। কৃষ্ণ অঙ্গ পুণ্য গন্ধ উপমা নয় হেরি ॥

শ্লোকঃ ॥ করৌ সরসিজাম্বুজ ক্রমবিলাস শিক্ষাগুরু পদৌবিধুর পাদপ প্রথম পল্লবো . ল্লঙ্ঘিনৌ। দৃশৌ দলিত দুর্ম্মদ ত্রিভুবনোপ মান শ্রিয়ৌ বিলোকয় বিলোচনামৃত মহো মহঃ শৈশবং ॥ ৮৬।

তন্তদনন্ত মাধুর্য্যাদিময়ঃ প্রেমানন্দং বৈঙ্কল্যাৎ সর্ব্বং বিস্মৃতা পূর্ব্ববত্তমন্বেষ্য প্রাপ্ত তদ্দর্শনায়াঃশ্রী বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ পার্শ্বস্থাহং স্ফুর্ত্ত্যাত্তাং প্রতিবহোত স্বসঙ্গিনং কিঞ্চিৎ স্বমিত্রং প্রত্যাহ করোশরদ্দীত্যাদি। লীলা স্বয়ম্বর রসং লভতে জয় শ্রীরিতিবৎ স্বাস্তোদ্গাতং তদঙ্গানা মুপমানঞ্জেতৃত্বমাহ অহো আশ্চর্য্যে পুরো দৃশ্যমানং। পরামৃশ্যমান মহঃ পূর্ব্ববৎ কান্তি পুঞ্জং বিলোকয় কীদৃশং বিলোচনয়োরমৃতং তদ্বৎ তৎ সন্তর্পকং। ক্ষণং বিবর্ণ সবিস্ময় মাহ ইদং শৈশবং কিশোর মিত্যর্থঃ স্বার্থেঽন্ যতোঽ স্য করৌ কীদৃশো তৌ শরদি জাম্বুজানাং ক্রমেণ পরিপাঠ্যায়ে বিলাসা স্তেষাং শিক্ষায়াং গুরুঃ। তথাস্য পাদৌ কীদৃশৌ বিধু র পাদপানাং কল্পপাদ বৃক্ষা পানাং প্রথম পল্লবানাং তত্তদ্ধা নৈ রুল্লঙ্ঘয়িতুং শীলং যয়ো স্তাদৃশৌ তস্য দৃশৌ কীদৃশৌ দলি তানি দুর্ম্মদানি ত্রিভুবনেস্থানি পদ্মানুপমানানি তেষাং শ্রীর্যাভ্যাং তাদৃশৌ ॥ ৮৬।

অস্যার্থঃ ॥ দেখ সখী আশ্চর্য্য গোবিন্দ। কান্তিপুঞ্জ মনোরঞ্জ নেত্রামৃত বন্ধ ॥ কিশোরাঙ্গ নৃত্যরঙ্গ মনোহর ভাতি। নীলমণিকান্তি জিনি অঙ্গ শোভা অতি ॥ সর তের পদম ক্রম সুবিলাস। শিক্ষাগুরু হস্তধরু সর্ব্ব

মনোল্লাস ॥ কল্প শাখী মনমাখি প্রথম পল্লব । পদ দ্বয়ে তাল ডুবয়ে কিবা অনুভব ॥ ত্রিভুবনে উপমানে শো ভয়ে দুর্ম্মদ । দ্বিনয়নে তারে জিনে শ্রীমুখ সম্পদ ॥ পুন র্ব্বার বাহ্য আর অন্তর্দ্দশা নাশি । কামলোভ উপাদক কৃষ্ণ শোভারাশি ॥ দরশন সুখ ঘন মগন মানসে । সে আনন্দে কহে ছন্দে আনন্দ প্রকাশে ॥

শ্লোকঃ ॥ আচিন্বান মহন হনিসা কারাণ
বিহার ক্রমানারুদ্ধা নমরুন্ধতী হৃদয় মপ্যাদ্র্দ্রা
সি তাদৃশীয়া । আতন্বানমনন্য জন্মনয়ন
শ্লাঘা মনর্ঘ্যাং দশা মানন্দং ব্রজসুন্দরী স্তন
তটি সাম্রাজ্যমুজ্জৃম্ভতে ॥ ৮৭ ॥

পুনর্দ্দশাদ্বয়ং বালতঃ স্মরলালসে ৎপাদক তন্মাধুর্য্য বর্ণনা নন্দ মগ্নস্তদেবানন্দং মত্বাহ আচিন্বান মিত্যাদি । তদেবতন্মহ আনন্দং আসম্যক আনন্দো যস্মাত্তদানন্দং সহজুম্ভতে ক্ষণে ক্ষণে নবনবত্বেন প্রকাশতে । পরিতঃ পশ্যান রাধা পয়োধরোৎ সঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ইতিবক্তৎ দৃষ্টাহ । ব্রজ সুন্দরীনাং স্তনতটা এব সাম্রাজ্যং সথদস্থানং যস্য তাসাং তদ্বা তাসু সাম্রা জ্যং যস্যেতিবা তত্রৈব তাদৃশত্বেন সুলভ মিত্যর্থঃ । অতঃকাম প্যনুপমাং দশাং কোটি মন্মথ মোহনীং আতন্বানাং প্রকটয়ন্ত মাধুর্য্য ন্যানন্ত্যা স্বেত্রাভ্যাং হনুভবিতু মসমর্থঃ । কোটি নয়নং প্রার্থয়ন স্বপুংস্ত্বাৎ তত্রাপ্য যোগ্যতা মননাৎ সামান্য স্ত্রীত্বং প্রার্থয়ন্ তত্রাপ্য যোগ্যতাং বিচার্য্য সদৈন্য মাহ । কীদৃশীং তৎ অন্য জন্মানি ব্রজসুন্দরী ব্যতিরিক্তানি জন্মানি তেষু যানি নয়নানি তৈঃ শ্লাঘিতু মপ্যশক্যাং কিমুতানুভাবিতুং অপি ব্রজদেবীভিরেবানুভাব্যা মিত্যর্থঃ বিলাস সৌষ্ঠবং দৃষ্ট্বাহ অহ

ন্যহনি প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং প্রতিনিমেষচ সাকারান্ মূর্ত্তিমতঃ বিহারক্রমান্ তৎ পরিপাটী রাচিন্বানং সুজন্তং এবঞ্চেত্তর্হি তদন্যেজন ভজন্তনাস্বদাসাংস্যত্তু সুখং তিষ্ঠন্তুত্র সোপানত্তমাহঃ অরুন্ধতিতী সহজাত্র স্মিতসায়ৌআদ্র শ্রীশোভা তয়ৈবারুন্ধত্যা অপি হৃদয় মারুন্ধ নং আত্মন্যবরুন্ধ স্থাপয়ৎ। সন্দরুংপুরুষং দৃষ্টা পরুষা অপি তং ঘন্তে অস্যাস্তং শ্লাঘাপি নাস্তি, পতিব্র তানাং শিরোমণিত্বাৎ অন্যা অপীতি কথমন্যোজনঃ সুখং তিষ্ঠেৎ অস্যাস্বর ইত্যর্থঃ। ৮৭॥

অর্থঃ॥ সখীহে সম্যক প্রকারে কৃষ্ণচন্দ্র। ক্ষণেং নবীনতা প্রায় যেই মোহনতা; প্রকাশয়ে পরম আনন্দ॥ কৃ যত ব্রজ নারীগণ, স্তন তটী মনোরম; তাহার সুখদ স্থান যে। কিম্বা হৃচ তটগণ; কৃষ্ণের সুখদ স্থান, তাহাতে সলভ হয় সে॥ ১॥

এইত কারণে কহি; কোন অনুপ দশা নহি; কোটি কাম মোহয়ে তাহাতে। প্রকট করয়ে যাহা, দেখ সখী তাহা তাহা; কিবা সখ না বাঢ়য়ে চিত্তে॥ ২॥

অনন্ত মাধুর্য্য দেখি সবে মোর দুটি আঁখি; তাতে কিবা দেখিব গোবিন্দ। কোটি নেত্র হয় যবে, কৃষ্ণ অঙ্গ দেখি তবে, দুই নেত্র দিল বিধি মন্দ॥ ৩॥

বাহ্য দশা বাসি মনে, আপনে পুরুষ মানে, তাহাতে কহয়ে আর বার। পুরুষের দৃশ্য নহে, অনন্ত মাধুর্য্যচয়ে সামান্যা স্ত্রী বাঞ্ছা হয় তার॥ ৪॥

সামান্য নারীও হৈলে, ও মাধুর্য্য নাহি মিলে, এরূপ

বিচার করি মনে । কহয়ে সদৈন্য করি, বিনা যত ব্রজ নারী, না দেখয়ে যে অন্য নয়নে ॥ ৫ ॥

ব্রজনারী আখি গণ শ্লাঘা পাঞা অনুক্ষণ, দর্শন কর য়ে যে মাধুরী । কহিতেই পনঃ সেই, বিলাসে সৌষ্ঠব যেই, দেখিয়া কহয়ে বলিহারি ॥ ৬ ॥

প্রতি দিনে প্রতি ক্ষণে, প্রত্যক নিমিষ গণে ; মূর্ত্তিমন্ত বিহারের ক্রম । পরিপাটী মনোহর জগতের তাপ হর ; নিরন্তর করয়ে সৃজন ॥ ৭ ॥

তবে যদি বোল হেন, তবে কেন অন্যজন, লোভ করে তাহা দেখিবারে । সে তৃষ্ণা ছাড়িয়া রহু, মাধুর্য্য মাহা ত্ম্য বহু তবে শুন কহিয়ে তোমারে ॥ ৮ ॥

উপালম্ভ মতে কহে ; ঐছে তার স্মিত নহে, পরম কোমল শোভাময় । অরুন্ধতী আদি সতী, হৃদয়ে অবা দ্ধ অতি, তবু রাখে আপনা আলয় ॥ ৯ ॥

কহিতেই নিজান্তরে, লালস আসিয়া ধরে, অতিশয় হর্ষ মানি মনে । কহে মহা ভাগবৎ, লীলা শুক অভিমত সাক্ষাৎ গোবিন্দ দরশনে ॥

তথাহি শ্লোকঃ ॥ তদুচ্ছসিত যৌবনং তরল
শৈশবালংকৃতং মদচ্ছুরিত লোচনং মদন
মন্দহাসামৃতং । প্রতিক্ষণ বিলোড়নং প্রণয়
পীত বংশী মুখং ; জগত্রয় মনোহরং জয়তি
মামকং জীবিতং ॥ ৮৮ ॥

পুনর্লালসয়া সহর্ষ মাহ তদিদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে । সর্ব্বো ৎকর্ষতামেবাহ বিশেষনৈঃ কীদৃশং

কেবল মরুন্ধত্যা অপিতু জগত্রয় মনোহরং উচ্ছলিতং যৌবনং তৎপূর্ব্বাবস্থা যস্মিন্‌ । তথা তরলং শস্বরং কিঞ্চিদবশিষ্যং শৈশবং যাতুনালঙ্কৃতং বিশেষণাভ্যাং কিশোর মিত্যর্থঃ । অতঃ স্মরমদৈঃ ছুরিত ব্যাপ্তে লোচনে যস্য মদনো মুগ্ধো যস্মাৎ তাদৃশো হাস্য এবামৃতং যস্মিন্‌ । অতঃ প্রতিক্ষণং বিলোভনং কণ্ডূতিঙাট প্রত্যয়েন পীতং চুম্বিতং বংশ্যাঃ শুভ গায়া মুখং যেন ॥ ৮৮

অর্থঃ ॥ এই মোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । জয় যুক্ত বস্ত সদা সর্ব্বোৎকর্ষা প্রেমপ্রদা, রাস মাঝে কিশোর নটেন্দ্র ॥ ধ্রু ন কেবল অরুন্ধতী, সতী মনঃ হরে নিতি, জগত্রয় মনো হারি বেশ । প্রথম যৌবনারম্ভ; কৈশোর সংপূর্ণ দম্ভ, তাহাতে মোহিলা সর্ব্ব দেশ ॥ ১ ॥

কৈশোর বয়স সার, প্রতি অঙ্গ অলঙ্কার, এক অঙ্গ শোভা পুঞ্জ হেরি । জগতের নারী যত, কে রাখিবা ধৈর্য্য কত, শ্রুত মাত্র হইল বাউলী ॥ ২ ॥

তাতে কাম মদগণ, ব্যাপ্তে আছে দ্বিনয়ন, তাহাতে চঞ্চল তার গতি । কোটি কাম মোহ করে, হেন হাস্য যেহো ধরে, সেহ হরে অমৃতের রতি ॥ ৩ ॥

প্রতি ক্ষণে মতি লোভা, হেন সে মাধুর্য্য শোভা, যার প্রতি তনুতে বিরাজ । শুকনা বংশীর মুখ, চুম্বি যেহো পায় সুখ, প্রণয়ে পিবয়ে এই কাজ ॥ ৪ ॥

কহিতে তার, প্রত্যঙ্গ মাধুরী সার, স্ফূর্ত্তি হৈলা আসি নিজ মনে । আশ্চর্য্য কহয়ে বাণী, কৃষ্ণ কর্ণ রসায়ণী, লীলা শুক শ্লোক উচ্চারণে ॥ ৫ ॥

শ্লোকঃ ॥ চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং; চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দং। চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং, চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রং ॥ ৮৯ ॥

পুনস্তৎ প্রত্যঙ্গ মাধুর্য্যানন্ত্য স্ফূর্ত্যা সাশ্চর্য্য মাহ। চিত্রং তদেতদিত্যাদি ॥ তৎকৃষ্ণ পাদাম্বুজাভ্যা মিত্যাদিনা প্রার্থিতমে তদস্য চরণারবিন্দং। চিত্র মদ্ভুতং তথা মূর্ত্তিং জগন্মোহনী মিত্যাদৌ প্রার্থিত তদেতস্য বপুশ্চিত্র মদ্ভুতং মুখপঙ্কজং মন সিমে বিজৃম্ভিত মিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতদ্বদনারবিন্দং চিত্র মদ্ভুততরং। তথা প্রফুল্ললোচনাভ্যাং ইত্যাদৌ প্রার্থিতং তদে তন্নয়নারবিন্দং চিত্র মদ্ভুততমং। তদেতৎ সর্ব্বং মম প্রত্যক্ষং জাত মিতি চিত্রং অতিতমাদদ্ভুততমং। বপুরস্ব ইতি পাঠে অস্ব ইতি আশ্চর্য্য দ্যোতকাকাশ সম্বোধনং ইতি ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখীহে এই কৃষ্ণ চরণারবিন্দ। পূর্ব্বে যা প্রার্থনা কৈনু, এই যে সাক্ষাৎ পাইনু, কি অদ্ভুত পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

এই কৃষ্ণ মুখপদ্ম, সকল আনন্দ সদ্ম; বড়ই অদ্ভুত হয় আর। পূর্ণ বাঞ্ছা যত মোর, পূর্ণ কৈলা ভাগ্য তর, দেখিলাউ মুখপদ্ম সার ॥ ১ ॥

তাহা হইতে এই আর, অদভুত তর তার, আখি পদ্ম মনোহর শোভা। পূর্ব্বে প্রার্থিল আমি, হেন বুঝি মন জানি, দরশন দিলা চিত্তলোভা ॥ ২ ॥

তাহা হৈতে অতিশয়, অদভুত তমময়, এই না গোবিন্দ অঙ্গ আগে। যেই কান্তি সুমাধুরী, রেশ বৈদগধি ভরি, প্রার্থনা করিল অনুরাগে ॥ ৩ ॥

পুনঃ দেখে কত দূরে, রাই কৃষ্ণ কেলি করে গোপ বধূ চুম্বে আলিঙ্গনে। ক্ষণেক বিস্ময় পাঞা, কহে মনে বিচারিয়া, এ অতি আশ্চর্য্য নহে মনে ॥ ॥

শ্লোকঃ ॥ অখিল ভুবনৈক ভূষণ মধি ভূষিত
জলধি দুহিতৃ কুচকুম্ভং। ব্রজযুবতি হার
বল্লবীমরকত নায়ক মহামণিং বন্দে ॥ ৯০ ॥

পুনঃ কিয়দ্দূরে স্থিত্বা তাভিঃ সহ চুম্বনালিঙ্গনাদিভি বিলসন্তং তমালোক্য বিস্মিতঃ সলক্ষণং বিচার্য্য অস্য নৈতদাশ্চর্য্য মিত্যাহ অখিল ভুবনৈক ইত্যাদি। এতাদৃশ অমুং বন্দে ন কেবলং ব্রজ স্যৈ কিন্তু অখিলানাং ভুবনানাং একং শ্রেষ্ঠং নীলমণি রূপং ভূষণং তদ্বৎ স্থিতং তদুক্তং শ্রীজয়দেবৈঃ ত্রৈলোক্য মৌলিস্থলী নেপথ্যোচিত নীলরত্ন রূপ মিতি। তথা বিভূষিতা বিষ্ণ্বাদি রূপেণ পাদসম্বাহন পরাণাং লক্ষ্মীণাং স্বপাদ স্পর্শেন কুচকুম্ভ যেন আসাং সর্ব্বাসাং তু নায়ক মণিবৎ কণ্ঠস্থিত মিত্যাশ্চর্য্যং যদ্বা নন্দীশস্য প্রকাশ ভেদেন নৈতচ্চিত্রং যতোঽখিলানাং বৈকুণ্ঠানাং একং ভূষণং স্বয়মেব তদ্রূপেণ তেষু স্থিতং। তথা বিভূষিতা স্তন্তং প্রেয়সীনাং লক্ষ্মীণাং কুচ কুম্ভায়ে লক্ষণং বিমৃশ্য নৈতৎ প্রকাশাভেদ ইত্যাদি। আসান্তু একেন বপুষৈব নায়ক মহামণিং তচ্চিত্রমেব তদ্বন্ধন মেব নতু বিচার্য্য মিত্যর্থঃ। অথবা যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি দিশাং স্ব মাধুর্য্যেণ তাসাক্লব্যাধি ভুবি উষিতৌ বিরহ বহ্নি জ্বালয় তাপিততো তস্যাঃ কুচ কুম্ভৌ যেন উপদাহে ॥ ৯০ ॥

অর্থঃ ॥ দেখ বিচারে নাহিক প্রয়োজন। এই কৃষ্ণ

রূপ রাশি, যাতে নিন্দে কোটি শশি; বন্দি মাত্র না যায় বর্ণন ॥ ধ্রু ॥

সর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা হার, লতা মাঝে মনোহর; মরকত মণি সুনায়ক । কেবল ইহাও নহে, আর দেখ২ ওহে, সাক্ষাৎ আছয়ে পরতেক ॥ ১ ॥

চৌদ্দ ভুবনের শ্রেষ্ঠ, সকলের মহাইষ্ট, নীলমণি ভূষণ আকার । যত ব্রজ নারীগণ নিরুপম গুণ গণ; বক্ষ স্থলে বসতি যাহার ॥ ২ ॥

জলধি দুহিতা যত, লক্ষ্মী গণ আছে কত, বিষ্ণু রূপে পাদ সম্বাহয়ে । নিজ পাদ স্পর্শে তার, অচঞ্চল মনোহর, যেই তার সদাই রহয়ে ॥ ৩ ॥

অখিল বৈকুণ্ঠ গণ, প্রকাশাদি মনোরম, বিষ্ণু রূপে যে করে বসতি । তাহার প্রেয়সী যত লক্ষ্মী গণ অবিরত, তার কণ্ঠে মণিরূপে স্থিতি ॥ ৪ ॥

কিম্বা লক্ষ্মী গণ যত; যে আকর্ষে অবিরত, বেণু গান করি মনোরম । তার অচঞ্চলে সদা, তাপ দেন অবিরতা তারে মুই করউ বন্দন ॥ ৫ ॥

অত পর রাধা সনে; আর গোপাঙ্গনা সনে, করে কৃষ্ণ লীলা সবিস্ময় । সে শোভা দেখিয়া লীল, শ[illegible] অতি সুখ পাইলা, হর্ষভাবে শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৬ ॥

শ্লোকঃ ॥ কান্তা কচগ্রহণ বিগ্রহ লব্ধলক্ষ্মী খণ্ডাঙ্গ রাগ নবরঞ্জিত মঞ্জুলশ্রীঃ । গণ্ডস্থলী মুকুর মণ্ডল খেলমান ঘর্ম্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি কৃষ্ণ দেবঃ ॥ ৯১ ॥

অথ শ্রীরাধয়া সর্ব্বাভির্বা কৃত লীলা বিশেষস্য তস্য [illegible] বিশেষং বিলোক্য সহর্ষ মাহকান্তা কচ ইত্যাদি কৃষ্ণদেবঃ ক্রীড়ন কৃষ্ণঃ কিমপি গুম্ফতি মাধুরী সুমানা মানাং গ্রথ্নাতি। কীদৃশঃ কান্তায়া স্তাসাং বাসালিঙ্গন চুম্বনাধর পানার্থং যৎ কচ-গ্রহণং তত্র হটম্ মিতাভ্য ভাবেন হস্তাদি ক্ষেপেণ নিবারয়ন্ত্যা তয়া তাভি র্বাসহ যোবিগ্রহ স্তেন লব্ধাঃ শ্রীদঙ্গেলগ্ন স্বেতেচ লক্ষ্মীঃ শোভা স্তদ্যুক্তাশ্চ মধ্যপদ লোপী সমাসঃ। খণ্ডাঃ খণ্ড খণ্ডঃ শ্চঙ্গদৃশঃ। তস্যা স্তাসাং বাসিন্দূর কুঙ্কুম চন্দনাভ্যঙ্গ রাগানাং যেনবাতৈ রঞ্জিতা অতোঽতি মঞ্জুলা শ্রীশোভা যস্য তেন বিগ্রহেণ লব্ধায়া লক্ষ্মী স্তয়া তদঙ্গ সঙ্গেন খণ্ডাঃ কুচিৎকুচিৎ খণ্ডিতায়ে কুঙ্কুমাদি নিজাঙ্গ রাগা তেষাং নবৈশ্চ রঞ্জিতা স্বভাব মঞ্জুলা শ্রীযস্যেতিবা তথা গণ্ডস্থল ভাবেব সুন্দর মণ্ডলে তয়োঃ খল স্নানাঘর্ম্মাঙ্কুরাঙ্কমুখা প্রস্বেদ কণাযস্য। যদ্বা তস্যা নর্ম্ম ভর্জিত স্তাসাং জেতুং নর্ম্ম প্রহেলনাদি রূপং কিমপি গুম্ফতি ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ ॥ ক্রীড়ারত এই কৃষ্ণচন্দ্র। কোন সুমাধুরী ফুলে মালা গাঁথি মনোহরে দরশনে কে নহে আনন্দ ॥ ধ্রু

চুম্বনালিঙ্গনাধর পান লাগি সুচঞ্চল, কান্তা কচ করিতে গ্রহণ। করে কর বারে রাই হটমিত ভাব পাই তাতে যুদ্ধ দুহেঁ সুমোহন ॥ ১ ॥

কিম্বা রাই জিনিবারে· বাক্য কহে মনোহারে· বাক্য মালা গাঁথে মনোহর। কহিতে দেখয়ে আর, অঙ্গ রাগ লাগে তার· অঙ্গ নিজ অঙ্গ নিজ ভর ॥ ২ ॥

এরূপ কলহ কেলি· করে হস্ত ঠেলা ঠেলি, তাতে কান্তা উরোজ কুঙ্কুম। সিন্দূর চন্দন যত, খণ্ড২ নবমত কৃষ্ণ অঙ্গে লাগে মনোরম ॥ ৩ ॥

গোবিন্দের অঙ্গরাগ কুঙ্কুম চন্দন দাগ, লাগে যত অঙ্গে রাধিকার। রাই অঙ্গে ও অঙ্গরাগ, দুহু ছিন্ন ভিন্ন ভাগ, এশোভার না পাইয়ে পার॥ ৪॥

রতি যুদ্ধ শ্রমজল, ভরে দুহু কলেবর, ঘর্ম্মাঙ্কুর গণ্ডে খেলে সমে। গণ্ড স্থল সুদর্পণ, তাতে ঘর্ম্ম বিন্দু গণ, মাধুরী গ্রহণ মনোরমে॥ ৫॥

এই রূপ অন্ত নহে, বিশেষ মাধুর্য্য তাহে, দেখিয়া আশ্চর্য্য করি কহে। কর্ণামৃত কথা এই, অমৃত হৈতে সুধা যেই, শুনি কৃষ্ণ কস্তু সুখী যাহে॥ ৬॥

শ্লোকঃ॥ মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো র্মধুরং
মধুরং বদনং মধুরং। মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদ
হো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥ ৯২॥

তাদৃশানন্ত তত্তন্মাধুর্য্যেণ বিশেষাননুভূয় সাশ্চর্য্য মাহ। মধুর মিত্যাদি। অস্য বিভোর্বপুর্ম্মধুরং মধুরং অতি সুমধুর মিত্যর্থঃ পুনঃ শ্রীমুখ মালোক্য স্বশিরশ্চালন মাহ। বদনন্তু মধুরং মধুরং গতিতরাং সুমধুর মিত্যর্থঃ। তত্র স্মিত মনুভূয় সশীৎকারং তন্নির্দ্দেশক তর্জ্জনীচালন পূর্ব্বক মাহ এতন্মৃদু স্মিতন্তু মধুরং মধুরং মধুরং অতি তমাং সু মধুর মিত্যর্থঃ। কীদৃশং মধুগন্ধি মধু সৌরভ যুক্তং মুখাম্বুজস্য মকরন্দ রূপত্বং সর্ব্ব মাদকমি ত্যর্থঃ সুরতে কৃত মধপানত্বং তদীশ কাঙ্ক্ষিবা॥ ৯২॥

কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর। মধুর হৈতে সুমধুর বহেচন্দ্র যেয়োম্না পূর ত্রিভুবন যাহাতে উজোর॥ ধ্রু॥

কহিতেই মুখচন্দ্র, দেখি পুন হাসে মন্দ, শির ঢুলাইয়া কহে বাণী। মুখ অতি মনোহর; তাহা হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর মানি॥ ১॥

কহিতেই দেখে স্মিত, অলৌকিক তার রীত, স্মিত কথা কহন না যায় । মুখাব্জে বহয়ে গন্ধ, যাতে গোপ নারী অন্ধ, কৃষ্ণ মুখ সুমাধুর্য্যময় ॥ ২ ॥

কহিতেই কৃষ্ণ বেশ, দেখয়ে মোহন দেশ, তাহা দেখি কহে পুনর্ব্বার । কৃষ্ণ কর্ণামৃত কথা, শুন ছাড় অন্য বার্ত্তা, যাতে সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার ॥ ৩ ॥

শ্লোকঃ ॥ শৃঙ্গাররস সর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছ বিভূষণং ।
অঙ্গীকৃত নরাকার মাশ্রয়ে জগদাশ্রয়ং ॥ ৯৩ ॥

তস্য তদ্রসাবেশং বিলোক্যাহ ইদং শৃঙ্গারশ্চাসৌ রসশ্চেতি রসরাজত্বং রসানাং সর্ব্বস্বঞ্চ যস্তদাশ্রয়ে । ননু সত্তাবন্মূর্ত্তি স্তত্রাহ স্তবনং তৎস্থ জীবচর আশ্রয়োযস্য তাদৃশো হপ্যঙ্গীকৃত নরাকারোযেন নরাকার ইতি পাঠে স্বীকৃতো নূতনাকারো যেন তত্র সঞায়ং মূর্ত্তিমানিত্যর্থঃ । তদুক্তং শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিত্যত্র কীদৃশং শিখিপিঞ্ছ বিভূষণং । যদ্বা শিখিপিঞ্ছ বিভূষণ মমু মাশ্রয়ে । কীদৃশং স্বস্বরূপেণাঙ্গীকৃতঃ সদা গৃহীতো নরাকারো যেন । তত্র হেতুঃ ব্রহ্ম মোহনে তৎ স্বরূপেণৈব ভুবনানাং তত্তদ্বৈবস্থানাং তত্তদ্রূপাণাম আশ্রয়ং । তস্মিন্নেবোৎপন্ন প্রণীতত্বাৎ তেষাং তাদৃশ মপি শৃঙ্গার রসএব সর্ব্বস্বং যস্য তাদৃশং চ তস্য সর্ব্বস্বং বা ॥ ৯৩ ॥

অস্যার্থঃ ॥ এই যে শৃঙ্গার রসরাজ । যত আছে রস গণ তাহার সর্ব্বস্ব ধন, আশ্রয় লইনু এই কাজ ॥ ধ্রু ॥

কেবল যে সেহ নহে, আর কহি শুন ওহে, অখিল ভুবনে জীব যত । তাহার আশ্রয় যেই, এতাদৃশ হৈয়া সেই, নরাকার হৈল অঙ্গীকৃত ॥ ১ ॥

নরাকার শব্দে কহে; নূতন আকার ময়ে, সর্ব্ব ক্ষণে স্বীকার যাহার। কেবল নবীন রূপ, সদা নবনব ভূপ; মূর্ত্তিমান তুল্য নহে আর ॥ ২ ॥

শিখি পিঞ্ছ বিভূষণ, গোপ বেশ সুমোহন, ব্রহ্মার মোহন কৈলা যে। অনন্ত বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রহ্মা রুদ্র গণ সাথ ইন্দ্রাদির একাশ্রয় সে ॥ ৩ ॥

এতেক বৈভব যার, নিকটাগমন তার দেখি লীলা শুকের আনন্দ। উন্মত্ত হইয়া বোলে; আনন্দ সাগরে ডোলে; অত্যাশ্চর্য্য করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ৪ ॥

শ্লোকঃ ॥ নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি নিদর্শ
নায়ঃ চিত্তে তথোপনিষদাং সুদৃশাং সহস্রং।
সত্বং চিরান্নয়নয়োরনয়োঃ পদব্যাং, স্বামিন্
কদানু কৃপয়া মমসন্নিধৎসে ॥ ৯৪ ॥

অথ স্বসমীপমাগতস্য তাদৃশস্য তস্য সাক্ষাদ্দর্শন প্রাপ্ত্যানন্দোন্মত্তঃ সাশ্চর্য্যতামেব পৃচ্ছতি। নাদ্যাপিত্যাদি। হে স্বামিন্ ব্রজবধূ দৃশ্যাদৃশ্যমিত্যাদ্যানুসারেণ আসন্নোবে দৃশ্যস্ত্বমীদৃশঃ কস্মান্ কৃপয়া মম নয়নয়োঃ পদব্যাং সন্নিধৎসে নু আশঙ্কায়াং। ননু পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তিরেবেয়ং তদেতত্র সবিস্ময়মাহ চিরাদ্বহুকালং কাপ্যাত্তঃ স্ফূর্ত্তির্নেয়মিত্যর্থঃ। ননু সত্যমীদৃশোহনন্যা গোচরঃ কিন্তু ভবতাদৃশ ভাবাদ্দৃষ্টোস্মি কিমত্র চিত্রমিত্যাহ অনয়োঃ প্রাকৃত পুরুষ দেহাঙ্গ বিশেষয়োরিতি দুর্ঘটমে তদিত্যর্থঃ ননু ভবতুতে প্রাকৃত পুংস্ত্বং তেন কিং এতদ্ভাবেন এবযস্য কৃপস্যাপ্যাহং দৃশঃস্যাং তত্র সম্ভিযঃ শিরশ্চালনং কৈমুতিক ন্যায়েনাহ সুদৃশাং বেণুনাদ মত্ত ব্রজযুবতি সুন্দরীণাং তথোপনিষদায়ুপি সহস্রং অপিযস্য তব তদঙ্গানাং চ সাক্ষাদ্দর্শনং তাবদ্দুষ্প্রেণুস্তু

তন্নিদর্শনায় সাদৃশ্য দর্শনায়াপি কিমপি কদাপি চিত্তেপি অদ্যাপি নপশ্যতি যদা উপানিষদাং সহস্রং তথা তাদৃশেন ভাবেনাপি নপশ্যতি। ননুত্তাঃ অমূর্ত্তাং কথংপশ্যন্তু তত্রাহ সুদৃশামপি তথা তেন প্রকারেণ তৎ প্রাপ্ত্যর্থঃ সুদৃশঃ সত্য স্তপশ্যন্তীনামপি ইত্যর্থঃ তথাভিগোপ সুন্দরীভিরেব দৃশ্যাস্তং যয়া কৃপযা মম সাক্ষাদ্ভূতোহসি সাকেত কথ্যতামিতি ভবঃ ॥ ৭৪ ॥

অর্থঃ। ঐছে এই করুণা তোমার। ব্রজবধূ নেত্রোৎপলে দৃশ্য তুমি নিরন্তরে, মোর নেত্র আগে দেখা তার ॥ ধ্রু ॥

এত কহি চিন্তে মনে পূর্ব্বে যৈছে বিস্ফুরণে তৈছে স্ফূর্ত্তি দেখি কিবা আমি। পুনঃ কহে সেহো নহে; বহু কাল ব্যাপি রহে, তেই বুঝি কৃষ্ণ আইলা জানি ॥ ১ ॥

মনে ইহা উটঙ্কিয়া, কহে অতি হর্ষ পাঞা, অয়ে কৃষ্ণ যদি বল হেন। অন্য নেত্র দৃশ্য নহি; তুমি গোপী ভাব ময়ীঃ তেই তোরে দেখা দিল যেন ॥ ২ ॥

তবে শুন তার কথা, প্রাকৃত পুরুষ এথা, মোর দেহ এই বিদ্যমান। পুরুষের দুর্ঘটন; এই রূপ দরশন, এই লাগি হয় স্ফূর্ত্তি ভান ॥ ৩ ॥

তবে যদি বল হেন; পুরুষ দেহ নও কেন তাহাতেই ক্ষোভ হৈল কিয়ে। গোপী ভাবে যেই ভজে, তারি দৃশ্য আমি ব্রজে; তবে শুন তদুত্তর দিয়ে ॥ ৪ ॥

বক্র করি শির চালি কহে ন্যূনাধিক বলি, শুন ওহে ব্রজধন। বেণুনাদ মত্তা যত; ত্রিজগত নারী কত, তথা কত মুনি কন্যা গণ ॥ ২ ॥

সহস্রে সহস্রে কত· ধায় যেন উনমত· তোমা দেখিবার আশা করি । সাক্ষাৎ তোমার দেখা থাক তাহা পাবে কোথা; চিত্তেহ না পায় দেখা শারি ॥ ৩ ॥

যদ্বা উপনিষদাদি· সহস্র সে ভাব সাধি· অদ্যাপি না দেখে এই রূপ । তবে যদি বল সেই অস্ফূর্ত্তি সকল যেই কেমনে দেখিবে সেই রূপ ॥ ৪ ॥

কহি শুন তেকারণে· যত গোপাঙ্গনা গণে· নয়নের দৃশ্য তুমি সদা । তবে যে সাক্ষাৎ হৈলা· কিবা কৃপা প্রকাশিলা· কহ মোরে সে নিয়ম কথা ॥ ৫ ॥

এই মতে পুনর্ব্বার· দেখে শোভা মনোহর· গোবিন্দের শ্রীমুখ কিরণ । সৌষ্ঠব বর্ণিতে চাহে; বর্ণনা সে নাহি হয়ে; সংশয়ে পৃছয়ে সেই ক্ষণ ॥ ৬ ॥

শ্লোকঃ ॥ কেয়ং কান্তি কেশবত্বন্মুখেন্দোঃ
কোঽয়ং বেশঃ কাপি বাচাম ভূমিঃ । সেয়ং
সোঽয়ং স্বাদতা মঞ্জুলিস্তে ভূয়ো ভূয়োভূয়
শস্ত্বাং নমামি ॥ ৯৫ ॥

পুন স্তাদৃশ শ্রীমুখকান্তিং বেশসৌষ্ঠবং চ দৃষ্টা তদ্বর্ণয়িতু মদ্যত স্তদশক্ত্যা স চমৎকার সংশয়ং তং পৃচ্ছতি । হে কেশব স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশরচিত চূড় ইয়ং ত্বন্মুখেন্দোঃ কান্তিঃ কা অয়ং বেশশ্চ কঃ ননু পূর্ব্বং ত্বয়াবর্ণিত ভাবিমৌ তত্রাহ অয়ময়ং চ কাম্য নির্ব্বাচ্যা বাচাভূমিঃ নেমৌ তদ্গোচরা বিত্যর্থঃ যদ্বা ইয়ং কাপ্য নির্ব্বাচ্যা অয়ং বাচামভূমিঃ ননু বর্ণনে শক্তি র্নচেত্তর্হি চক্ষুর্মনোভ্যা মাস্বাদয়েতি তথা চিকীর্ষু স্তদশক্ত্যা সং নিশ্চয় মাহ সেতি সানাদ্যাপীত্যাদি রীত্যা শ্রুদ্ধৈর্ম্মশক্ত্যা গোপীভিরেবাস্বাদ্য ইয়ময়ঞ্চ সতাদৃশঃ স্বয়মেবাস্বাদতাংসেব

ত্বদ্বনর্ণেনাস্বাদনাশয়া প্রয়োজন মত স্তেত্ত্য মঞ্জ‌ুল রস্ত ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শঃ ত্বাং নমামি কিম্বা তল্লুব্ধঃ সকাতর্য্য ম.স্ত তুভ্য মঞ্জলিরস্তু মুহুস্ত্বাং নমামি ইমৌ আস্বাদতাং মহ্যমিত শেষ অস্তর্নিজার্থাজ্ঞেয়ঃ । যথেমৌ মন্নাস্বাদ্যৌ ভবতঃ তথা ত্বর্ম্মিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

অর্থঃ ॥ কেশব তব স্নিগ্ধ কেশ চূড় । এতব মুখেন্দু কাঁতি কি এই মোহন ভাতি কিবা এই বেশ সুমধুর ॥

যদি বল পূর্ব্বে তুমি, বর্ণনা করিলা জানি, সেই মুখ চন্দ্র সেই বেশ । তবে শুন তাহা কহি, এই কান্তি বেশ যেই, অনির্ব্বাচ্য বাণী বর্ণা লেশ ॥ ১ ॥

যদি কহ বর্ণিতে নার, মনো নেত্রাস্বাদন কর, তাতে শক্তি নাহি তাহা শুন । মোর নেত্র স্বাদন নহে, গোপী সদা আ[illegible]াদয়ে, মুখ কান্তি বেশ সুখে দুন ॥ ২ ॥

আপনি আস্বাদ কর, মোর বুদ্ধি হৈল জড়, বর্ণনা আস্বাদে যেই আশা । তাহাতে নাহিক কাজ, তোমাকে তাহার কাজ, রহু পুনঃ পুন নতি ভাষা ॥ ৩ ॥

কিম্বা তোহে নমস্কারি, মোরে বহু কৃপা করি, যদি আসি দিলে দরশন । তবে মোর নেত্র মনে, আস্বাদ করা ও ক্ষণে, পুনঃ পুন করি নতি গণ ॥ ৪ ॥

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজ কর্ণামৃত বন্ধ, লীলা শুক করেন বর্ণন । অদর্শনে দুঃখ দৈন্য, দর্শনে আনন্দ জন্য, উনমাদ প্রলাপ বচন ॥ ৫ ॥

তাহা পুনঃ শুনিবারে কৃষ্ণচন্দ্র সাধ করে, অতিশয় আনন্দিত হৈয়া । লীলা শুক বর্ণিতে নারে, নমস্কারি মৌন ধরে, কৃষ্ণ কহে সে রীত দেখিয়া ॥ ৬ ॥

শুনিবারে সে বর্ণন, সমুদাদি বিলক্ষণ, তার লাগি তার সনে শ্যাম ঈশ্বরান্তর ভজন, কন্দে মন্দ সব প্রার্থন ভাব নিষ্ঠা করে উদ্ঘাটন ॥ ৭ ॥

এই রূপ বিবাদ করি, স্থাপি নিজ বাক্যাবলি, কৃষ্ণ সনে সেই লীলা শুক। কহয়ে বিবাদ যেই, কৃষ্ণকর্ণামৃত সেই, শুন সবে পাবে প্রেম সুখ ॥ ৮ ॥

সে সব শ্লোকের কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা; শুন সবে এক মন করি। একান্ত লক্ষণ যাতে; নিষ্ঠা হয় শুদ্ধ মতে, হেন বাণী অতি সুমাধুরী ॥ ৯ ॥

প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলা শুক বলি; চন্দ্র পদ্ম আদি করি যত। মোর মুখ বপু যত, বর্ণিলা উপমা কত এবে কেনে না বর্ণ সে মত ॥ ১০ ॥

ইহা শুনি লীলা শুক, অন্তরে পাইলা সুখ; কৃষ্ণ পদ নখ নিরীক্ষয়া সে শোভাতে মগ্ন মন; গ্রন্থারম্ভে যে বর্ণন সেই রূপ শ্লোক পঢ়য় ॥ ১১ ॥

শ্লোকঃ ॥ বদনেন্দু বিনির্জ্জিতঃ শশী দশধা
দেবপদং প্রপদ্যতে। অধিকাং শ্রিয় মশ্নুতে
তরাং তব কারুণ্য বিজৃম্ভিতং কিয়ৎ ॥ ৯৬ ॥

অথ তস্য স্বকর্ণামৃত রূপাস্বাদন দুঃখজ স্বদর্শনানন্দজোন্মাদ প্রলাপ শ্রবণানন্দিনা তদ্বর্ণনাশক্ত্যা নমস্কৃত্য মৌন মাস্থিতং তং দৃষ্টা পুনস্তদুক্তি শুশ্রূষণাচ্চ মুখাদি বর্ণনে ঈশ্বরান্তর ভজন বর প্রার্থনাদ্যাজ্ঞয়া তত্তৎ স্থাপনয়াচ প্রেমনিষ্ঠাদিক মুদ্ঘাটয়িতুং বিবদমানেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিবদমানঃ সপ্তদশ শ্লোকী মাহ বদনেন্দু ইত্যাদি তত্র প্রথমং অমী লীলা শুক চন্দ্রপদ্মাদি হ্যুপময়া কিমিতি মুখাদ্যঙ্গং মবর্ণয়দীতি তদ্বাক্যাৎ কৃষ্ণ

বিমৃশ্য লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয় শ্রীরিতি বক্তান্ যোগ্যান্ মত্বা শ্রীচরণার বিন্দে দৃষ্টিং ক্ষিপন্ কৈমুত্যেন ভঙ্গীপূর্ব্বকমাহ হেদেবায়ং শশী অখণ্ড নির্ম্মলোজ্বলত্বদ্বদনেন্দোঃ উদয়েনৈব স্বপরাজয়ং মত্বা শ্রীল স্বস্ব রূপেণ দশধাত্মানং কৃত্বাতে পাদং প্রপদ্যতে অদ্যাপি সেবতে দেবস্য তব পাদংবা ননু ভদ্রং নখা নেব তথা বর্ণয়েত্যত্র নহিনহীত্যাহ অধিকামিতি অত্র তৎকারুণ্যেন্যাধিকাং শ্রিয়ং তত্তদ্গুণসম্পত্তিং মন্নুতেতরাং মুহুঃ পাপ্নোতীত্যর্থঃ নখেন্দু চন্দ্রয়োর্নির্দ্দোষ সদোষত্ত্বেন মহদ্বৈষম্যাৎনন্বে তৎপ্রাপ্তিরেব মে করুণেতি সশঙ্কমাহ ইদং তব কারুণ্য সিন্ধূনং বিজৃম্ভিতং কিয়দল্পং তৎকণি করুণয়ৈকেবেত্যর্থঃ । অতোযোহয়ং খস্থ শশী সত্তেনখ সাম্যোপ্য যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

অস্যার্থঃ ॥ হে দেব এই তোমার মুখচন্দ্র কাজে। অখণ্ড নির্ম্মলোজ্বল, উদয়ে চন্দ্র সবিকল, তব মুখে জয় দেখি লাজে ॥ ধ্রু ॥

দশ খান করি অঙ্গ, সেবে নখ পদচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া দশ রূপে। অদ্যাপিহ তব পদে, সেবা করে অবিরতে দেখ এই করুণার ভূপে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল এবে, শশি তুল্য করি তবে পদনখ কর হে বর্ণন। তাতে কহে নহি নহি শুন আমি যেই কহি, নখ তুল্য নহে চন্দ্র গণ ॥ ২ ॥

তোমার করুণা হৈতে, বহু শোভা পাইল যাতে সে শোভাতে এচন্দ্রের শোভা। নখেন্দু নির্দোষ ময় এই চন্দ্রে দোষোদয় তেই তার সম নহে শোভা ॥ ৩ ॥

তবে যদি বল হেন, আমার করুণা যেন, অতিশয় সমুদ্র

আকার। তার কিয়ে এই ফল, তবে শুন কহি বোল; এক ক্ষুণা অতি কল্পতর ॥ ৪ ॥

এলাগি গগণ শশি, সাম্যেতে অযোগ্যবাসি, এই আমি কহিল নিয়ম। এই রূপে কৃষ্ণ সনে; করে বাদ বাণী গণে, হৈয়া অতি হরষিত মন ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ কহে শুন ওহে, তুমিত অবিজ্ঞ যাহে, দর্প করি কর এই বাণী। বহু গুণ যাতে হয়, এক দোষে দোষী নয়, মৃগাঙ্কে কি চন্দ্র দোষ গণি ॥ ৬ ॥

চন্দ্র বা পদ্মের সম, মুখ না বর্ণহ কেন; তাহাতে বা কিবা দোষ হয়। এত শুনি কৃষ্ণ সনে বিবাদ করিয়া ভণে ভঙ্গি করি মনোসুখে কয় ॥ ৭ ॥

শ্লোকঃ ॥ তত্ত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজ তুল্য কক্ষং,
বাচামবাচি ননু পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দোঃ। তৎ
কিংব্রুবে কিমপরং ভুবনৈক কান্ত, বেণু ত্বদা
ননং মনেন সমংনু যৎস্যাৎ ॥ ৯৭ ॥

নন্বয়ে ত্বং বাগ্মোসি একোহি দোষে গুণঁ সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্ক ইতি তৎসামান্যেন পদ্ম সাম্যেন বা মন্মুখং কিংবর্ণয়সীত তেন সহ বিবদমানো ভঙ্গ্যাহ তৎত্বন্মুখ ইত্যাদি তন্নিরুপম মেবে তন্মুখং অম্বুজং তুল্য কক্ষায়াং যস্য তাদৃশং কথং ভবেৎ ননু কিমত্র দূষণ মিত্যত্র চন্দ্রস্য দোষ স্তরং বদন্ পাদ্মসপ্যত্তিতরং দূষয়তি পর্ব্বাণ পর্ব্বাণ দর্শে দর্শে ইন্দো র্য্ন্ত বতি তদ্বাচামবাচ্যঃ সংক্ষয়ঃ স্যামাঙ্গনাদ্বাগ্বিষয়েহপি, কত্ত মযোগ্য মিত্যর্থঃ যদীন্দ রূপোয়ং তদা তৎপাদঘাতে তিরস্কৃত পদ্মস্য কথং তত্ত্বন্মুখ সাম্য মিতি ভাবঃ ননু মে ভবতু তৎসাম্যং বর্ণ্যশ্চেৎ তর্হি কেনাপ্য পরেণ মুখেন্দুনা সমতুয়া বর্ণয়ে তি

লক্ষণং বিমৃষ্য আং অপরং তবৈব ব্রজবিলাসি, স্বরূপাদ পরু স্বরূপাণাং মুখং কিং দেবেনোচ্যতে নুত্তোঃ স্বামিন্ ইদং ত্বদা নন মনেন সমং যৎ স্যাৎ তৎকিং ব্রুবে কথমেতৎ কথায়ামি তন্নময় বক্তুং নশক্যত ইত্যর্থঃ। নন্ু কিং বিক্ষিপ্তোস্মি তদেত মুখমেকমেব কস্তাবদ সাম্যে হেতু রিতি বহুলহেতুন্ হৃদি বিভাব্য এক মেব সকরমার্জ্জনং নীচৈরাহ। ইদং ত্বদাননং ভুব নৈক কান্তো বেণুর্যত্র তাদৃশং মে তৎ অপূর্ব্বামৃতং তেষুনাস্তি ময়া কিং কর্ত্তব্য মিত্যর্থঃ। যদ্বা, তত্তস্মাদনেনাজ্জন্দুনা ত্বন্মুখং যৎ স্যাতে তৎ কিং ব্রুবে কথং ব্রবীমি। কিমপরং শ্রীমথাদি ত্বয়ো চ্যতে। অনেনাপি সমং যৎস্যাৎ এতদহং কথং ব্রুবে যত্তদিদৎ ভুবনৈক কান্তবেণু অপর শব্দস্যান্যদ্বং কিঞ্চিদর্থে কৃতে ভুবনে তি বিশেষণস্য বৈযর্থং স্যাৎ। দর্শে দর্শেক্ষয়ী চন্দ্র স্তৎ পাদা দ্দিতমম্বুজং। নির্ব্বেণুন্য পরাস্যানি কেন তুল্যং ত্বদাননং ॥ ৯২

অর্থঃ ॥ ওহে কৃষ্ণ তব মুখচন্দ্র। উপমা দিবার নাই, পদ তুল্য কিবা তাই, ইন্দু তুল্য কহি অতি মন্দ ॥ ধ্রু ॥
প্রতি অমাবস্যা পাইলে, চন্দ্রে যেবা দশা ফলে, সে কথা কহিতে নাহি চাই। সর্ব্বক্ষণ হয় সেই, কান্তি লেশ তাতে নাই, এই লাগি তুল্যে নাহি গাই ॥ ১ ॥
চন্দ্রের চরণাঘাতে, পদ্ম যায় অধঃপাতে, সে পদ্ম কেমনে মুখ তুল্য। এই লাগি জানি আমি, কহিল সকল বাণী, তব মুখ উপমা অতুল্য ॥ ॥
কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, নাহউক শুন ওহে, বর্ণিতে বাসনা যদি হয়। তবে অন্যোপমা দিয়া বর্ণ মুখ মন দিয়া, শুনি ক্ষণে বিমর্ষিয়া কয় ॥ ২ ॥

তবে বৃজ বিলাসী যে, স্বরূপ অদ্ভুত সে, হয় হয় জানিল জানিল। অপর স্বরূপ গণ, কত আছে সুবদন; তার তুল্য বলহ বুঝিল ॥৪॥

শুনহ গোস্বামি কহি, তব মুখ তুল্য নহি বৈকুণ্ঠনাথ গুণালয়। আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি সুবিচারি তব মুখ তুল্য কে আছয় ॥৫॥

কৃষ্ণ কহে ওহে তুমি, ক্ষিপ্ত হেন দেখি আমি সে মুখ এমুখ এক তুল। তবে কেনে তুল্য করি, না বল বিচার করি কিহেতু তাহাতে কর ভুল ॥৬॥

শুনি কহে হেতু শুন যেহেন নাহয় ঊন, কহিয়া হৃদয় বিভাবয়। স্বকর মার্জনা সহে, ধীরং করি কহে, তবমুখ তুল্য কেহ নয় ॥৭॥

এতোমার মুখ অতি; মনোহর সুখ দ্যুতি, ভুবনের কমনীয় ঠাম। তাতে বেণু বিলাসয়ে, সদা সুধা বরিষয়ে, এই লাগি তুল্য নহে আন ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন তবে কবিগণ কেন; চন্দ্র পদ্মতুল্য বলে মুখ। তুমি কেন নাহি বল, বিবাদেই সদা গেল; শুনি হাসি কহে দুই শ্লোক ॥ ৯ ॥

শ্লোকঃ ॥ শুশ্রূষসে শৃণু যদি প্রণিধানপূর্ব্বং,
পূর্ব্বৈরপূর্ব্ব কবিভির্ন কটাক্ষিতং যৎ। নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দো, নির্ব্যাজমর্হতি চিরায় শশী প্রদীপঃ ॥ ৯৮ ॥

ননু যদ্যেবং তৎকবয়ঃ কথং মন্মুখেন্দু স্মিতাদিকং তত্তুং সাম্যেন ন বর্ণয়ন্তি ত্বয়া কথং ন বর্ণ্যমিত্যত্র স গর্ব্ব স পরিহাস মাহ শুশ্রূষসে ইত্যাদি ভো বিদগ্ধ শেখর যদি শুশ্রূষসে, তদা

পূর্ব্বৈঃ প্রাচীনৈঃ অপূর্ব্বকবিভির্যৎ প্রণিধান পূর্ব্বং অপি ন কটাক্ষিতং তৎ শৃণু যদ্বা প্রণিধান পূর্ব্বকং শৃণু ইতি পরিহাসঃ সাবধান সন্নিত্যর্থঃ কিতদয়ং শশী প্রদীপঃ ভবদাননেন্দোঃ নীরাজনক্রমধুরাং নির্ম্মঞ্ছন পরিপাটী ভাবং চিরায় নির্ব্বাজং যথা স্যাত্তথা ইতি তদাননং নির্ম্মঞ্ছন দূরে প্রক্ষিপ্তং যোগ্যোহয় মিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

অপিচ ॥ অখণ্ড নির্ব্বাণ রস প্রবাহৈ, র্বিখণ্ডিতা শেষ রসান্তরাণি । অযন্ত্রিতোদ্বান্ত সুধার্ণবাণি, জয়ন্তি শীতানি তবস্মিতানি ॥ ৯৯ ॥

তব মুখচন্দ্রস্য বর্ণনং দূরেঽস্তু উপমান মপি নাস্ত্যাশ্চর্য্য মাহ অখণ্ড ইত্যাদি । কিঞ্চ তব স্মিতানি জয়ন্তি সর্ব্বোপমানানি নির্জ্জিত্য সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে কীদৃশানি অখণ্ড নির্ব্বাণ রস প্রবাহৈঃ সর্ব্বতঃ প্রসরদ্ভিঃ পূর্ণানন্দ রসপূরৈঃ বিখণ্ডিতানি আস্পাবান্যক কৃতানিঽ শেষাণি রসান্তরাণি যৈঃ । তথা যন্ত্রিতেন যন্ত্রণেন স্বভাবেনেত্যর্থঃ উদ্বান্তা সুধার্ণবায়ৈঃ তথা শীতানিতি শীতানি শৈত্য মাধুর্য্যানন্দরস পরাকাষ্ঠা রূপাণীত্যর্থঃ ॥ ॥ ৯৯ ॥

অস্যার্থঃ ॥ শুন অহে বিদগ্ধ শেখর । শুনিতে যদি ইচ্ছা রহে সাবধানে শুন ওহে, পূর্ব্বে যত বর্ণে কবিবর ॥ ধ্রু ॥ কটাক্ষ নাকরি তারে কেবা তাতে চিত্ত ধরে, চন্দ্র পদ্ম তুল্য তব মুখ । সেসব বর্ণিয়া আছে, সেই কথা কেবা বাছে, শুন কহি কারণ অনেক ॥ ১ ॥

এই যত চন্দ্র গণ, তুয়ামুখ নির্ম্মঞ্ছনঃ করি দূর দেশে ফেলাইতে । প্রদীপের তুল্য বলি; যে মোর বচনাবলি দীপ তুল্য কহি এই মতে ॥ ২ ॥

এ তোমার মন্দস্মিতে, সর্ব্বোপমা বলি জিতে, জয়যুক্ত সদাই বিরাজে। অখণ্ড নির্ব্বাণ রস, প্রবাহ আনন্দ যশ দেখ এই রূপ সাজে ॥ ৩॥

বহুরস অন্তরাণি ন্যৎকার করিতে ধনী, যে স্মিত বিখণ্ড করি বলি। এইত স্বভাব যার, হেন স্মিতকাতে আর উপমা দিবারে শক্তি ধরি ॥ ৪ ॥

সুধা সিন্ধু রসে যেই, হেন স্মিত যাতে জয়ি, সত্য মাধুর্য্যরসানন্দ। তাহার পরম কাষ্ঠা, সর্ব্ব মনো নেত্র ইষ্টা সম কেহ নাহয় নিবন্ধ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ কহে কত কত, রসিক মধুর যত, লোক মাঝে সদা নিবসয়। কেনে তাহা সবা ছাড়ি, মোসহে বিবাদ করি মোরে স্তব কর অতিশয় ॥ ৬ ॥

ইহা শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়া ভণে, কৃষ্ণপ্রতি সবিনয় বাণী। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা শুন সবে সর্ব্ব রস খনি ॥ ৭ ॥

শ্লোকঃ ॥ কামং সন্ত সহস্রশঃ কতিপয়ে সারস্য ধৌরেয়কা কামংবাকমনীয়তা পরিমল স্বারাহ বদ্ধব্রতাঃ। নৈবৈরং বিবদামহে নচবয়ং দেবপ্রিয়ং ব্রূমহে, যৎ সত্যং রমণীয়তা পরিণতি স্ত্বয্যেব পারং গতা ॥ ১০ ॥

ননু কতি কতি সরস মধুরশেখরা লোকে সন্তিকিমিতিতান্ হিত্বা ময়া বিবদমানঃ স্বোক্তিমেব স্থাপয়ন্ মামেব তুষ্টুব্যাস্তেতিধীতি তান্ প্রতি সাবহেলং তং প্রতিসবিনয় মাহ। কামংসন্ত ইত্যাদি। হেদেব সারস্যধৌরেয়কাঃ সরসতা ভারবাহিনঃ সহস্রশঃ কামং শন্ত তথ মধ্যে কমনীয়তা পরিমল স্বারাহ্যবদ্ধব্রতাঃ সর্ব্বাতি

কমনীয়াবা কতিপয়ে কামং সন্তুতে তেন সন্তীত্যেবং ত্বয়াসহ ন বিবাদ মাহ নচ তব প্রিয়ং ক্রমহে অসদর্থ্যাধ্যাসারোপণেন ত্বাং নস্তৌমি কিন্তু সত্যমেব ক্রমহে যদতোয়া রমণীয়তা পরিণতিঃ সত্বয্যেবপারং গতঃ অবধিং প্রাপ্তা অতঃ স্বভাবোক্ত্যা নায়ং কিবাদঃ স্তুতে র্বৈতিত্ত্বং বঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ ॥ হেদেব শুন আমি কহি সত্য বাণী । তব সঙ্গে সত্য আমি বিবাদ নাহিক জানি, স্তুতিকরি নাক হিয়ে আমি ॥ ধ্রু ॥ রসিক শেখর গণ লোকে কেবা হেন জন, সহস্র ঈশগণ । তার মধ্যে তুমি অতি, মাধুর্য্য স্বারাজ্য সতি অন্য নহে কেহ তব সম ॥ ১ ॥

সত্য বলি শুন হরি, রমণীয় সমাধুরী, তুমি সেই সকলের পার । সর্ব্বাশ্রয় তুমি মেনে, সর্ব্বাবধি রস গণে সহজেই বিবাদ কি আর ॥ ২ ॥

পূর্ব্বে আমি কত কত, বর্ণিয়াছি যত যত ইদানী সকল হৈল তা । আমার কবিতা গণ, সাফল্য হইল জন্ম, এত কহি শ্লোকে কহে কথা ॥ ৩ ॥

শ্লোকঃ ॥ গণদ্ব্রীড়ালোলা মদন বিনতা গোপ বনিতা মদস্ফীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপল ধুরা । সমুজ্জৃম্ভা গুল্ফা মধুরিম কিরাং মাদৃশ গিরাং ত্বয়িস্থানে জাতেধতি চপলং জন্ম সফলং ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ পূর্ব্বং তেতে ময়া কতি ন বর্ণিতাঃ সন্তি কিন্ত্বিদানীমেব মৎ কবিত্বাদি কঞ্চ সফলং জাত মিতি সহর্ষ মাহ গণদ্ব্রীড়া ইত্যাদি মাদৃশাং গিরাং গুল্ফা গ্রন্থনানি ত্বয়িস্থানে আশ্রয় জাতে প্রাপ্তে কাগীর্জ্জ কুর পাঠঃ কুচিত্তত্র জাতে জতে সতি জন্ম সফলং

দধতি উত্তমপদার্থানাং ত্বৎপ্রাপ্তাবেব কৃতার্থত্ব মিতি ভাবঃ।
ত্বদুত্তম ত্বমাহ কীদৃশাং গিরাং মধুরিম্ন কিরাং মাধুর্য্যাদি
কারিত্ব গুণ যুক্তানা মিত্যর্থঃ কীদৃশ্যস্তাঃ সম্যগুজ্জৃম্ভা যত্র পূর্ব্ব
মনদ্ভুণাধ্যা সেন বর্ণনাৎ সংকুচিতাঃ। ইদানীং তে সহজানন্ত
গুণবর্ণনাদ্বংফুল্লাঃ। কীদৃশং জন্ম চপলং সত্বরং পূর্ব্বং তাদৃশ
ত্বেন ব্যর্থ মপি তদেব তৎসমীপ গোপীবীক্ষ্য এতাঃপরং তনু
ভৃতা ইত্যাদি বৎ সশ্লাঘ মাহন কেবলং বরাক্যো মদ্বাগুল্লা
এব কিন্তু গুণ রাগাদি পূর্ণাং শ্রীগোপ বনিতা অপি তথা জন্ম
সফলং দধতি নন্যাসাং স্বস্ব গতি মতীনাং জন্ম সফলমেবেতি
নেত্যাহ পূর্ব্বং ত্বদপ্রাপ্ত্যা দেহ ত্যাগস্য নিশ্চিত চলমপি রাসা
রম্ভে কাম্নাক্ষিত্তথা দর্শনাত্তদ্গুণানাহ মদানম ত্বদ্বিষয়ক প্রেম
বিশেষেণ বিনতা নম্রা ত্বৎপ্রচুরা ইত্যর্থঃ। তথা হ্রাহ প্রেমৈব
গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথা মিতি তন্ত্রে অতোলোলা ত্বৎ
প্রাপ্তয়ে চঞ্চলাঃ সতৃষ্ণা বা অতোগলদ্ব্রীড়াস্ত্যক্তলোকলজ্জা স্তদেব
কিশোরি মাধুর্য্যং বীক্ষ্যসি ৎ কার মিদং বয় ইতি বিবক্ষু স্তম্মা
ধুর্য্য স্তম্ভিতঃ সগদ্গদমাহ ইদং কিমপি বয় ইত্যর্থঃ তথা জন্মসফ
লং দধতি। তদেব ব্যঞ্জয়তি বীতং বাল্যাংশেন বীত প্রায়ং
নবতারুণ্যাংশেন কন্দর্প মদেন স্ফীতং বিশেষণাভ্যাং ননুতদ
ন্যত্র দিব্যাতি দিব্য কিশোরেষু সফল মেবেত্যত্র নেত্যাহ পূর্ব্ব
মন্যত্র এতাদৃশ বাস হৃগুলীলাদ্য প্রাপ্ত্যা চা স্থিরতয়া ব্যর্থমপি
তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। সোঽপি কৈশোরক বয়ো মানয়ন্মধু
সূদনঃ। রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ তথা
শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ ॥ বাচা সূচিত শর্ব্বরী রতি কলা প্রাগল্ভ্যয়া
রাধিকা, ব্রীড়া কুঞ্চিত লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহ চিত্র কেলি মকরী পাণ্ডিত্য পারং গতঃ; কৈশোরং

সফলী করোতি কলয়ন্ রঙ্গে বিহারং হরিঃ ॥ তস্য নৃত্যাদি চাপলং দৃষ্ট্বাহ চাপলধুরা চঞ্চলাতিশয়শ্চ তথানন্ সংপামনঃ পরণাদৌ সাপি পূর্ণা নেত্যাহ মধুরা একেন বপুষা,হসংক্ষ গোপীনাং পার্শ্ব স্থিত্যাদিনা মধুরাতি মনোজ্ঞা। তথাহি ভক্ত রসামৃত সিন্ধৌ ॥ অঘহর রঙ্গ যুগ্মী ভুয়নৃত্যং মরৈবত্ত্ব মিতি নিখিল গোপী পার্থনা পূর্ত্তি কামঃ। ব্যতনুত গতি লীলা লাঘ বোষ্মীং তথা সৌসদৃশ রাধিকমেতা স্তং যথা স্বস্বপার্শ্বে ইতি পূর্ব্বং তাদৃশত্ত্বা ভাবাচ্চপলু মপি জন্ম । ত্বয়িরম্যাম্পদে মদ্বা গুম্ফান কেবলং সফলাঃ কিন্তু কৈশোর লোল্য গোপাঙ্গনা অপিচ ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থঃ ॥মোর এই বাণী গণ যাতে মধু বরিষণ সুন্দর গাঁথনি মনোরমে । তব স্থানে যায় যবে জন্ম ধন্য হয় তবে ভালদ্রব্য তোহে পর্য্যাপ্ত কামে ॥ ১ ॥

শুন নাথ এই সত্য বাণী । তমি যদি শুন তাহা তবে মানি ভাগ্য ইহা বিশেষে উত্তম তারে মানি ॥ ধ্রু ॥

আমার কবিত্ব গণ অসদ্গুণ অধ্যাসন পূর্ব্বে অতি সঙ্কোচিত ছিল । ইদানী তোমার স্থানে গেল হৈল ফুল্ল মনে অসহজ অনন্ত বর্ণিল ॥ ২ ॥

জনমে চাপল্য জানি গ্লানি ছিল মোর বাণী এবে অতি প্রফুল্ল হইলা । এতেক কহিতে কাছে দেখে গোপ নারী আছে তাহাতেই কহিতে লাগিলা ॥ ৩ ॥

কেবল বরাক বাণী জন্ম ধন্য হৈল জানি ইহা নহে শুন কহি আর । কিন্তু রূপ গুণ রাগ অতিশয় পূর্ণ ভাগ গোপী জন্ম ধন্য সার ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ কহে গোপীগণ নিজ২ পতি মন তাতে জন্ম সফল

তাহার। তেঁহো কহে তাহা কহি পূর্ব্বে তুয়া নাহি পাই পতি কোলে দেই ত্যাগ যার ॥ ৫ ॥

তোমার বিষয়ে প্রেম যৈছে দশ ভান হেম, তাতে তার নম্র অনুক্ষণ। তেকারণে সুচঞ্চলা, ত্যক্তলজ্জা সুবিহ্বলা, তেই জন্ম ধন্য গোপীগণ ॥ ৬ ॥

এই কালে বৎস দেখি; সমিৎকারে ঝরে আখি; কহে এই কৈশোর বয়স। ইহার সফল জন্ম; তব স্থানে স্থিতি মর্ম্ম, কাম মদে স্ফীত অহর্নিশ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ কহে অন্য গণে দেবতা মনুষ্য জনে; কৈশোর কি সাফল্য না হয়। শুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুনঃ, রাস কুঞ্জ লীলা নাহি তায় ॥ ৮ ॥

শ্লোক ॥ তথাহি বিষ্ণু পুরাণে ॥ সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থ ক্ষপা সুক্ষপিতাহিতঃ ॥ ॥

রসামৃত সিন্ধৌ ॥ বাচা সূচিত শর্ব্বরী রতি কলা প্রাগল্ভয়া রাধিকাং ব্রীড়া কুঞ্চিত লোচনা বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ। তদ্বক্ষরুহ চিত্রকেলি মকরী পাণ্ডিত্য পারং গতঃ কৈশোরং সফলী করোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ২ ॥

এতেক কহিতে তাতে; নৃত্যাদি চাঞ্চল্য রীতে, তাতে দেখে চাপল্যের ধুরা। চপলা মানস আর, প্রেমাদি মাধুর্য্য সার; তাতে দেখি কহে অতি ত্বরা ॥ ১ ॥

একাঙ্গ অশেষ নারী, পার্শ্ব স্থিতি মনোহারি, গোবিন্দের নৃত্য গতি রঙ্গ। পরম মনোজ্ঞ ঠাম, চাপল্য সাফল্য নাম, যাতে করে হেন পরবন্দ ॥ ২ ॥

অত এব ন কেবল, মোর বাণী গাথা ফল, কিন্তু গোপী কৈশোর চাপল। সবারি সফল জন্ম, জানিয়া কহিল মর্ম্ম; উত্তমের তব প্রাপ্তি ফল ॥ ৩ ॥

অতঃপর ভাবোদ্ভাব, প্রৌঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ, আর্ত্তিগণ মিশালে বচন। পুনঃ কৃষ্ণ শুনিবারে; কৌতুক অন্তরে বাঢে তাহা লাগি কহে হর্ষ মন ॥ ৪ ॥

শুন ওহে লীলা শুক, কি কহিয়া পাও সুখ, সর্ব্ব ভূতে যে ঈশ্বর আছে। তাহার ভজন ছাড়ি, সদা স্তব কর মোরি, গীতা শাস্ত্রে গুণ গাইছে ॥ ৫ ॥

গোয়ালের পুত্র আমি, সর্ব্বোত্তম করি তুমি, সদা কেনে করহ বর্ণন। শুনি হর্ষ হর্ষাগমে, নিজ হস্ত সচালনে, কহে বাণী অতি মনোরম ॥ ৬ ॥

শ্লোকঃ ॥ ভুবনং ভবনং বিলাসিনী শ্রীস্তনয়
স্তামরসা সনঃ স্মরশ্চ। পরিচার পরম্পরাঃ
সুরেন্দ্রা স্তদপি ত্বচ্চরিতং বিভোর্নবিচিত্রং
॥ ১০২ ॥

ভাবোদ্ভাবিত হর্ষের্ষা প্রৌঢিদৈন্যার্ত্তি মিশ্রিতং। পুনঃসতদ্বচঃ শ্রোতুং কৌতুকী তমবাদয়ৎ। নন্বীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশ ইত্যাদৌ তমেবপ্রতিপদ্যস্বেত্যাদি গীতাদিশা প্রোক্ত ভজনীয় মীশ্বরং হিত্বা কিমপি গোপকুমারং মামেব সর্ব্বোত্তমত্বা রোপেণ স্তুবন্নাশ্রয়সীতি তত্তদ্ভাববিবশঃ সহস্তচালন মাহ হেবিভো সর্ব্বাবতারিন যস্মিন্ তচ্চরিতেভুবনমেবভবনং সর্ব্বান্ত র্যামীত্বাং আশ্রয় স্তৎতোপান্নমেয়ৈশ্বর্য্যময় চরিত্রাদদস্তুতাং দৃশ্যমানস্যতবেতদেবং ইদংনেত্র রসায়নং চরিত্রং বিচিত্র

সত্তমং। যদ্বা তদপি ত্বচ্চরিত্রং অদ্ভুতং তাদৃশং ন ভবতীতি কোনামবিবদতে তদপীতি ইদন্তু বিচিত্রং অদ্ভুতমেবত্যপে রর্থঃ। এবমগ্রেপি জ্ঞেয়ং। নন্বেবং চেৎ তর্হি দৃশ্যৈশ্বর্য্যা বিষ্ণু বামনাজিতাদয়ঃ সনিতানেব ভজেতি সবিস্মিতমাহ যত্র সুরে ন্দ্রা ইন্দ্রাদয়ঃ পরিচার পরম্পরানুগা ইত্যর্থঃ। ততোপি যুদ্ধাদি ময়পালন কেলিরূপাদদ্ভুতাচ্চরিতাদিদং ত্বচ্চরিতং মধুরৈশ্বর্য্য ময়ং বিচিত্র মত্যুত্তমং। ননু যুদ্ধাদি বিমুখো গর্ভোদকশায়ী পুরুষোহস্তীত্যধো নেত্রচালনমাহ যত্রতামরসাসনো ব্রহ্মা তনয়স্ততোপি সৃষ্ট্যাদি কেলিরূপাদতি সর্ব্বাদ্ভুতাচ্চরিতা দিদং মধুরং রসময়ং ত্বচ্চরিতমতি সর্ব্বোত্তমং। ননু ত্বং মধুর রস রসিকভক্তোহসি তৎ পরব্যোমেশং লক্ষ্মীশং ভজেতি সোর্দ্ধভ্রূচালনমাহ যত্রশ্রীরেকাবিলাসিনী ততোপি মধুর রস ময়াদতি সর্ব্বাদ্ভুততরাৎ ত্বচ্চরিতাদিদং। নায়ংশ্রিয়োহঙ্গে ত্যাদি সংস্তুতবিলাসিনী কোটিবিলাসবলিতং ত্বচ্চরিতমতি সর্ব্বোত্তমন্তৎ। নন্বেবং চেত্তর্হি তাদৃশং রুক্মিণ্যাদি রমণং সামেব ভজতি স্বশিরশ্চালনমাহ যত্র স্মরশ্চ তনয়শ্চাকারাৎ স্বাশাদয়স্ততোপি স্বীয়াভি র্দশদশপুত্রবতীভিঃ সংখ্যাতাভি স্তাভিঃ সহ কেলি রূপাদতি সর্ব্বাদ্ভুততমাচ্চরিতাদিদং পর কীয়া সংখ্যানৃত্যৎকিশোরীকুলৈঃ সহ রাসাদি কেলিময়ং ত্বচ্চরিতং বিচিত্রমতি সর্ব্বোত্তমোত্তম মেব তদেব ময়াসেব্য মিতিভাবঃ। বহূনি তচ্চরিতানি চিত্রাণ্যেব তথাপ্যদঃ সৎ সেব্যং মধুরৈশ্বর্য্যরূপকেলিভিরুত্তমং॥ ১০২॥

অস্যার্থঃ॥ শুন প্রভু সর্ব্ব অবতরি। সর্ব্ব অন্তর্যামী
যেই ভুবন ভবন সেই; তাহার আশ্রয় তুমি হরি॥ ধ্রু॥
তাহাতে চাইয়া তব অনন্ত ঐশ্বর্য্য সর্ব্ব দশস্থানে

অদ্ভুত সকল । নেত্র রসায়ন যত, উত্তম চরিত্র কত; বিচিত্র প্রকার মনোরম ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, দৃশ্যমানৈশ্বর্য্য গণ; বিষ্ণু. বাম নাজিতাদি গণে । কত২ মহাদ্ভুত, চরিত্র প্রকার পূত; তারে ভজ হৈয়া এক মনে ॥ ২ ॥

শুনি মন্দ হাসি কহে, ইন্দ্রাদি দেবতা চয়ে, তারা পরিচর্য্যায় নিপুণ । যুদ্ধ আদি ভয় যত, পালনাদি কার্য্য কত, তাহা হৈতে তুব বহু গুণ ॥ ৩ ॥

মধুর ঐশ্বর্য্য ময়, উত্তম চরিত্র চয়, সাক্ষাতে আছয় দৃশ্যমান । শুনিয়া গোবিন্দ কহে, যুদ্ধাদি বিমুখ নহে গর্ভোদকশায়ী পুরুষ নাম ॥ ৪ ॥

ভজন করহ তারে, সর্ব্ব দেব ভজে যারে, এত শুনি লীলা শুক কয় । অধো নেত্র চালনায়; কহে করি হয় হয় তার পুত্র চতুর্ম্মুখ হয় ॥ ৫ ॥

তাতে হৈতে সৃষ্টি আদি কেলি রূপ ভূমে সাধি, সর্ব্বা-দ্ভুত চরিত্র তোমার । মধুর রস ময় যত; লীলা. সৃষ্টি অবিরত; দেখ যার নাহি হয় পার ॥ ৬ ॥

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম ওহে, আদিরস রসিকে ভজ তুমি । তবে পরব্যোমেশ্বর, ভজ লক্ষ্মীনাথ বর, নিশ্চয় কহিল তোহে আমি ॥ ৭ ॥

শুনি ঊর্দ্ধ ভুরু চালি, কহে তার পদ্যাবলি, তথা এক লক্ষ্মী বিলাসিনী । তা হৈতে মধুর রস, ময় তব সুবিলাস কোটি২ বিলাসী সঙ্গিনী ॥ ৮ ॥

॥ তথাহি ॥ নায়ং শ্রিয়োঙ্গেত্যাদি ॥

কৃষ্ণ কহে হেন যবে, আমার ভজন তবে, রুক্মিণ্যাদি

রমণী যে হয় ।শুনি শির চালি কহে, স্বীয়াভাব যাতে হয়ে,কাম আদি দশ২ তুলয় ॥ ৯॥

প্রতি মহিষীতে হয়, দশ তুল আদি ময়, মহিষী সনে কেলি আদি হৈতে । অদ্ভুত তোমার রীত, পরকীয়া ভাবনীত,নৃত্যকী কিশোরী গন সাথে॥ ১০॥

রাস আদি লীলা গণ, চিত্র সর্ব্বোত্তমোত্তম, যাহা নাহি অন্য রূপ গণে। অনন্ত বিচিত্র কৃত, চরিত্র মহদদ্ভুত,মধুর ঐশ্বর্য্য ভজি মনে॥ ১১॥

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, ব্রজ লীলা ভীষ্ট তোয়, ভাল২ ভজ ব্রজলীলা। এথা বাল্য পৌগণ্ড আছে; সে ভাবেতে ভক্ত নাচে, লীলা শুক তা.শুনি কহিলা॥ ১২॥

সসংভ্রমে তর্জনীতে, নিৰ্দ্দেশন ভঙ্গিরীতে, কহে শুন২ মহাশয় । কৃষ্ণ কর্ণামৃত কথা; অমৃত.হৈতে পরামৃতা, ভাগ্যবান সদা আস্বাদয়॥ ৩॥

শ্লোকঃ॥ দেবস্ত্রিলোক সৌভাগ্য কস্তূরী মকরাঙ্কুর.। জীয়াদ্ব্ৰজাঙ্গনানঙ্গ কেলিলালিত বিভ্রমঃ॥ ১০৩॥

ননু জ্ঞাতং ব্রজলীলৈবতেঽভীষ্ট ভদ্রু মত্রাপি বাল্যকৌমার পৌগণ্ডলীলেস্ত ইত্যোৰ্দ্ধ উক্তে সসংভ্রমং তর্জ্জন্যানি দর্শয়ন্ ভঙ্গ্যাহ অয়ংদেবঃ রাসক্রীড়াপরঃ কিশোর শেখরঃ জীয়াৎ সর্ব্বোপরি বিরাজতাং কিং মমান্যৈরিত্যর্থঃ অয়ংকিশোর লী- লৈব তেঽভীষ্টা ভদ্রুং তত্রাপি গোচারণাদি লীলাস্তি ইতি সম্ভ্রু ভঙ্গ নানামনঙ্গ কেলিভি র্লালিতঃ সংবদ্ধ্য মধুরীকৃত বিভ্রমো বিলাসো যস্য তাদৃশ্যস্তমেবেত্যর্থঃ। নন্বেতাদৃশোঽরং সদূর্ল্লভঃ নদ্যাপীত্যাদৌ ত্বয়াপি তথৈবোক্ত মেবেত্যত্রাহ সত্যং কিন্ত

তাদৃশোপি ভবান্ ন কেবলং মমৈব ত্রিলোক্যা অপি সৌভাগ্য ব্যঞ্জক কস্তুরী মকরাঙ্কুর স্তুস্যাস্তমেব উৎকম্পিত তদ্রূপ ইত্যর্থঃ তৎকরুণৈব ত্বাং সুলভং করোতীতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥

অর্থঃ ॥ এই দেব রাস ক্রীড়াপর । জয় যুক্ত হও সদা সর্ব্বোপরি বিরাজিতা, কিশোর যে কিবা অন্যে আর ॥ কৃষ্ণ কহে হয় হয়, মোর কৈশোর লীলা ময়, তোমার অভীষ্ট সেই হয় । ভাল তবে গোচারণ, লীলা আছে মনোরম তাহা তুমি করহ আশ্রয় ॥ ১ ॥

এত শুনি ভুরু ভঙ্গে, কহে যেহো গোপী সঙ্গে, অনঙ্গ কেলিতে সুললিতে । তাহাতে মাধুর্য্য পূর, বিলাস মোহন ভোর, আমি তাতে হৈনু আকাঙ্ক্ষিতে ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ কহে এছে আমি, প্রথমে কহিলা তুমি, এই রূপ দুর্ল্লভ তোমার । শুনি কহে তাহা শুন, সত্য সেই হৈল পুনঃ কেবল তুমি না হও আমার ॥ ॥

ত্রিলোক সৌভাগ্য পূর কস্তুরী মকরাঙ্কুর, হেন তোমার রূপ মনোহর । তোমার করুণা হৈতে, তোমাকে সুলভ রীতে, মিলায় কহিল শুনিশ্চল ॥ ৩ ॥

পুনঃ কৃষ্ণ মন্দ হাসি, কহে অন্য মতে ভাষি, অসহিষ্ণু হৈল লীলা শুক । অতিশয় সসংভ্রমে; সদৈন্য বচন ক্রমে, কহিতে লাগিলা পাঞা সুখ ॥ ৪ ॥

শ্লোকঃ । প্রেমদশ্চমে কামদশ্চমে বেদনশ্চমে
বৈভবশ্চমে । জীবনশ্চমে জীবিতশ্চমে দৈব
তশ্চমে দেবনা পরঃ ॥ ১০৪ ॥

পুনঃ সস্মিতং কিমপি বক্তুং তং বীক্ষ্য সহিষ্ণুঃ সসংভ্রম সদৈন্য নাহং প্রেমদশ্চমে ইত্যাদি হেদেব রাস লীলাপর মমদেবত

মাশ্রয়ণীয়ং তৎকিশোর শেখরাদপরং ন চ এবার্থে মেবে নত্ব ত্যর্থঃ। ননু কোঽত্র হেতুরিতি তং সূচয়ন্নাহ প্রেমদঞ্চ মেপরং ন। এবমগ্রেপি যোজ্যং। যতস্ত্বৎ প্রাপ্তিহেতোঃ প্রেমুস্ত্বমেব মেদা তেত্যর্থঃ। ননু কৌমার পৌগণ্ডলীলাপরোঽহমপি প্রেমদস্তন্ন ভ্যশ্চ তত্রাহ কামদধনে তজ্জাতীয় প্রেমদঞ্চত্বমেব। অতএত্বভা বৈকবিষয়াৎ কৈশোর শেখরাৎ ত্বদপরং ময়ানাশ্রয়ণীয়ং নৈতন্ন্যাত্রং বেদনঞ্চ তথা বেদয়তীতিকর্ত্তরিলুট তৎপরিপাটী শিক্ষকশ্চ ত্বমেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং শিক্ষাগুরুশ্চেতি। কিম্বা অয়েমূঢ ভক্তমেজ্ঞানং তু যত্তোমোক্ষতত্ত্বাপেক্ষ্যমিত্যত্রাহ বেদনং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ মত্ত্বামেবেত্যর্থঃ। ননু ন ভবতু শুদ্ধভক্তত্বাৎ তত্ত্বজ্ঞানাদরঃ বৈকুণ্ঠসম্পাত্তিং প্রার্থয়েত্যত্রাহ। বৈভবঞ্চ তথা ত্বমেব মে সর্ব্বসম্পাত্তিরিত্যর্থঃ কিমুচ্যতে বৈভবং তদপ্রাপ্তা বপি জনাজীবন্তি ত্বদ্বিত্বঽহং মৃয়ে ইত্যাহ জীবনঞ্চ জীবয়তীতি জীবনং তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ কিমুচ্যতে তদ্ধেতু স্তদপি ত্বমিত্যর্থঃ জীবিতঞ্চ ত্বদপরং ন তৎ কিমিত্যন্যোপদেশৈর্ম্মামুপেক্ষ স ইতিভাবঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ ॥ রাস লীলা পর যেই দেব। সেই আশ্রনীয় মোর, কেবল সে কৃপা তোর, তব কৈশোর, বিনে নাহি সেব ॥ ॥

কৃষ্ণ কহে হেতু কবা, তাহা শুনি সেই কিবা; এত শুনি কহে শুন নাথ। তুমি মোর প্রেমদাতা; তুয়া বিনে নাহি ধাতা, এই লাগি চাই তোমার সাথ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল তবে, আমি কহি শুন এবে; কৌমার পৌগণ্ড লীলা মোর। তার প্রেমদাতা আমি, মাগ বর তবে তুমি, শুনি কহে সে বাসনা দূর ॥ ২ ॥

যেই বাঞ্ছা রাখি আমি, সেই কাম দাতা তুমি, সে জাতিয় প্রেম তুমি দিলা। যে ভাব বিষয় হৈতে, আনন্দ উপজে চিত্তে অন্যাশ্রয় নাহি হই মোরা॥ ৩ ॥

কেবল এমন নও, বেদন আমার হও, পরিপাটী শিক্ষা গুরু তুমি। কিম্বা জ্ঞান ভজিবার, বল যদি তবে আর, সে জ্ঞান বেদন মোর তুমি॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ বলে জ্ঞানে যদি, অনাদর কৈলে মতি, বৈকুণ্ঠ সম্পদ তবে চাও। শুনি কহে শুন তাহা, কি কহিব আহা হাহা, সে বৈভব তুমি আমার হও॥ ৫ ॥

যে বল বৈভব কথা, তাহা না পাইলে তথা, জীয়ে সবে প্রাণ নাহি যায়। তুয়া না পাইলে আমি না জীব দেখহ তুমি অতএব জীবন তোমায়॥ ৬ ॥

তুমি সে জীয়াও মোরে, তেই তুমি জীবন বরে, যে জীয়ায় সেই সে জীবন। তুয়া বিনা অন্য নাহি, তোমারে মরম কহি, কেন মোরে কর উপেক্ষণ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ কহে লীলা শুক, দৃঢাঢ্য পাইলে সুখ সাধু তোমার আশয়। আমার দর্শন যে, বিফলতা নহে কাজে, বর মাগ দিব সর্ব্বথায়॥ ৮ ॥

এই রূপে কৃপা রীতে, কৃষ্ণ কহে মন্দস্মিতে, তাহা শুনি তেহু বর চাহে। কৃষ্ণ কর্ণামৃত কথা, শুন সবে মনোরতা শুনিলেই প্রেম লাভ হয়ে॥ ৯ ॥

শ্লোকঃ ॥ মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং বাচো নস্তব
বৈভবে। চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাং চিন্তা নস্তব
শৈশবে ॥ ১০৫ ॥

অতঃ সাধুঃ লীলাশুক সাধু ত্বদ্দৃঢ় তুয়া প্রীতো স্মঃ ন্যুদর্শনং বিফলং

ন্যাঃপ্রার্থয় বাঞ্ছিতমিতি ভঙ্গ্যাতিনাম্রোভতঃ সেপ্সিতং ভঙ্গ্যা প্রার্থয়ন্নাহ মাধুর্য্যেণ ইত্যাদি। তববাগিবয়াতীতে সৌন্দর্য্য বিলাসৈশ্বর্য্যাদৌ নোঽস্মাকং বাচোমাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং তত্তন্মাধুরীবর্ণন সমর্থা ভবন্তিতিভাবঃ। তথা তবশৈশবে কৈশোরেঽযোগ্যদেহাদীনামপি নশিস্তাঃ প্রাপ্তুংবর্ণ্ঠয়া তচ্চিন্তনাংসিচ্ছাপ্যন্যেন বিবর্দ্ধন্তাং অয়মে বরঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

অর্থঃ ॥ শুন কৃষ্ণ বর দিবা যবে। সৌন্দর্য্য বিলাসৈশ্বর্য্য, বাণী আগে সুমাধুর্য্য বর্ণিতে সামর্থ্য হউ তবে ॥ তথা তব কৈশোর রঙ্গ, প্রাপ্তুংকণ্ঠা পরবন্দ মনে মোর সদা যেন রহে। তাহারি সুপ্রাপ্তি লাগি, মন হউ চিন্তারাগী চাপল্য বাঢ়হ বর মোহে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ কহে যেই তোর, হয় বুদ্ধি গোচর বর মাগ দিব আমি তোরে। এত শুনি কহে সেই, তবে দেহ বর এই, কহি এক শ্লোক পাঠ করে ॥ ২ ॥

শ্লোকঃ ॥ যানি ত্বচ্চরণামৃতানি রসনা লেহ্যানি ধন্যাত্মনাং যেবা শৈশব চাপল ব্যতিকরা রাধা বরোধোন্মথাঃ। যাভাবা ভাবিত বেণু গীত গতয়ো লীলা মথাম্ভোরুহেঃধারা বাহিক য়াব হন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥ ১০৬ ॥

আভাষং। ননিদং তেসহজমেবতদ্বিশেষঃ প্রার্থ তামিত্যত্রাহ যানিতচ্চরিতামতানীত্যাদি। যানি তচ্চরিতানি শ্রীরাধায়াসহ নিকুঞ্জ লীলাদীনি তান্যেব নতুন্যানীতর্থঃ। মেহৃদয়ে্রধা বাহিকয়া প্রবাহরূপেণবহন্তু কীদৃশানি ধন্যাত্মনাং রসনা লেহ্যানি শ্রীশুকাদিভি রাস্বাদনীয়ানি যেবা চার্থেরাশব্দঃ যেচ শৈশবচাপলব্যতিকরঃ কিশোরচাপল্যবিস্তারা স্তে তে এব

তথাবহন্ত কীদৃশ্যঃ দানপুষ্পাহরণ বম্মন্যাদৌ রাধায়াবাঅব রোধঃ তত্রোন্মুখঃ সদা তদ্বৎ কণ্ঠাবষ্টইত্যর্থঃ, তথাযাবাস্ত মুখাম্ভোরুহে লীলাঃ কামমদোদ্গারি স্মিতাদিভঙ্গী বিশেষা স্তাশ্চ তথাবহন্ত। কীদৃশো ভাবিতঃ স্বমাধুর্য্যমিশ্রীকৃতাঃ উৎ পাদিতাবা বেণুগীতস্য নূতনগতয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ১০৬ ॥

অর্থঃ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র এই বর দেহ তুমি মোরে। যে তুয়া চরিত্রামৃত, রাধা সহ অবিরত, রাস রঙ্গ লীলা মনোহরে ॥ ধ্রু ॥

সেই সেই লীলা গণ, মোর হিয়ে অনুক্ষণ বহুক প্রবাহ রূপ হৈয়া। শুকদেব আদি যত, রসনায়ে লেহ্য কত, আস্বাদয়ে যাহা সুখ পাঞা ॥ ১ ॥

কৈশোর চাপল্য যত, রাধাকে রোধন মত, দানঘাটি পুষ্প তোলা কালে। তাহা সদা রুদ্ধ কাজে, থাকয়ে উৎকণ্ঠা সাজে, তার ধারা বহউ অন্তরে ॥ ২ ॥

মুখাব্জ তোমার তথা, কাম মদোদ্গারিস্মিতা, তার ভঙ্গি বিশেষ যে আর। তথা বেণু গীত গতি, নব২ জন্মায় রতি, বিভাবিত মাধুর্য্য মিশাল ॥ ৩ ॥

এই এই লীলা যত হিয়ে রহ অবিরত অতিশয় ধারা রূপ ধরি। কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, সদা পান করে যেই, তার প্রেম হয় হিয়া ভরি ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ কহে ধর্ম্ম অর্থ, কাম মোক্ষ পুরুষার্থ, জিনিয়া আমি সে প্রেমফল। সে মোরে সাক্ষাতে পাইলা মোরে ছাড়ি মোর লীলা, স্ফূর্ত্তি লাগি কেনে মাগ বর ॥ ৫ ॥

ইহা শুনি লীলা শুক, কহে মনে পাঞা সুখ ভক্তি

সিদ্ধান্ত উট্টঙ্কিয়া । সচাতুরি ভঙ্গি কথা; কৃষ্ণ কর্ণামৃত মতা শুন সবে এক মন হৈয়া ॥ ৬ ॥

শ্লোকঃ ॥ ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদিস্যা দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য কিশোর মূর্ত্তি । মুক্তিঃ স্বয়ং মুকলিতাঞ্জলিসেব তেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থ কামগত্ব য়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭ ॥

ননপুরুষার্থচতুষ্টয়ং পঞ্চমপুরুষার্থমিমং প্রেমফলং মাঞ্চসাক্ষাৎ প্রাপ্তুংহিত্বা মল্লীলাস্ফূর্ত্তিং কিমিতি প্রার্থয়সে ইত্যত্র ভক্তি সিদ্ধান্ত উট্টঙ্কন পূর্ব্বকং স্বচাতুরীং ভঙ্গ্যা কথয়ন্নাহ ভক্তিস্ত্বয়ীত্যাদি হে ভগবন সর্ব্বজ্ঞ যয়ালীলস্ফুর্ত্তি রূপয়া ভক্ত্যা ত্বং সাক্ষাৎ প্রাপ্তোসি সা ত্বয়িভক্তিঃ স্থিরতরা যদিস্যাত্তথা দৈবেন স্বতএব দিব্যকিশোর মূর্ত্তিরীদৃক ভবান্ ফলতি প্রাপ্তোভবতি। মুক্তিস্তু মুকুলিতাঞ্জলি যথাস্যা ত্তথাগৃহাণ গৃহাণেতি বদন্ত্যস্মান্ সেবতে ধর্ম্মার্থ কামগতয়শ্চ পশ্চাৎ স্থিত্বা কদাচিদস্মানী ক্ষতে বেতি সময় প্রতিক্ষা স্তৎ প্রতিক্ষকা ভবন্তি তৎকিমিত্যা ত্মনং দত্বা বরেণ মাং ছন্দয়সীতিভাবঃ ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থঃ ॥ শুন অহে ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র । যে প্রেম লক্ষণ হৈতেং লীলা স্ফূর্ত্তি হয়চিত্তে, তুমি সাক্ষাৎ হও যে প্রবন্ধ ॥ ধ্রু ॥

সেই প্রেমভক্তি যবে, মোতে স্থির রহে তবে, তুমি যে কিশোর মূর্ত্তিমানে । এইরূপে পাব আমি, ইথে অন্য নাহিজানি, নহে তুমি দুর্ল্লভান্য স্থানে । তবে যদি মুক্তিগণ, করে অঞ্জলি বন্ধন, মোরে লও মোরে লও কহে । ধর্ম্ম অর্থ কামআদি, ইহার পশ্চাতে সাধি, কহে কভু ফিরিয়া না চাইয়ে ॥ ২ ॥

অতএব কিবাকাজে, বরদিবা করি ব্যাজে, ছদ্ম কথা করহ প্রকাশ। ছাড় সব কুটিনাটি, বঞ্চনার পরিপাটী, নানামত অন্য পরিহাস ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক আমি বহু পাইল সুখ, আদ্যোপান্তে যত্তেক বর্ণিলা। তাহা শুনিবার কাজে, এইকথা কহি ব্যাজে; তব বাণী কর্ণামৃত হৈলা ॥ ৪ ॥

এমতে সস্নেহবাণী গোবিন্দের মুখে শুনি লীলাশুক পাইয়া হরিষে। কহিতে লাগিলা পুন অতি মনোহর শুন, সভে কৃষ্ণ কর্ণামৃতানিশে ॥ ৫ ॥

শ্লোকঃ ॥ জয় জয় জয় দেব ত্রিভুবন মঙ্গল দিব্য নাম ধেয়য়। জয় জয় জয় দেবকৃষ্ণ দেব শ্রবণ মনো নয়নামৃতাবতার ॥ ১০৮ ॥

ততঃ অয়িলীলাশুক মৎ কর্ণামৃত রূপাণি বৃন্দাবন যাত্রা মঙ্গলাচরণ মারভ্যকেয়ং কান্তিরিয়ং তানি ত্বদ্ভাষিতানি শ্রুত্বা পুনস্ত্বং শ্রোতৃ কামেন ময়া ত্বমৃতানি তোষিতৈর্দিষ্টং ত্বদ্বাচা বিজিম্ভিতং মৎ কর্ণামৃত নামাস্তু ত্বমেব মে মাধুর্য্যানি রণনঃ জনাসীতি সস্নেহ সুমধুরবাক্যং শৃণ্বন্নন্দো বাচ্ছলিতঃ সন্নাহ। জয় জয় জয়ইত্যাদি। হেদেব জয় হেদেব জয় হে দেব জয় অত্যানন্দাভ্যাং বাপনা ত্রিভুবনস্য মঙ্গলং দিব্যং মনোহরং নামধেয়ঞ্চ যস্য এতদৃশা কিম্বা হেদেব দেব দেব দেবার্থে পূজ্য স্তদ্দেবা স্তুংপূজ্যা স্তৎপার্শ্ব দাঃ হেতদ্দেব তদীশ্বর জয় যথোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে। হরেরনুবৃত্তা যত্র সুরা সুরার্চ্চিতা ইতি। ত্রিভুবন মঙ্গল জয় দিব্যমানন্দ ময় স্বস্বরূপং নামধেয়ং যস্য হেতাদৃশজয় হেকৃষ্ণ দেবজয় শ্রবণ মনোনয়নামৃতাবতারঃ প্রাকট্যং যস্য হে তাদৃশ জয় ॥ ১০৮ ॥

অস্যার্থঃ ॥ হেদেবজয় হেদেবজয় হেদেবজয় । পরম আনন্দ বাণী পুনঃ পুন কয় ॥ ত্রিভুবন মঙ্গল দিব্য কিশোরমূরতি । মনোহর নাম অতি সুমোহন কান্তি ॥ কিম্বা দেবদেব তুমি তার দেব দেব । তাহাতে মঙ্গল দিব্য রূপ সর্ব্বসেব ॥ হেকৃষ্ণ দেব জয় মানস লোচন । অমৃতাবতার জয় প্রাকট শোহন ॥ পুনকৃষ্ণ সমাধুর্য্য অতিশয় হেরি । আনন্দে উন্মত্ত হৈল বর্ণে বাঞ্ছা ভরি বর্ণিতে নাপারে পুন করেন প্রণাম । কৃষ্ণ সনে কহে কথা বাদ সংহরণ ॥

শ্লোক ॥ তুভ্যং নির্ভর হর্ষ বর্ষ বিবশা বেশ
স্ফুটাবির্ভবভূয়শ্চাপল ভূষিতেষু সুকৃতাং ভাবে
ষু নির্ভাষিণে । শ্রীমদ্গোকুলমণ্ডলায় মনসাং-
বাচাঞ্চ দূরেস্ফুরন্মাধুর্য্যৈক মহার্ণবায় মহসে
কস্মৈ চিদস্মৈনমঃ ॥ ১০৭ ॥

পুনস্তন্মাধুর্য্যাতিশায়ানুভবাদানন্দোন্মত্ত তয়া তদ্বর্ণয়িতু কামেন তদশক্ত্যা নমস্কারেণৈব স্ববাচ মুপসংহরত স্বনা কৌতুকেন বিবদমানেন তেনসহ বিবদমান আহ তুভ্যংনির্ভর ইত্যাদি কস্মৈচিদনির্ব্বাচ্যায় স্মৈমহসে মাধুর্য্য পুঞ্জরূপায় তুভ্যংনমঃ ননু তন্মাধুর্য্যমেব বর্ণয় শ্রোতুকামোহস্মিতত্রাহ কীদৃশে বাচাং দূরএবস্ফুরন্তি যানি মাধুর্য্যাণি তেষাং প্রধানার্ণবায় নত্বেবং চেত্তর্হি মনসা বিভাবয় তত্রাহ মনসাঞ্চ তাদৃশায় বিভাব্যায় ইত্যর্থঃ ননু বাঙ্মনসয়োরগ্রাহ্যত্বাৎ কস্যাপি গোচর এবনাস্মি তত্রাহ সুকৃতাং ত্বৎ প্রেম বিশেষ ভাজাং ভাবেষু ভাবাক্রান্ত চিত্তেষু নির্ভাষিণে প্রকাশ শীলায় কীদৃশেষু নির্ভর হর্ষণাং যদ্বর্ষং তেনাববশায়েত্তেচাবেশেন তৎপ্রাপ্তুরুৎকণ্ঠাকৃত

য়া তৎ স্ফূর্ত্ত্যা স্ফুটিয়া বিভবাস্তু যান ভূয়শ্চাপ্যসামি তৈ ভূমি
ত্তাশ্চ যেতেষু নন্বে তেনকিং নিরাকার ব্রহ্মত্বেন মাংনিরূপয়সা
ত্যত্র নত্যাহে শ্রীমদ্গোকুলস্যমণ্ডলায় মধুরোজ্জ্বল নীলমণি
বস্তুয়ণ্রাতঃ কেবলং স্তভ্যং নমো স্তুত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

অস্যার্থঃ ॥ অনির্ব্বাচ্য মাধূর্য্য পুঞ্জ শুন অহে হরি বর্ণিতে না পারি অহেঃ রূপ জগন্মনমোহে, অতএব নমস্কার করি ॥ ধু ॥

কৃষ্ণচন্দ্র কহে অহে, মাধুর্য্য যে মোরহয়ে, বর্ণশুনি ইচ্ছাবড় হয় । শুনি কহে বর্ণানহেঃ বাক্যের সে দূরহয়ে সেমাধুর্য্য সিন্ধু রস ময় ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ কহে বাক্যে নহে, মনে মনে বর্ণ অহেঃ তবুমোর সুখ লাগেমন । শনি কহে সেহনহেঃ মানসের দূরহয়ে ভাবনা বিষয় সুগহন ॥ ২ ॥

কৃষ্ণকহে বাণী মন, অগোচর যদি হেনঃ তবে বোল কাহার গোচর । শুনি কহে যেযেজন, প্রেমেভজে তনুমন তাহার গোচর তর্মি ধর ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ কহে সেই কেবা, বিবরি কহ সে যেবাঃ তাহা শুনি কহে লীলাশুক, নির্ভর হরিষ বর্ষে, বিবশ যে অহর্নিশে, তাহাতে চাপল্য স্ফূর্ত্তিসুখ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ কহে তবেকিয়ে, নিরাকার ব্রহ্ম ময়ে, নিরূপম করহ আমারে । তেহু কহে নহি নহি, গোকুল মণ্ডল মহি, নীলমণি মূর্ত্তি মান বরে ॥ ৫ ॥

- কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোরকর্ণামৃতরূপ, যত সববর্ণনা তোমার । তাতে অপ্যায়িত আমি, বরকিছু মাগ তুমি, অভীষ্ট যে থাকে মনে আর ॥ ৬ ॥

লীলাশুক কহে তবে, কিবর চাহিব এবে, সাক্ষাৎ
তোমার দরশন। সর্ব্বপূর্ণ হৈল মোর, যাতে অতি কৃপা
তোর, তথাপিহ একবর মন ॥ ৭ ॥

শ্লোকঃ॥ ঈশান দেব চরণাভরণেন নীবি,
দামোদর স্থিরযশস্তবকোদ্ভবেন। লীলা শুকেন
রচিতং তবকৃষ্ণ দেব, কর্ণামৃতং বহতু কল্পশ
তান্তরেপি ॥ ১১০ ॥

অয়ে লীলাশুক মৎ কর্ণামৃত রূপত্বদ্ভাষিতে নাপ্যায়িতোহস্মি
তৎপ্রার্থয় পুনঃ কিমপ্যভীষ্ট মিত্যত্র তদেতদেব সাক্ষাদ্দর্শ
নেন পূর্ণ কামোস্মি কিং ময়াপ্রার্থ্যং তথাপী দমপি দেহী
ত্যাহ। ঈশানদেব ইত্যাদি। হে কৃষ্ণদেব লীলাশুকেন ময়া
রচিতং তবকর্ণামৃতমিদং কল্পশতান্তরেপি তৃদ্ভক্ত রসিক
জনচিত্ত মাপ্লাব্য বহতু কীদৃশা ময়া ঈশানঃ মহেশ্বরশ্চাসৌ
দেবক্রীড়া রতশ্চ কস্যঈশা রাধা সাচাননং আনন্তস্যা মমবা
প্রাণশ্চায়ং দেবশ্চ সচতয়োর্ব্বা চরণাঃ শিরোহৃদয়া ভরণানি
যস্যতেনাত্র পক্ষেচ্ছন্দোনুরোধাৎ প্রশস্তস্যা প্রয়োগঃ। তথা
নীবী দামো রসনানীবী দামউদরে যস্য কার্ত্তিক্যাং খণ্ডিতয়া
শ্রীরাধয়া কাঞ্চ্যা বন্দোদরস্য তথাহি ভবিষ্যোত্তরোক্ত লীলা
র্থ বদ্ধ শ্লোকঃ। শঙ্কেতা বসরে চ্যুতেপ্রণয়তঃ সংরুদ্ধয়া রাধয়া
প্রারভ্য ভ্রুকুটিং হিরণ্য রসনাদাম্নানি বদ্ধোদরং। কার্ত্তিক্যাং
জননী কৃতোৎসববর প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং চাটূনি প্রথয়ন্তমাত্ত পুল
কং ধ্যায়েমদামোদরমিতি।। যদ্বামমনীবী মূলধন রাধয়া রূপশ্চ
দামোদর স্তস্যবয়ঃ স্থিরযশ স্তবকোদ্ধাসযশঃ কুসুম গুচ্ছঃ
সএব উদ্ভাবো বিভবঃ সম্প দযস্য তেনঈশান, দেবস্যশিরসো
তি নীবীদামোদরয়োর্মাতৃ পৌত্রাবিতি চ কেচিদাহুঃ ॥ ১১০।

অস্যার্থঃ ॥ হেকৃষ্ণদেব ক্রীড়ারত ॥ এই আমি লীলা শুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, বর্ণিলাম তব কর্ণামৃত ॥ ধু ॥

কল্পশত অন্তরেহ, তবভক্তি রসিকেহ, তারচিত্তে রহুকপাবিয়া ॥ তোমার যে প্রাণ রাই, আমার সে প্রাণ মশী, তার চিত্তে বহ ধারা হৈয়া ॥ ১ ॥

তথা দামোদরচিত্তে, সদা বহু ধরারীতে, রাইনীবী দামে যার ওর ॥ বন্ধ হৈলা মানকাজে, তাতে খ্যাত ক্ষিতি মাঝে, নাম যার রাধা দামোদর ॥ ২ ॥

তথাহি ভবিষ্যোত্তরে ॥ শঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়ত সংরব্ধয়া রাধয়াঃ প্র ণভ্য ভ্রূকুটি হির ণ্য বসনা নাম্না নিবদ্ধোদরং ॥ কার্ত্তিক্যা জননী কৃতোৎসব বর প্রাসারণঃ পূর্ব্বকং চাটুলি প্রথয়ন্ত মাতুপুলক ধ্যায়েম দামোদরং ইতি ॥

অস্যার্থঃ ॥ শঙ্কেত করিয়া হরি, সে স্থানে আসিতে নারি অপরুদ্ধ হৈলা রাইস্থানে ॥ প্রণয় সংরব্ধেরাই ভ্রূকুটি করিয়া তাই, হিরণ্য বসন দাম সনে ॥ ধু ॥

উদর বান্ধিলা যবে, তারে কৃষ্ণচন্দ্র তবে, কহয়ে কার্ত্তিক পুণ্যমাসে ॥ জননী উৎসব কৈলা, বর প্রার্থা প্রকাশিলা, সেলাগি শঙ্কেতাচ্যুত বেসে ॥ ॥

এই স্থির যশ তোমার, অম্লান পুষ্প গুচ্ছ যার, তেই তোমার নাম দামোদর ॥ অতএব তব কর্ণে, রহু এই গুপ্ত বর্ণে, কল্প শত হইয়া বিমল ॥ ২ ॥

এতেক কহিতে মনে, বাড়িল আনন্দ গণে, বিস্ময় হইল একঠাই ॥ গোবিন্দ শ্রবণে আর, সর্ব্ব ব্রজ গোপী কার, জানিনুয় এই সুখদাই ॥ ৩ ॥

পুনমানে নিজ মনে; আমার কবিত্ব গণে, মোর মনে প্রকাশে আনন্দ। এতজানি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, পঢে এক শ্লোক পরবন্ধ ॥৪॥

শ্লোকঃ॥ ধন্যানাং সরসানুলাপ সরণী সৌরভ্য
মভ্যস্যতাং কর্ণানাংবিবরেষু কামপি সুধাবৃষ্টিং
দুহানং মুহুঃ। ধন্যানাং সুদৃশাং মনোনয়নয়ো
র্মার্গস্য দেবস্য নঃ কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিত
মহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতং ॥১১১॥

অতঃ অয়েমনচাস্যাং মৎপ্রেমীনাঞ্চ সগুণ তএব তবৈতৎ কর্ণয়োরমৃতমেব তথাপি গদ্গিরাপী দমস্ত্বিতি স্ববচসাঃ তত্তৎ সুখদত্ব বিচিন্ত্য সবিস্ময়ানন্দমাহ ধন্যানামিত্যাদি ইদংনো ঽস্মাকং বচসাং বিজৃম্ভং দেবস্য কর্ণামৃত মিত্যহোমদ্ভাগ্য মিতিভাবঃ তত্রাপি কৃষ্ণস্য সকল কেলিকলাচতুর শিরোমণেঃ নর্ম্মেতাদৃশ বিরহসংযোগ প্রলাপ সংলাপ ময়ত্বাদেব চিত্র মিতিচেৎ তত্রাহ সুদৃশাং বিরহেন মনসি সংযোগেন নয়নয়ো র্মার্গস্য তত্তৎ প্রলাপ সংলাপাভ্যাং হৃতেন্দ্রিয়ইত্যর্থঃ। তত্রাপি রম্যানাং লক্ষ্মীপ্রার্থ্য বৈদগ্ধ্যানাং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীনাং কিঙ্করপরং ভক্তোক্তি প্রিয়ত্বাত্তবৈব কিন্তু সামপি কর্ণানাং বিবরেষু সুধাবৃষ্টিংদহানং প্রপূরয়মিত্যহোচিত্রং স্বদশান্বয় প্রলপিত সান্যাদাসামেবনকেবলং কিন্তু তদ্ভক্তানাম পীত্যাহ ধন্যানাং ত্বত্তক্ত বিশেষবতামপি কর্ণানাং বিবরেষু তথা কুর্ব্বত ইতিচিত্র মিতিভাবঃ ননু তেষাং মঙ্গত চরমরসবাণী শ্রবণা দযুক্ত মেতদিতিচেৎ তত্রাহ কীদৃশাং ভবমধুর ভক্তিরস সহিতো যোঽনুলাপো মুহুর্ভাষিতং তস্যযাশরণ্য স্তানাং সৌরভ্য মভ্যস্যতামতি। পূর্ব্বত্ সব তথোক্ত ত্বাদিতি ভাবঃ॥ ১১১। ০

অস্যার্থঃ॥ আমার বচন এই, বেদকর্ণামৃত সেই কিভাগ্য আমার অতিশয়। কেলি কলা সুচাতুর, রসিক শেখর ভোর, হেনকৃষ্ণ কর্ণামৃতময়॥ ধু।

তবে যদি বল হেন, কর্ণামৃত সবে কেন, এতাদৃশ যাহার বর্ণন। বিরহ সংযোগ জানি প্রলাপ সংলাপবাণী সেকী নহে কর্ণামৃত সম॥ ১॥

তবে তাহা শুন এবে, সমস্ত সদৃশ সবে, সংযোগ বিরহে যেই হরি। মানসে নয়ন লাগে, সংলাপ প্রলাপ ভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয় হরিতে সে বলি॥ ২॥

তার কোন সুধাময়, মোর এই বাণী হয় কি আশ্চর্য্য এই লাগি কহি। আর চিত্র লাগে মোরে, তোমার যে ভক্তি বরে, তার কর্ণে হয় সুধাময়ী॥ ৩॥

বৃন্দাবন সংবন্দিনী, যত গোপ সুরঙ্গিণী, যার বৈদগ্ধি কমলা প্রার্থয়ে। তার কর্ণে মোর বাণী, অমৃতময়ী তেই মানি; অতি চিত্র মোর ভাগ্যচয়ে॥ ৪॥

যদি বল গোপনারী, অন্তরে সে সুখ ভারি, শুন কহি তাহার কারণ। অশ্রুত সরস বাণী, শ্রবণের রসায়নী তেই যুক্তি কর্ণামৃত সম॥ ৫॥

তাহার বিশেষ এহি, মধুর রস ভক্তিময়ী; পুনঃ পুন সেই ভাষাগণ। তাহার লহরী গন্ধ, গোপী বাক্য পরবন্ধ তাহার অলপ সে বাণী গণ॥ ৬॥

এত শুনি কৃষ্ণ কহে, শুন লীলা শুক ওহে, সত্য এই তোমার বচন। বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেম; যেন দশবাণ হেম তাহার বিলাসে সপ্রবীণ॥ ৭॥

॥ ২৭॥

এই রূপ অনুরাগে, যাহার হৃদয়ে জাগে, তার মূল্য আমি মাত্র দেখি। মোরে বশ করিবারে, এই রাগ বলে ধরে, আমি তাহে তেজিতে নাসকি ॥ ৮ ॥

কিন্তু তুমি এইক্ষণে, আইলা এই বৃন্দাবনে, কত দিন এই রূপ দেহে। বৃন্দাবন রস কেলি, সুখ অনুভব মেলি, কত দিন চিত্তে ধরি মোহে ॥ ৯ ॥

পাছে অবিলম্বে অতি, এই রাস লীলায় মতি, প্রবেশ করিয়া নিরীক্ষিবে। এই রূপে আশ্বাস করি নব কিশোর কিশোরী ইচ্ছা হৈল অদর্শন হবে ॥ ১০ ॥

রাধা কৃষ্ণ স্নেহ আখি, কৃপামৃতে তাহা সাক্ষি, দেখি লীলা শুকের বদন। তাহা দেখি লীলা শুক, বিচ্ছেদ কাতর মুখ, সদৈন্যে ভরল তনু মন ॥ ১১ ॥

অদর্শনে দিন গণ, গোঙাইব কেন মন তাহার উপায় পূছে তারে। প্রার্থনা করিয়া কহে, বাণী অতি সুধাময়ে এক শ্লোক সেইক্ষণে পড়ে ॥ ১২ ॥

শ্লোক ॥ অনুগ্রহ দ্বিগুণ বিশাল লোল লোচনৈ রনুস্মরন্মৃদু মুরলীরবামৃতৈঃ। যতোযতঃ প্রসরতি মে বিলোচনং ততস্ততঃ স্ফুরতু তবৈব বৈভবং ॥ ১১২ ॥

ততো অয়ি লীলা শুক সত্যং তদ্বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেমবিলাসিত স্যৈবৈতস্যৈবচ ঈদৃগনুরাগস্যাহং এব মূল্যেব মিতি ত্বয়াহং বশীকৃত এব কিন্তু ত্বমধুনৈবাত্রা গতোঽস্মিন্নবস্য মৃতদেহো ছুদাত্ত শ্রীবৃন্দাবন বাস বিলোকন সুখানি কতিচিদ্দিনানি অনুভব পশ্চাদচিরাদেব মদেতল্লীলাং প্রবেক্ষসীত্যাহ স্বাস্যস্মিত সুং সস্নেহ পূর্ব্বকং শ্রীরাধয়া সহ কৃপয়াবলোকয়ন্তং তং বীক্ষ্য তদ্দর্শন বিয়োগাতি বিকলশ্চ সদৈন্যং তদ্দিনাতি বাহনোপায়ং

প্রার্থয়নাহ হেদেব যতোযতঃ যত্র যত্র মে বিলোচনং প্রসরতি কীদৃশং তদনুস্মরৎ তত্তত্ত তত্র তত্র সহজ বিশালানপি যদ্বিষয়ানুগ্রহেণ দ্বিগুণ বিশালানি যানি যুবয়ো লোচনানিতৈ স্তথা মৃদু মুরলী রবামৃতৈশ্চ সহানয়া সহিতস্য তবৈব বৈভবং সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাসাদি ময়ং স্ফুরতু অন নিরন্তরং স্ফুরয়িতিবা ॥ অক্ষ্ণো রগ্রেতিষ্ঠনয় মাং স্বপদান্তিকং ॥ ইতি দীনঃ কথং জয়ানেত্রাগ্রে স্ফুরতু সেবা ॥ ১১২ ॥

অস্যার্থঃ ॥ রাধেকৃষ্ণ নিবেদন করো তূয়া পায়। দোহার দর্শন শোভা, এই ধন মোরে দিবা, তিলেক বিচ্ছেদ যেন নয় ॥ ধ্রু ॥

যেথানে২ মোর, পড়ুয়ে লোচন জোর, সেথানে২ যেন সদা। কৃপাতে বিশাল আথি, মৃদু বংশী স্বনী সাক্ষী সঙ্গে দেখা দিবে যে সর্ব্বদা ॥ ১ ॥

দোহার সৌন্দর্য্য আর, বিলাস বৈদগ্ধ সার, ইহার বৈভব যত২। আমার অন্তর সনে, এই দুই বিলোচনে স্ফূর্ত্তি রূপ হউ অবিরত ॥ ২ ॥

এই বর দেও মোরে, সদা যেন দেখু তোরে আর কোন নাহিক বাসনা। সেই সুখ ধন দিবা, আপন নিকটে নিবা তোমা মিলায় তোমার করুণা ॥ ৩ ॥

এবমস্তু বলি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা। লীলা শুক কত দিন তথাই রহিলা ॥ তার পর কৃষ্ণ তারে নিকটে আনিলা। ভাব রূপে দেহ পাঞা সেবাতে রহিলা। প্রার্থনা ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, তুয়া না ভজিনু কভু, মুই অতি অধমের অধম। তুমি কৃপাকর মোরে, নিজ গুণে নীতি ভরে, কৃপা নিধি তুমি দীন ধন ॥ ধ্রু ॥

শ্রীশ্রীসনাতন রূপ, অখিল ভকত ভূপ, নিজ গুণে দয়া কর মোরে । শ্রীভট্ট গোপাল পহু, অন্তরে করুণা রহু, মোরে রাখ বান্ধি কৃপা ডোরে ॥ ১ ॥

ঠাকুর আচার্য্য প্রভু : আমার প্রভুর প্রভু : এই মোর ভরসা অন্তরে । সাধন ভজন নাই; সংসার যাতনা পাই; গুণ শুনি মন প্রাণ ঝুরে ॥ ২ ॥

করুণা করিয়া মোরে, রাখ নিজ পদতলে, মো সম পতিত কেহ নাই । মো অতি তাপিত জন, কর কৃপা নিরীক্ষণ তবে আমি এতাপ এড়াই ॥ ৩ ॥

ঠাকুর বৈষ্ণব মোহে কর কৃপা অনুগ্রহে সদা দোষ নাহি যার মনে । সহজ আপন গুণে : দয়া কর দীন জনে তুয়া পদে লইনু শরণে ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত অমৃত হৈতে পরামৃত লীলা শুক বাণী মনোরম । তার ভাবে মগ্ন হই, কৃষ্ণ দাস কবি যেই টীকা কৈল অতি বিলক্ষণ ॥ ৫ ॥

তাহার করুণা হৈতে: সেইত টীকার মতে প্রাকৃত লিখিয়া বুঝু মুই । টীকার আভাষ গণ লেখিনু করিয়া শ্রম, তার কৃপায় মনে হৈল যেই ॥ ৬ ॥

তুমি মোরে কৃপা কর, মো অতি অধম বর, দীন প্রতি যে দয়া তোমার । ব্রহ্মা শিব অগোচর ব্রজ লীলা সর্ব্ব পর, তাহা প্রকাশিলা অকাতর ॥ ৭ ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত, কৃষ্ণ কর্ণামৃত টীকা আর । তিন অমৃতে ত্রিভুবন, ভাসাইলা সর্ব্বজন, আখি পাইল জন্ম অন্ধ যার ॥ ৮ ॥

তুমি বড় দয়াবান, মোরে কর পরিত্রাণ, নিজ গুণে

এই দীন জনে ॥ তোমার করুণা হৈলে মোর সব বাঞ্ছা পূরে, মোর দোষ না লইবা মনে ॥ ৯ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর ভক্ত বৃন্দ, পদ রেণু নিজ শিরে ধরি। গাইল গোবিন্দ লীলা, মনে যাহা উপজিলা; আর শুন যার কৃপা বলি ॥ ১০ ॥

শ্রীল শ্রীগুরু পদদ্বন্দ্বামৃত আনন্দিত তার নখাঞ্চলে মোর আশ। সেই পদ প্রসাদে, গাইল কৃষ্ণ কর্ণামৃতে, এ যদুনন্দন দাস দাস ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থস্য সারঙ্গ রঙ্গদা নাম্নী টীকায়া ভাষা রূপ বর্ণনং সমাপ্ত ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দ মতের্গতী। মৎসর্বস্ব পদাম্ভোজৌ রাধা মদন মোহনৌ ॥ ১ ॥

জয়তি মধুর রাধাকৃষ্ণ লীলারসোদ্যন্নটন বিধি সুধাব্ধিঃ সার্থ সংজ্ঞামিকাষীৎ। বিষয় বিষ বিসংজ্ঞাং ঘোরসংজ্ঞাং নটীং মে সর স জন মাস্যে সূত্রধারঃ স্বরূপঃ ॥ ২ ॥

দুর্গমে পথিমেহন্ধস্য স্খলৎপাদ গতির্মুহুঃ স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনং ॥ ৩ ॥

শ্রীরূপ চরণাব্জানি কৃষ্ণদাসেন নির্ম্মিতা। কৃষ্ণ কর্ণামৃতস্যেয়া টীকা সারঙ্গ রঙ্গদা ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমল্লীলা শুক মুখোদ্গত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতস্য টীকা সম্পূর্ণা

সমাপ্তঃ ॥